শতাধিক সৌখীন ও পেশাদার নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়শিক্ষক
শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত

অভিনয়-শিক্ষা

[সাহিত্যাচার্য্য শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত ভূমিকা সম্বলিত]

কাব্যশাস্ত্র—নাট্যশাস্ত্র—নাট্যকার—নাট্যকলা—নাট্যসমাজ—রঙ্গালয়—রঙ্গমঞ্চ—দৃশ্যপট—অভিনয়—অভিনেতা—সহ-অভিনেতা—স্মারক—শিক্ষক—শিক্ষানবীশ—দর্শক—পৃষ্ঠপোষক—রসপ্রসঙ্গ—ভাবপ্রসঙ্গ—যাত্রাভিনয়—নাট্যসম্প্রদায়-গঠনপ্রণালী ইত্যাদি সম্ভারে পূর্ণ। অভিনয় শিখিতে ও শিখাইতে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইতে, অভিনয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে এমন পুস্তক আর হয় নাই। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ফটোচিত্রে পরিশোভিত, সুরম্য বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক

চণ্ডীমঙ্গল

[সুপ্রসিদ্ধ নব রঞ্জন অপেরার গৌরব-নিশান]

বিস্মৃত যুগের কালকেতু ব্যাধকে যদি সশরীরে দেখিতে চান, ফুল্লরার বিখ্যাত "বারমাস্যা" যদি ভাষার তুলিকায় রঙিন দেখিতে ইচ্ছা হয়, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের মা চণ্ডীকে যদি মর্ত্তের মাটিতে দেখার বাসনা থাকে, তবে চণ্ডীমঙ্গল পড়ুন। এ নাটকের তুলনা শুধু এ-ই নাটক; গীতার মত চণ্ডীমঙ্গলও প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে স্থান পাইবার যোগ্য। অভিনয়ে অভিনেতা ও দর্শকের চোখের জল বাধা মানে না। মূল্য ২.৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

সম্রাট নাদিরশাহ

[নিউ গণেশ অপেরার কোহিনুর]

দরিদ্র এক চাষার ছেলে হ'লো প্রজাপালক আদর্শবাদী সম্রাট। কেন? কি তার কারণ? কার সে প্ররোচনা—উত্তেজনা? আবার কেনই বা সেই মরমী দেশপ্রাণ সম্রাট পরিণত হ'লো এক অত্যাচারী নিষ্ঠুর নরঘাতক নৃশংস দস্যুতে? এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এবং মোগলসাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস এই নাটক। এর প্রতিটি চরিত্রের ক্রমপুষ্টি, সহজ সংলাপ অভিনেতা ও দর্শকের প্রাণে বিস্ময় জাগায়। মূল্য ২.৭০ টাকা।

নট্ট কোম্পানির মহার্ঘ মণি

নটনায়ক শ্রীসুজিত পাঠকের

করকমলে—

গ্রন্থকার।

"ভক্তের ডাক" নাটক গত দুই বৎসর যাবৎ কলিকাতার নিউ গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনীত হইতেছে। নাটকের প্রধান চরিত্র অক্ষমের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় নাটকটির অকালমৃত্যুর আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনীর অন্তর্নিহিত আবেদনের সঙ্গে এদেশের মানুষের প্রাণ এক তন্ত্রীতে বাঁধা, তাই তার গতি অপ্রতিহত, তাই সাহিত্যের মণিকোঠায় এ সম্পদ্ অমর অক্ষয় হইয়া আছে।

জনগণের অর্দ্দনে অর্থাৎ আবেদনে চিরদিনই ভগবান্ মাটির পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তাই তাঁর নাম জনার্দ্দন। প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল যখন নিষ্পেষিত হয়, অসংখ্য মানুষের ক্রন্দন যখন ব্যাকুলভাবে সেই পরিত্রাতাকে চাওয়ার মত চায়, তখন বরাভয় হস্তে তিনি আসেন দুষ্টের দমনে। এ তাঁর অভাব নয়, স্বভাব। তাই তিনি আসিয়াছিলেন নৃসিংহরূপে প্রহ্লাদের ব্যাকুল আহ্বানে।

কাঁদিতে জানি না, চাহিতে পারি না, বিশ্বাস করি না যে স্ফটিকস্তম্ভেও তিনি আছেন; তাই মালঞ্চে ফুল ফুটিল না, বাঁশীতে বাজিল না সুর!

"যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই, তাহা চাই, না।"

ইতি—

দোলপূর্ণিমা
সন ১৩৬৭ সাল

দীন গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

নারায়ণ, চতুর্ভুজ (নারায়ণের ছদ্মরূপ), নারদ।

হিরণ্যকশিপু	...	...	দানবরাজ।
অনুহ্লাদ, প্রহ্লাদ	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
অরণ্যাক্ষ	...	...	হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতুষ্পুত্র।
ধুরন্ধর	...	...	মন্ত্রী।
মড়ক	...	...	সেনাপতি।
নরক	...	...	নগরাধ্যক্ষ।
ষণ্ড	...	...	দৈত্যগুরুর পুত্র।
চক্রপাণি	...	...	জনৈক প্রজা।
হরিশরণ	...	...	বৈষ্ণব।

কুমন্ত্র, রক্ষী, পুরোহিত, সৈনিক, বৈষ্ণবগণ, ছাত্রগণ।

—স্ত্রী—

কয়াধু	...	...	রাণী।
ত্রিজটা	...	...	দাসী।
বিনতি	...	...	চণ্ডের স্ত্রী।
পারিজাত	...	...	মড়কের কন্যা।

মুক্তি, সহচরীগণ।

☞ অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টির অভিনব অবদান
রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ কাল্পনিক নাটক

সত্যাশ্রয়ী

[নট্ট কোম্পানির দলের কোহিনূরমণি]

কত পণ্ডিতকে নিয়া কত নাটক রচিত হইয়াছে, মূর্খকে নিয়া যে কি রমণীয় নাটক গ্রথিত হইতে পারে, এই "সত্যাশ্রয়ী"ই তাহার জলন্ত প্রমাণ। খড়্গপাণির অসাধারণ মনোবল ও সত্যরক্ষায় সর্ব্বস্ব পণ নাটকের পত্রে পত্রে শিহরণ জাগায়। সামান্য মন্দিররক্ষকের মহত্ত্ব, মন্ত্রিকন্যার বিচিত্র স্বদেশপ্রেম প্রাণে আনন্দের লহর তোলে। প্রাণে মহোল্লাসের ঝড় বয়। অভিনয়ে হয় চরম পরিতৃপ্তি। মূল্য ২.৫০ টাকা।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ পল্লীগাথামূলক নাটক

ভাগ্যের বলি

[নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার জয়পত্র]

করুণরস ও হাস্যরসের অপূর্ব্ব সমন্বয়, অশ্রুর ধারাবর্ষণের সঙ্গে নির্ম্মল হাসির স্নিগ্ধ আলোক, পল্লীসমাজের অপূর্ব্ব আলেখ্য এই নাটক। গর্গের মহত্ত্ব, ভাগ্যবিড়ম্বিত পিতৃমাতৃহীন কঙ্কের জীবনের পদে পদে বাধা, বিচিত্র ও মাধুরীর সরস মধুর বাদবিসম্বাদ, লীলা-কঙ্কের নির্ম্মল স্নেহভালবাসা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় রূপায়িত। যাত্রাজগতের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করিয়াছে এই 'ভাগ্যের বলি'। মূল্য ২.৫০ আড়াই টাকা।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক রচিত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

লালবাঈ

[নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত]

দীর্ঘশতাব্দী পরে নীরব কঙ্কাল মুখর হ'য়ে উঠলো। জ্যোতিষের বাণী —"আমি ভারতের দ্বিতীয় নুরজাহান হবো।" সে কি আমার দোষ? মুসলমান ব'লে—বাইজি ব'লে যারা আমাকে মানুষের মর্য্যাদা দিলে না, সতী চন্দ্রপ্রভার বিচারে যারা আমাকে দীঘির জলে ডুবিয়ে মারলে—তাদের বিচার কে করবে। এই জিজ্ঞাসা নিয়েই এই নাটকের জন্ম। অল্প লোকে জমাট অভিনয়। মূল্য ২.৫০ আড়াই টাকা।

ভক্তের ডাক

সূচনা।

বন্দিশালা।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ।—

গীত।

ভূভার-হরণ হরি,
কবে হরিবে এ দুর্ব্বহ ভার অবনীতে অবতরি?
ধরার রোদনে পাষাণ ভেদিল, মরুভূমি হ'লো জল,
তিতিল না হায়, দীনের শরণ, তোমার মর্ম্ম-তল;
পাপীর তাড়না কত সহি আর?
ধরে না নয়নে এত অশ্রুধার;
অগতির গতি তুমি যদি প্রভু, দাও হে চরণতরী।

হরিশরণের প্রবেশ।

হরিশরণ। ওরে, আর ভয় নাই। আনন্দ কর্—আনন্দ কর্। শ্রীবিষ্ণুকে বধ করবার জন্য দানবরাজ হিরণ্যাক্ষ স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল তোলপাড় কচ্ছিল। দর্পহারী নারায়ণ সরোবরের তলায় আত্মগোপন করেছিলেন। পাষণ্ড হিরণ্যাক্ষ ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে সরোবরেই প্রবেশ

কর্‌লে। সেই কাল-সরোবরে বরাহরূপী নারায়ণ করাল দংষ্ট্রাঘাতে তার দানবলীলার অবসান করেছেন। বিষ্ণুদ্বেষী মহাপাপী হিরণ্যাক্ষ মরেছে ; আনন্দ কর্‌—আনন্দ কর্‌।

বৈষ্ণবগণ। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি !

[১ম বৈষ্ণব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম বৈষ্ণব। হিরণ্যাক্ষ মরেছে, কিন্তু তার ভাই হিরণ্যকশিপু তো বেঁচে আছে।

হরিশরণ। বেঁচে থাকলেও সে আর ফিরবে না। নির্ব্বোধ হিরণ্য-কশিপু প্রতিজ্ঞা ক'রে তপস্যা কর্‌তে গেছে, অমর বর না নিয়ে আর গৃহে পদার্পণ কর্‌বে না। অমর বর কেউ কখনও পায় নি, সেও পাবে না ; কাজেই আমাদের কাছে সে মৃত। এইবার রাজা হবে হিরণ্যাক্ষের পুত্র অরণ্যাক্ষ। সে বৈষ্ণব না হ'লেও বিষ্ণুদ্বেষী নয়।

১ম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ব'লে তার পিতা আমাদের বন্দী ক'রে রেখে গেছে ; সে কি আমাদের মুক্তি দেবে ভেবেছ ?

হরিশরণ। হাঁ্যা বংশি, আমি জানি, অরণ্যাক্ষ রাজ্যরশ্মি হাতে পেয়ে প্রথমেই দেবে আমাদের মুক্তি। আনন্দ কর—আনন্দ কর। ওই শোন,—কারাদ্বারের লৌহশৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে খুলে গেল। মুক্তি আসছে, মুক্তি !

১ম বৈষ্ণব। মুক্তি না হ'য়ে মৃত্যুও হ'তে পারে হরিশরণ। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। [প্রস্থান।

হরিশরণ। কতদিন—কতদিন তোমার পায়ে ফুলজল দিই নি ঠাকুর! গৃহ হয়তো অরণ্য হ'য়ে গেছে। দীর্ঘদিন কেউ হয়তো ছুটো চালকলাও দেয় নি। আবার যাবো আমি, আবার তাঁর মন্দির আরতি ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হবে। মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্যকশিপু। মুক্তি নেবে? নেবে মুক্তি?

হরিশরণ। একি! রাজভ্রাতা হিরণ্যকশিপু?

হিরণ্যকশিপু। আর রাজভ্রাতা নই, স্বয়ং রাজা হিরণ্যকশিপু।

হরিশরণ। আপনি রাজা?

হিরণ্যকশিপু। বড় নিরাশ হয়েছ, না? ব'সে ব'সে এতক্ষণ মুক্তির স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি? মুক্তির বার্ত্তা আমি এনেছি। তোমার নাম কি?

হরিশরণ। আমার নাম হরিশরণ।

হিরণ্যকশিপু। তুমিই তো বৈষ্ণবদের দলপতি। আমার ভ্রাতা মহারাজ হিরণ্যাক্ষ যখন পলায়িত বিষ্ণুর সন্ধানে যাত্রা করেন, তখন তুমিই না তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলে,—"এই যাত্রাই তোমার মহাযাত্রা হোক"?

হরিশরণ। আরও বলেছিলুম,—"রাজা তুমি, ধর্ম্মের রক্ষক; তবু বিনা অপরাধে তুমি আমাদের ধর্ম্মে আঘাত দিয়েছ। যাঁর নাম বিলুপ্ত করবার জন্য তুমি রাজ্যময় অত্যাচারের ঝঞ্ঝা বহিয়ে দিয়েছ, তাঁর হাতেই যেন তোমার ধ্বংস হয়; তোমার ছিন্নভিন্ন দেহ যেন শেয়াল-শকুনে টেনে ছিঁড়ে খায়।"

হিরণ্যকশিপু। অভিশাপ তোমার সফল হয়েছে ঠাকুর। কিন্তু রসনায় যার এত বিষ, তার স্থান লোকালয়ে নয়, যমালয়ে। তবু আমি তোমাদের মুক্তি দেবো; কিন্তু এক সর্ত্তে।

হরিশরণ। সর্ত্তটা বোধ হয় এই যে, আর আমরা কেউ হরিনাম মুখে আনবো না।

হিরণ্যকশিপু। মুখে তো আনবেই না, মনের কোণেও ঠাঁই দেবে না। তোমাদের বিগ্রহগুলোকে এই বন্দিশালায় আনিয়ে দিচ্ছি; মুক্তি যে চায়, সে আমার সম্মুখে তার বিগ্রহের মাথায় পদাঘাত করবে।

হরিশরণ। আপনি পারেন আপনার পিতা মহর্ষি কশ্যপের মাথায় পদাঘাত করতে?

হিরণ্যকশিপু। মহর্ষি কশ্যপ আর বিষ্ণুতে অনেক প্রভেদ। এই বিষ্ণুর ছলনাতেই দানবজাতি সাগরমথিত অমৃতের অংশ পায় নি, এই কূটচক্রী ধূর্ত্ত দেবতার চক্রান্তে আজ আমি ভ্রাতৃহীন! জীবহিংসা চরিতার্থ করতে যে অস্পৃশ্য বরাহরূপ ধারণ করতে পারে, বন্য বরাহের মতই আমরা তার মাথায় লাঠি মারবো; পূজা তার প্রাপ্য নয়।

হরিশরণ। আপনার পূজো না পেলেও শ্রীবিষ্ণুর ক্ষতি হবে না। কিন্তু তাঁর মাথায় লাঠি মারবার কল্পনা করবেন না, তাহ'লে অগ্রজের পিছে পিছে আপনাকেও যমালয়ে যেতে হবে।

হিরণ্যকশিপু। যমের ভয় করবে তোমরা পিপীলিকার দল। হিরণ্যকশিপু যমকে জয় ক'রে এসেছে। ব্রহ্মার বরে সে দিনে মরবে না, রাত্রিতে মরবে না; পুরুষের হাতে তার মৃত্যু নেই, স্ত্রীলোকের হাতে তার মৃত্যু নেই; জলে তার মৃত্যু হবে না, স্থলেও তার মৃত্যুযোগ নেই। হিরণ্যকশিপু অমর।

হরিশরণ। মর্ত্তবাসী কখনও অমর হয় নি, কখনও হবে না। সাবধান রাজা, আপনার অগ্রজ বৈষ্ণবদের যে নিধনযজ্ঞ আরম্ভ ক'রে গেছেন, আপনি ভুলেও তাতে ইন্ধন দেবেন না। তাহ'লে—

হিরণ্যকশিপু। তাহ'লে কি? বিষ্ণু তাদের উদ্ধার করতে নেমে আসবে? আমি তাই চাই। আমার সেই জাতিদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তা পরম শত্রুকে আমি মুখোমুখি দেখতে চাই।

হরিশরণ। কিন্তু শত্রুভাবে তাকে দেখতে চেও না। আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁর বিশ্বমোহন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে আহ্বান কর। সৌন্দর্য্যের অনন্ত আধার তিনি,—তাঁর বরাহ-ব্যাঘ্র-সিংহ রূপ তুমি আহ্বান ক'রো না। তার অনিবার্য্য ফল মৃত্যু!

হিরণ্যকশিপু। অমরের মৃত্যু!

হরিশরণ। অমর তুমি নও, সব মর্ত্তবাসীর মতই মরণশীল। নারী পুরুষ ছাড়াও আর একটা জীব জন্মাতে পারে, জলস্থল ছাড়া আরও কোন স্থান তোমার মৃত্যুর ক্ষেত্র হ'তে পারে।

হিরণ্যকশিপু। দিন রাত্রি ছাড়া আরও একটা সময়ের উদ্ভব হ'তে পারে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

হরিশরণ। হাসির কথাই বটে; কিন্তু এ হাসি থাকবে না রাজভ্রাতা।

হিরণ্যকশিপু। বল, তোমাদের মধ্যে কে মুক্তি চায়?

হরিশরণ। যে চায় চাক্, আমি চাই না।

হিরণ্যকশিপু। তুমি বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করবে না?

হরিশরণ। না; আগে তবু দু'বেলা পূজো করেছি, এখন অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন করবো।

হিরণ্যকশিপু। বিষ্ণু আমাদের জাতির শত্রু।

হরিশরণ। তিনি কারও শত্রু নন্।

হিরণ্যকশিপু। তোমাদের রাজাকে সে হত্যা করেছে।

হরিশরণ। হত্যা করতে তিনি তো এগিয়ে আসেন নি, রাজা নিজে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে মৃত্যু চেয়ে নিয়েছেন। সৃষ্টির আবর্জনা এই দেবদ্বেষী পাষণ্ড—

হিরণ্যকশিপু। ব্রাহ্মণ!

হরিশরণ। ক'জনের মুখ চাপা দেবে তুমি? প্রজাদের ঘরে ঘরে কান পেতে শুনে এস, রাজার মৃত্যুতে কেউ একটা নিঃশ্বাসও ফেলছে না। মুখ ফুটে যদি তারা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতো, তাহ'লে তাদের আনন্দ-কোলাহলে আজ আকাশ বাতাস মুখরিত হ'তো। সৃষ্টির একটা আবর্জ্জনা দূর হয়েছে, আর একটা আবর্জ্জনা তুমি—কবে মৃত্যু তোমায় গ্রাস করবে, আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা ক'চ্ছি।

হিরণ্যকশিপু। আর প্রতীক্ষা করতে হবে না। রাজদ্রোহি, জাতিদ্রোহি, বিষ্ণুর পদলেহি কুক্কুর, আজই তোমার জীবনের শেষ দিন। [তরবারি উত্তোলন]

অরণ্যাক্ষের প্রবেশ।

অরণ্যাক্ষ। কাকে হত্যা করছেন কাকা? এ যে ব্রাহ্মণ!

হিরণ্যকশিপু। না—না, এরা সব রাজদ্রোহী চণ্ডাল।

অরণ্যাক্ষ। তবু এঁরা বৈষ্ণব, মৃত্যুভয়েও এঁরা এঁদের আরাধ্য দেবতাকে ত্যাগ করেন নি। পিতা এঁদের সব কেড়ে নিয়েছেন, তবু এঁদের মাথা নোয়াতে পারেন নি। দৈত্যকুলের এঁরাই তো স্তম্ভ। এ জাতকে তুলে ধরবার শক্তি এঁদেরই তো আছে কাকা। তরবারি কোষবদ্ধ করুন, আসুন, নতজানু হ'য়ে আমরা এঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

হিরণ্যকশিপু। কি বলছো তুমি কুলাঙ্গার? এদের আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুর হাতেই না তোমার মহামান্ত পিতা নিহত?

অরণ্যাক্ষ। সেজন্ত পিতাই দায়ী, বিষ্ণু দায়ী নন।

হিরণ্যকশিপু। মহাবীর হিরণ্যাক্ষের পুত্রের মুখে এই ভাষা!

অরণ্যাক্ষ। ইচ্ছা হয় আমাকে দণ্ড দিন, কিন্তু এঁদের আপনি মুক্তি দিন কাকা।

হিরণ্যকশিপু। কখনই না; আমি এদের হত্যা কর্‌বো।

অরণ্যাক্ষ। তাহ'লে সরোবরের বরাহ হয়তো মত্ত হস্তী হ'য়ে প্রাসাদে প্রবেশ কর্‌বে। বৈষ্ণবের হত্যা বিষ্ণু কখনো সইবেন না। আমি পিতাকে হারিয়ে পৃথিবী অন্ধকার দেখছি, পিতৃব্যকে হারিয়ে আর জীবন্তে মৃত্যু চাই না।

হরিশরণ। বাঃ—চমৎকার! হিরণ্যাক্ষের এই পুত্র! দীর্ঘজীবী হও বালক, দীর্ঘজীবী হও।

হিরণ্যকশিপু। অরণ্যাক্ষ! তোমার পিতা জীবিত থাকলে তিনি তোমাকে হয়তো হত্যাই কর্‌তেন। আমি তোমার এই প্রথম ঔদ্ধত্য ক্ষমা কর্‌লুম। দেখতে না পার, বেরিয়ে যাও; আমি এই বৈষ্ণবদের রক্তে আজই রাজপ্রাসাদ ধৌত কর্‌বো। আসুক বিষ্ণু তার সর্ব্ব-শক্তি নিয়ে, আমি তাকে দেখতে চাই।

হরিশরণ। অচিরেই তুমি তাকে দেখতে পাবে। আমি তাঁকে আহ্বান করি, তুমি আমার শিরশ্ছেদ কর। ওঁ শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং—

হিরণ্যকশিপু। হরিশরণ! [তরবারি উত্তোলন]

অরণ্যাক্ষ। আমার একটা কথা ছিল কাকা। পিতার মৃত্যুর পর এ রাজ্যের রাজা কে? আপনি না আমি?

হিরণ্যকশিপু। তুমিই রাজা। তোমার নাবালকত্ব শেষ হ'লেই আমি তোমায় সিংহাসনে অভিষিক্ত কর্‌বো।

অরণ্যাক্ষ। এ কার বিধান?

হিরণ্যকশিপু। তোমার পিতার। প্রমাণ চাও?

অরণ্যাক্ষ। না কাকা, আপনার কথাই আমার শিরোধার্য্য। আজ

আমি চ'লে যাচ্ছি। যেদিন আমি সাবালক হবো, সেদিন আমি আপনার হাত থেকে রাজ্যটা যেন ফিরে পাই, আর যেন পাই পিতার গচ্ছিত জনসম্পদের হিসাব। দেখবেন, একটা সামান্য প্রজারও যেন অকালমৃত্যু না হয়। [প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। অপদার্থ, বংশের কলঙ্ক।

হরিশরণ। কলঙ্ক নয়, গৌরব।

হিরণ্যকশিপু। চুপ্, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

কয়াধুর প্রবেশ।

কয়াধু। মৃত্যু ছাড়া কি তোমাদের কথা নেই? কথায় কথায় দু-ভাই অসংখ্য জীবহত্যা করেছ। ক'জনের প্রাণ দিতে পেরেছ বল দেখি। একজন পাপের দণ্ড নিয়ে চ'লে গেছেন, এ দেখেও কি তোমার শিক্ষা হবে না?

হিরণ্যকশিপু। না। তিনি অগ্রজ, চিরদিন আমার আগে আগেই তিনি চলেছেন, আমি অনুজ,—মৃত্যুর পরেও আমি তাঁর আদর্শই অনুসরণ করবো। স্ত্রী চরণের দাসী, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র বেত্রাঘাতে শাসনের যোগ্য—তাদের উপদেশ হিরণ্যকশিপুর জন্য নয়।

হরিশরণ। যাও মা, যাও; এ নরকে তুমি আবার কেন এলে মহারাণি? আমি মরবো, বৈষ্ণবের রক্ত দিয়ে এ প্রাসাদ রঞ্জিত ক'রে যাবো, দেখি তাঁর আসন টলে কি না।

কয়াধু। ঠাকুর, দোহাই ঠাকুর, এ দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে বংশটাকে রক্ষা কর। একজনের শোচনীয় পরিণামের কথা শুনে প্রতি মুহূর্ত্তে আমি আর একজনের পরিণাম ভেবে শিউরে উঠছি। এতই যদি এঁদের জেদ, ত্যাগ কর বিষ্ণুর আশ্রয়—ক'রো না মুখে হরিনাম।

হরিশরণ। রাজ্যের সবাই যদি তাঁকে ত্যাগ করে, তবু আমি ভুল্‌বো না তাঁর নাম।

কয়াধু। তোমার জন্য নয় ঠাকুর, তোমার জন্য নয়। আমার মুখ চেয়ে তুমি নিজেকে রক্ষা কর, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

হিরণ্যকশিপু। কয়াধু!

কয়াধু। ওগো, সাধ ক'রে নিজের ধ্বংস ডেকে এনো না।

হিরণ্যকশিপু। আমার ধ্বংস জলে নেই, স্থলে নেই, দিনে নেই, রাত্রিতে নেই, অস্ত্রে নেই, শস্ত্রে নেই;—স্ত্রী-পুরুষ কারও হাতে আমি মর্‌বো না। স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে কে আছে এমন শক্তিমান, যে হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস কর্‌তে পারে?

হরিশরণ। তাঁর নাম শ্রীবিষ্ণু।

হিরণ্যকশিপু। ডাক তোমার শ্রীবিষ্ণুকে। [তরবারি উত্তোলন]

কয়াধু। রাজা,—[তরবারি ধরিয়া ফেলিলেন]

হিরণ্যকশিপু। স'রে যাও পথের কণ্টক।

[কয়াধুকে প্রবলবেগে ঠেলিয়া দিলেন, কয়াধু পড়িয়া গেলেন]

কয়াধু। উঃ, শুনলে না, কথা শুনলে না। কেউ বুঝলে না আমার অন্তরের ব্যথা। হে মহর্ষি কশ্যপ, রক্ষা কর, রক্ষা কর তোমার সন্তানকে। দুর্ম্মতি দৈত্যবংশের সুবুদ্ধি দাও কুলপুরুষ, সুবুদ্ধি দাও। উঃ—এ কি বেদনা,—উঃ—

[প্রস্থান।

হরিশরণ। এস দুর্ম্মতি দানব, বৈষ্ণবের রক্তে তোমার তরবারি রঞ্জিত কর।

[হিরণ্যকশিপু হরিশরণের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিলেন]

হরিশরণ। ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু। হিরণ্যকশিপু, তোমার

ধ্বংসের বীজ আজ তুমিই বপন করলে। এই বৈষ্ণবহত্যার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে অচিরেই করতে হবে। সেদিন বেশী দূরে নয়। সেদিন এমনি ক'রে তোমারও বুকের রক্তে ধরাতল সিক্ত হবে। আমি তাঁর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ওই শোন আকাশে বাতাসে। বেজে উঠেছে তাঁর আগমনী গান।

[নেপথ্যে শঙ্খনাদ]

হিরণ্যকশিপু। কিসের শঙ্খধ্বনি?

হরিশরণ। স্বাগতম্—স্বাগতম্—স্বাগতম্।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। এত শঙ্খধ্বনি ক'চ্ছে কে? [অগ্রসর হইলেন, তাঁহার মাথা হইতে মুকুট পড়িয়া গেল]

ত্রিজটার প্রবেশ।

ত্রিজটা। ও রাজা,—

হিরণ্যকশিপু। কি রে ত্রিজটা?

ত্রিজটা। দেখবে এস, রাণী-মার কোলে সোনার চাঁদ এসেছে।

হিরণ্যকশিপু। সেকি, কোথায়?

ত্রিজটা। অন্দরের পথে। বোধহয় ঘা-টা খেয়ে প'ড়ে গেছলো

হিরণ্যকশিপু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি।

ত্রিজটা। ছাই জান তুমি। চাদ্দিকে লোকজন গিসগিস কচ্ছিল তো? ওমা, সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুতে লেগেছে। বললে বিশ্বেস করবে না, কোথাও কিচ্ছু নেই, একরাশ কুয়াশা এসে জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। আর চাদ্দিকে যত রাজ্যির শাঁখ বাজছে। ও রাজা, এ কে এলো? আমার যে ভয় ক'চ্ছে।

হিরণ্যকশিপু। ভয় নেই ত্রিজটা। দৈত্যবংশে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন।

ত্রিজটা। একি রাজা, তোমার মুকুট মাটিতে প'ড়ে কেন?

হিরণ্যকশিপু। তাইতো,—অসাবধানতায় কখন প'ড়ে গেছে। [মুকুট তুলিয়া মাথায় দিলেন]

ত্রিজটা। তোমার পা টল্‌ছে যে!

হিরণ্যকশিপু। না-না, কে বল্‌লে? তুই দেখছিস না বুকে আমার আনন্দের জোয়ার ব'য়ে যাচ্ছে? কোন সন্তান আমার প্রাণে এমন আনন্দের লহর তুলে জন্মগ্রহণ করে নি। নবজাত এই দৈত্য-শিশুর নাম হবে প্রহ্লাদ। আনন্দ কর্‌—আনন্দ কর্‌, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ এসেছে। আর কেউ কাঁদবে না, আর কেউ মর্‌বে না।

[প্রস্থান।

ত্রিজটা। নামটা শুনেই যে বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্ছে গো। এ কে এলো? কোন্ অপদেবতা এসে জন্মালো? রাজা তো আহ্লাদে আটখানা। পেহ্লাদ ওর স্বগ্‌গে বাতি দেবে! দূর—দূর।

[প্রস্থান।

বারো বছর পরে

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গুরুগৃহ।

ছাত্রগণসহ অনুহ্লাদ ও প্রহ্লাদের প্রবেশ।
প্রহ্লাদ ব্যতীত সকলে গাহিতেছিল।

ছাত্রগণ।—

গীত।

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দে মা, অন্ধ হৃদি-কন্দরে।
উঠুক ফুটে কুন্দ কুসুম মরুভূমে মন্তরে।
অজ্ঞানতার অন্ধকারে কত জনম তলিয়ে আছি,
কলুর ঘানির চৌদিকে মা, পশুর সম ঘুরিয়াছি;
বিদ্যা দে মা বীণাপাণি,
জ্ঞান দে হৃদে জ্ঞানদায়িনি,
অহরহঃ রহ জেগে ওমা মোদের অন্তরে।

[অনুহ্লাদ ও প্রহ্লাদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অনুহ্লাদ। প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। আমায় ডাকছো দাদা?

অনুহ্লাদ আবার বুঝি সেই ছাইভস্ম ভাবছিলি ?

প্রহ্লাদ। ভাবতে কি আমি চাই দাদা ? আমায় জোর ক'রে ভাবিয়ে তোলে।

অনুহ্লাদ। তুলবে না ? আমরা সবাই এক সঙ্গে ব'সে পড়ি, আর তুই ঘরের এক কোণে চুপটি ক'রে বসে থাকিস। আমরা বাগ্দেবীর কাছে দিব্যজ্ঞান প্রার্থনা করি, তুই মুখে খিল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস। কারণ কি শুনি ?

প্রহ্লাদ। ও অসার বস্তুতে আমার কোন লোভ নেই দাদা।

অনুহ্লাদ। কি অসার বস্তু ?

প্রহ্লাদ। জ্ঞান।

অনুহ্লাদ। বলিস কি হতভাগা ? এই জ্ঞানলাভের জন্য কোটি কোটি মহাজন শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন ক'চ্ছে, আর তোর কাছে তার কোন মূল্য নেই ?

প্রহ্লাদ। না। জ্ঞানে শুধু অহঙ্কার বাড়ে। যাঁকে পেলে জীবন সার্থক হ'য়ে যায়, জ্ঞান দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না দাদা। কোন শাস্ত্র আজ পর্য্যন্ত তাঁকে বেঁধে এনে দিতে পারে নি।

অনুহ্লাদ। কাকে ?

প্রহ্লাদ। শ্রীহরিকে।

অনুহ্লাদ। আবার তুই সে সর্ব্বনেশে দেবতার নাম কচ্ছিস প্রহ্লাদ ? এখনও তাকে ভুলতে পারিস নি হতভাগা ? পিতার রক্ত-চক্ষু কি তোর মনে নেই ? এই হরি আমাদের জাতির শত্রু। এখনও তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলি না ? কোন্ গুণে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে তুই সেই সর্ব্বনেশে দেবতাকে ভাল-বাসতে গেলি ?

প্রহ্লাদ।—

গীত।

ভালবাসি ব'লে ভালবাসি তারে, কেন ভালবাসি জানি না।
এত নাম আছে তবু মুখে কেন হরিনাম ছাড়া আনি না।:

অনুপ্রহ্লাদ। বটে!

প্রহ্লাদ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তাহারি প্রেমের পরশ লাগিয়া ধূলি হ'য়ে গেছে সোনা,
মনের মাঝারে অহরহঃ তারি সুরের জালটি বোনা;
খুলে গেছে মোর বাধা বন্ধন,
এক হ'য়ে গেছে হাসি ক্রন্দন,
ধরার ভ্রূকুটি মরার শঙ্কা আমি কিছু আর মানি না।

অনুপ্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। তোমরা পড় দাদা, শাস্ত্র প'ড়ে মহাপণ্ডিত হও। আমি পিতামাতার কুসন্তান,—তাঁদের সাধ আমি পূর্ণ কর্‌তে পারলুম না, গুরুর শেখানো বুলি আমার মুখস্থ হ'লো না দাদা।

ষণ্ডের প্রবেশ।

ষণ্ড। না হ'লে চল্‌বে না যাদু। একবার তোমার বাপের কাছে ধমক খেয়ে এসেছি, এবারও যদি ধমক খেতে হয়, তাহ'লে তোমাকে আস্ত গিলে খাবো, তবে আমার নাম ষণ্ড। যা, পুঁথিপত্র নিয়ে আয়।

প্রহ্লাদ। পুঁথিপত্র কোথায় রেখেছি, মনে নেই।

ষণ্ড। তা মনে থাকবে কেন? গেলবার সময় খুব মনে থাকে। পিঠের ছাল তুলে নেবো। অনুহ্লাদ কত শাস্ত্র প'ড়ে ফেল্‌লে, আর তুমি শুরার এখনও 'ক' দেখলে কেঁদে ভাসিয়ে দাও।

অমুহ্লাদ। ছি-ছি-ছি! কি হ'লি তুই প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ। আমায় বিশ্বাস করুন গুরুদেব, আমি ইচ্ছে ক'রে আপনার আদেশ অমান্য করি নি। আমি নিরুপায়। 'ক' দেখলেই আমার কৃষ্ণনাম মনে পড়ে; 'ক' অক্ষরের উপর যেন দুখানা নূপুরপরা কালো কালো পা নাচতে থাকে।

যণ্ড। উচ্ছন্ন যাক 'ক'। 'ক' তোকে পড়তে হবে না। তুই খ থেকে সুরু কর্। তাতে তো কোন অসুবিধে নেই।

প্রহ্লাদ। 'খ'য়ে খগচর গরুড়বাহন হরি।

অমুহ্লাদ। তাহ'লে ক খ দুটোই বাদ দিয়ে গ থেকে আরম্ভ কর্।

প্রহ্লাদ। 'গ'য়ে গোবিন্দ, গদাধর—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু।

যণ্ড। 'ঘ'য়ে? ঘয়ে তো কোন ব্যাটা নাচে না।

প্রহ্লাদ। ঘ'য়ে ঘনশ্যাম, নবীন জলদকান্তি, জীবের পরমগতি, সর্ব্বদুঃখবিনাশন নারায়ণ।

যণ্ড। তোর গুষ্টির মাথা। শোন্ অমুহ্লাদ, শোন্, ব্যাটাচ্ছেলের মরার পালক গজিয়েছে। নিজে তো পুড়বেই, আমাকে শুদ্ধ পোড়াবে। কত ছেলেকে পড়িয়ে দিগ্‌গজ ক'রে ছেড়ে দিলুম, আর এই এক ফোঁটা ছেলেকে সিধে করতে পারলুম না? আমার সমস্ত গৌরব মাটি ক'রে দিলে! নিয়ে আয় ওর পুঁথিপত্তর খুঁজে। না যদি পড়ে, সব পুঁথি ওকে খাওয়াবো, দেখি—বিদ্যে হয় কি না।

অমুহ্লাদ। এখনও সাবধান প্রহ্লাদ! তুই ছোট ভাই, তোর গায়ে কেউ কাঁটার আঁচড় দিলে আমার বুকটা ফেটে যায়; তাই তোকে বল্‌ছি, ভুল বুঝিস নে ভাই। পড়্‌তে না চাস, বাড়ী ফিরে যা; তা ব'লে কৃষ্ণ বিষ্ণুর নাম মুখে আনিস না। সে আমাদের

জাতির শত্রু, আমাদের বংশের বিভীষিকা, তার কথা ভাবলেও মহা-পাপ হয়। সাবধান প্রহ্লাদ, খুব সাবধান!

[প্রস্থান।

ষণ্ড। ওদিক পানে চেয়ে আছিস কি?

প্রহ্লাদ। ওই মেঘ—গুরুদেব, দেখুন—দেখুন, ওর মধ্যে নবজলধর শ্যাম তনু কত গড়্ছে, কত মিলিয়ে যাচ্ছে। ওই শঙ্খ, ওই চক্র, ওই যে গদা পদ্ম—যাঃ মিলিয়ে গেল।

ষণ্ড। তাহ'লে পড়াশুনো না ক'রে তুই এই কর্‌বি?

প্রহ্লাদ। গুরুদেব, বিদ্যা আমার হবে না; বিদ্যা আমি চাই না। যে বিদ্যা সেই পরমপুরুষকে চিনিয়ে দেয় না, শুধু মানুষকে আত্মম্ভরী দুর্বিনীত নাস্তিক ক'রে তোলে, সে শূকরী-বিষ্ঠায় আমার কোন লোভ নেই। আমায় ভক্তি দিন, শুধু ভক্তি দিন গুরুদেব।

ষণ্ড। ভক্তি দেবো? এই যে দিচ্ছি। [বেত্রাঘাত] বল্ 'ক'।

প্রহ্লাদ। কৃষ্ণায় নমঃ।

ষণ্ড। বল্ 'খ'। [বেত্রাঘাত]

প্রহ্লাদ। খগচর গদাধরো জয়তু।

ষণ্ড। বল্ শূয়ার, 'গ'। [বেত্রাঘাত]

প্রহ্লাদ। গোবিন্দায় নমো নমঃ।

ষণ্ড। তবে আজ তোকে মেরেই ফেলবো। [বেত্র উত্তোলন]

বিনতির প্রবেশ।

বিনতি। আহা-হা, কেন মারছো ছেলেটাকে?

ষণ্ড। মারবো না? তিন বছর ধ'রে মুখে রক্ত উঠে মর্‌ছি, ব্যাটা এক বর্ণও শিখলে না?

বিনতি। না শেখাই ভাল।

ষণ্ড। না শেখাই ভাল?

বিনতি। তা নয় তো কি? তোমার নিজের পেটে যা বিদ্যে, সে তো আমি জানি। ও বিদ্যের ভাগ যে পাবে, তার পোড়াকপাল।

ষণ্ড। তুমি তো আমার বিদ্যে কখনও চোখে দেখতে পাও না। লোকে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে পাঠাচ্ছে কি অমনি?

বিনতি। তুমি কি মনে কর, তোমার কাছে তারা ছেলে পাঠাচ্ছে পড়্‌তে?

ষণ্ড। তবে কি কর্‌তে?

বিনতি। আটকে রাখ্‌তে। বাড়ীতে দৌরাত্ম্য ক'রে বাপ-মাকে জ্বালায়, তাই তোমাকে দিয়েছে রাখালি কর্‌তে।

ষণ্ড। কি, আমি রাখাল?

বিনতি। তবে কি? গুরুমশায়? ফুঃ! ঘোড়ার পাতা পর্য্যন্ত প'ড়ে গুরুমশায় হ'তে হয় না। গুরু বানান কর্‌তে জান?

ষণ্ড। কেন জানবো না? বল্‌বো?

বিনতি। থাক্, আর তোমায় কষ্ট কর্‌তে হবে না। ও আমার জানা আছে।

ষণ্ড। কি জানা আছে শুনি। কত ছাত্র আমার কাছে প'ড়ে প'ড়ে দিগ্‌গজ হ'য়ে গেছে, খবর রাখ কিছু?

বিনতি। কেন রাখবো না? কি চুলোর ছাই পড়েছে, তা কি আর আমি শুনি নি? যেমন দত্যি-দানার ছেলে, তেমনি তাদের পাঠ। প্রয়োজন মত মিথ্যা কথা বলিবে, দেবতাদের পূজা করা মহাপাপ! এই সবই তো তুমি শিখিয়েছ।

ষণ্ড। শেখাবো না? শাস্ত্রে লেখা আছে তা আমি কি কর্‌বো?

বিনতি। কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে গা? আমি বাবার কাছে শাস্ত্র পড়ি নি?

ষণ্ড। আরে সেসব পুরণো শাস্ত্র এখন অচল। এ হ'চ্ছে দৈত্যরাজের অনুমোদিত নবশাস্ত্র।

বিনতি। এ শাস্ত্র আর যাকে শেখাতে হয় শিখিও, এই ছেলেটাকে যেন শিখিও না।

ষণ্ড। তোমার আস্কারা পেয়েই তো ছেলেটা আরও ব'য়ে গেছে।

বিনতি। ব'য়ে যায় নি; ঠিক পথে চলেছে। দশ বছর তোমার বাবা তপস্যায় গেছেন; এই দশ বছরে দৈত্যরাজের নবশাস্ত্র পড়িয়ে বহু ছেলের মাথা খেয়েছ। এত পাপের বোঝা বইবার শক্তি তোমার নেই। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, এই একটা ছেলে থেকে তোমার সব পাপ খণ্ডন হবে। প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। দেখ গুরুমা, দেখ, ওই মেঘের দেশ থেকে একটা ছেলে বাঁশী বাজিয়ে আমায় ডাকছে। আমি কেমন ক'রে যাবো, কোন্ পথে যাবো?

বিনতি। তোমায় যেতে হবে না মাণিক, ও নিজেই তোমার কাছে আস্‌বে।

ষণ্ড। আস্‌তে বল, আমি একখানা ভাল বেত নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। গুরুমা—

বিনতি। কেন যাদু?

প্রহ্লাদ। আমি কি কর্‌বো বল? আমি যে কিছুই শিখতে পারলুম না।

বিনতি। শিখেছ বই কি প্রহ্লাদ। তোমার মত কেউ শেখে

নি। শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞান—সবই তো তাঁর কাছে যাবার পথ। পুঁথি না প'ড়েও তুমি সে পথ চিনেছ বাবা। এ মার্জ্জিত নবশাস্ত্র তোমার প'ড়ে কাজ নেই। তোমার পুঁথিপত্র আমিই ফেলে দিয়েছি। তুমি যা ক'চ্ছো, তাই কর; শুধু তাঁকেই ডাক।

প্রহ্লাদ। পিতা যদি গুরুদেবকে অপমান করেন?

বিনতি। করবেনই তো। যে গুরু রাজার রক্তচক্ষুর ভয়ে শাস্ত্রকে উল্টে দেয়, অপমান তার প্রাপ্য।

প্রহ্লাদ। শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দেয়; আমি আমার গুরুর ক্ষতির কারণ হবো?

বিনতি। সব ক্ষতি পূরণ হ'য়ে যাবে, যদি তুমি সেই পরম নিধি আমাদের ঘরে একটিবার এনে দিতে পার। পাপের পাহাড় জমেছে বাবা। এ পাপ থেকে উদ্ধারের কোন আশা নেই। তোমার ডাকে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। যদি তাঁকে পাও, একবার তাঁর রাঙা পায়ের স্পর্শ আমার ঘরে দিয়ে যেও।

প্রহ্লাদ। গুরুমা, সবাই বলে—শ্রীহরি আমাদের জাতির শত্রু। একি সত্যি?

বিনতি। না বাবা, তিনি কারও শত্রু নন।

প্রহ্লাদ। সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, তার ভাগ থেকে দৈত্যদের তিনিই নাকি বঞ্চিত করেছেন।

বিনতি। সে তাঁর নিষ্ঠুরতা নয়, দয়া। কুকুর যদি ঘি খায়, সে বদহজমে মরে। এ জাত যদি অমৃত খেয়ে অমর হ'তো, তাহ'লে এদের জ্বালায় সৃষ্টির বুকে আগুন ধ'রে যেতো। এরাও সুখে থাকতে পারতো না, কাউকে সুখে থাকতে দিতোও না। তুমি যেন ভুলেও তাঁকে শত্রু মনে ক'রো না গোপাল।

প্রহ্লাদ। কিন্তু আমি যে তাঁকে ডাকতে জানি না। আমায় শিখিয়ে দাও, আমায় ভক্তি দাও।

বিনতি। ভয় কি বাবা, তাঁকে ডাকতে তিনিই শিখিয়ে দেবেন। ভক্তি তোমার অন্তরে বাঁধা, গুরু তোমার আকাশ থেকে নেমে আসবে।

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ।—

গীত।

স্বপনে দেখেছি মুরতি তোমার, দেখি নাই প্রিয় নয়নে।
পরাব বলিয়া গাঁথিয়াছি হার, অশ্রু-কুসুম চয়নে।
কবে পাবো তব দেখা গো,
এত বড় ধরা, তবু সাথী নাই, রহিতে পারি না একা গো;
কাছে থাক যদি, চোখে দেখা দাও,
আমার "আমি"রে নিঃশেষে নাও,
এত যদি ভয়, এস দয়াময়, নিশায় নিঘুম শয়নে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। দেখবি তাঁকে, দেখবি?

প্রহ্লাদ। তুমি কে? এমন মূর্ত্তি তো কোথাও দেখি নি। তোমাকে দেখে কেন প্রাণে আনন্দের লহর ব'য়ে যাচ্ছে? কোথা থেকে আসছো তুমি?

নারদ। আমি তাঁর কাছ থেকেই আসছি—যাঁর চিন্তায় তোমার চোখে ঘুম নেই।

প্রহ্লাদ। সত্যি বলছো? কবে? ওগো, কবে আসবেন তিনি? আমার যে আর দিন কাটে না।

নারদ। লজ্জা ঘৃণা ভয় সব বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁকে ডাক, তবেই তিনি আসবেন।

প্রহ্লাদ। কি ব'লে ডাকবো তাঁকে, আমায় ব'লে দাও। [নতজানু হইল]

নারদ।—

গীত।

(জয়) "শ্রীহরি নারায়ণ" !
শুধু এই নামে, সে করুণাধামে কর হৃদে আবাহন।
আজি হ'তে প্রিয় পর নবসাজ,
ত্যাগ কর ভয়, পরিহর লাজ,
বহুক না ঝড়, হোক বজ্রপাত, আসুক মহাশমন।
আকাশ সমীর বিটপি লতায়
দিবানিশি শুধু তারি গান গায়,
নিখিলের গানে কণ্ঠ মিলায়ে ডাক তারে অনুক্ষণ।

নারদ। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি ! [কর্ণে মন্ত্রদান]

প্রহ্লাদ। একি ! এ ।আমায় কি দিলে ! সমস্ত বিশ্বচরাচরে আনন্দের জোয়ার বইছে; তারি উপর হাট বসেছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তেত্রিশ কোটি দেবতার ! কত আলো, কত হাসি, কত গান। ওই আমার নারায়ণ, তার বুকের মধ্যে স্বর্গমর্ত্তরসাতল—কত ক্ষুদ্র এই পৃথিবী—কত তুচ্ছ তার জীব। ওগো কে তুমি ? তুমি কে ?

নারদ। আমি গুরু, আমি দেবর্ষি নারদ।

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্,
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ত্রিজটার প্রবেশ।

ত্রিজটা। কি গো, কেমন আছ আজকাল? ঘাড়ের ভূত নেমেছে?

প্রহ্লাদ। ত্রিজটা দিদি? কি বল্‌ছো তুমি?

ত্রিজটা। বলি নেকাপড়া ক'চ্ছো তো?

প্রহ্লাদ। লেখাপড়া! কই না।

ত্রিজটা। না? রহাস্তি ক'চ্ছো নাকি? বাপের কথাটা মনে আছে? এবার আর পিঠের ছাল থাকবে না ব'লে দিচ্ছি।

প্রহ্লাদ। বিদ্যা আমার হবে না ত্রিজটা দিদি। আমি তার চেয়ে মহামূল্য রত্নের সন্ধান পেয়েছি। ওই ডাকছেন তিনি—জয় নারায়ণ, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি। [প্রস্থান।

ত্রিজটা। ও গুরুপুত্তুর ও গুরুপুত্তুর—

যণ্ডের প্রবেশ।

যণ্ড। কে ডাকছে? ত্রিজটা নাকি? হঠাৎ কি মনে ক'রে ত্রিজটা?

ত্রিজটা। রাজা পাঠিয়েছে গো।

যণ্ড। কেন? কেন?

ত্রিজটা। কেন? বলি পেল্লাদকে কি চুলোর চাই শেখাচ্ছ শুনি!

যণ্ড। কেন? সে তো বেশ লেখাপড়া ক'চ্ছে।

ত্রিজটা। নেকাপড়া ক'চ্ছে, না তোমার গুষ্টির মাথা ক'চ্ছে। অলপ্পেয়ে মিন্সে, মরবার পালক উঠেছে তোমার? রাজা তোমায় হাজারবার বারণ ক'রে দিয়েছে না, ছেলেদের কাছে নারায়ণের নাম করবে না?

ষণ্ড। ফারায়ণটা কে?

ত্রিজটা। নেকামি হ'চ্ছে! লক্ষ্মীফারায়ণের নাম শোন নি তুমি?

ষণ্ড। ও, নারায়ণ বল। তা আমার এখানে তো কেউ তার নাম করে না।

ত্রিজটা। তবে পেহ্লাদ ফারায়ণ ফারায়ণ ক'চ্ছে কেন?

ষণ্ড। ও তুমি ভুল শুনেছ।

ত্রিজটা। ভুল শুনেছি? আমি কি কালা? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। কালা তুমি, কালা তোমার বউ, কালা তোমার চৌদ্দপুরুষ।

ষণ্ড। তাই সই। আর তুমি জ্বালিও না।

ত্রিজটা। বটে! আমি জ্বালাচ্ছি? আমি লোককে জ্বালিয়ে বেড়াই? বাড়ীতে পেয়ে এত অপমান! কথার মধ্যে বলেছি, পেহ্লাদ কেন ফারায়ণ ফারায়ণ ক'চ্ছে; তার জন্যে এত তম্বিরে! যাচ্ছি আমি রাজবাড়ি। তোমাকে আমি শূলে চড়াবো।

ষণ্ড। ও ত্রিজটা—আরে, ও ত্রিজটা, দোহাই তোমার, শান্ত হও।

ত্রিজটা। তবে রাজাকে গিয়ে কি বল্‌বো রে ড্যাকরা?

ষণ্ড। বল্‌বে, ছেলে যা তৈরী হ'চ্ছে—অপূর্ব্ব!

ত্রিজটা। কবে পরীক্ষা দিতে পার্‌বে?

ষণ্ড। আর মাসখানেক পরে।

ত্রিজটা। আবার যদি ফারায়ণ ফারায়ণ করে?

ষণ্ড। তাহ'লে আমায় কুকুর ব'লে ডেকো।

ত্রিজটা। আচ্ছা, পেল্লাদকে আর একবার দেখে যাই।

ষণ্ড। না-না-না, সে এখন শাস্ত্র পড়্‌ছে, এ সময় স্ত্রীলোকের মুখ দেখতে নেই। তুমি অবশ্য স্ত্রীলোক ঠিক নও, তা'হলেও তোমার

মাকুন্দ চোপা কিনা। না দেখা করাই ভাল। তুমি সোজা রাজবাড়ী চ'লে যাও।

ত্রিজটা। পোড়ামুখো মিন্সে গাল দিলে নাকি! আচ্ছা; তাহ'লে আমি আসি।

[প্রস্থান।

ষণ্ড। দুর্গা, দুর্গা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মড়কের গৃহ।

মড়ক ও নরকের প্রবেশ।

নরক। আজ কটা মাথা রাজাকে উপহার দিলে দাদা?

মড়ক। দশটা।

নরক। আজ পর্য্যন্ত কতগুলো বৈষ্ণবহত্যা করেছ, হিসেব ক'রে দেখেছ? হাজার দশেক হবে, না?

মড়ক। তা হ'তে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য নরক, এত যে বৈষ্ণবহত্যা কর্‌লুম, তবু তো বৈষ্ণবকুল নিঃশেষ হ'চ্ছে না।

নরক। নিঃশেষ হবে না দাদা। রাজা যতই চেষ্টা করুন, এ আগুন কিছুতেই নিভবে না। আমার মনে হ'চ্ছে দাদা, নারায়ণের কাছে আমাদের রাজা হিরণ্যকশিপু নিতান্ত শিশু।

মড়ক। কি বাজে কথা বল্‌ছো নরক?

নরক। আগে মনে কর্‌তুম, আমাদের রাজা অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান। আজ আর তা বিশ্বাস হ'চ্ছে না। তুমি দেখো, তাঁর ধ্বংসের আর বেশী বিলম্ব নেই।

মড়ক। রাজকর্ম্মচারী হ'য়ে তুমি এতবড় কথা বল্‌ছো নির্ব্বোধ? রাজা শুনতে পেলে তোমাব কাঁধে মাথা থাকবে?

নরক। মাথা এমনিও থাকবে না দাদা। দেবতারা আমাদের মত শূন্যে আস্ফালন করে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঠিক কাজ গুছিয়ে নেয়। তারা আমাদের চেয়ে বহুগুণে বুদ্ধিমান।

মড়ক। বুদ্ধিমান ব'লেই ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে অমর বর দিয়ে দিয়েছেন।

নরক। অমর বর দেয় নি দাদা, যমরাজের পথ ঠিক রেখে দিয়েছে। সৃষ্টি করা তো তারই হাতে, এমন একটা অদ্ভুত সৃষ্টি কর্‌বে—যা দেখে তোমাদের চোখ ছানাবড়া হ'য়ে যাবে।

মড়ক। তোমার বড় সন্দিগ্ধ মন।

নরক। চোখ দুটি একবার মেলো দাদা, দেখতে পাবে, কি সাংঘাতিক এদের কৌশল! এতবড় বিষ্ণুদ্বেষী যারা, তাদের ঘরেই বৈষ্ণব এসে জন্মেছে।

মড়ক। কার কথা বল্‌ছো?

নরক। কেন,—প্রহ্লাদের কথা শোন নি? পাঁচ বছর গুরুগৃহে পাঠ নিয়ে এলো। রাজা জিজ্ঞেস কর্‌লেন, কি শিখেছ? ছেলে বল্‌লে,—"এই শিখেছি যে, নারায়ণ ছাড়া সবই অসার!" পরের ঘরে আগুন জ্বালালে নিজের ঘর এমনি ক'রেই পোড়ে।

মড়ক। আরে, সে আগুন এতদিনে নিভে গেছে।

নরক। গেলেই ভাল। কিন্তু দেবতারা যা ধরে, তা ছাড়ে না।

মড়ক। বাজে কথা ছেড়ে দাও। রাজার নববিধান লোকে গ্রহণ করেছে কিনা তাই বল।

নরক। মনে মনে গ্রহণ করেছে কিনা জানি না। তবে পাঠশালায় পাঠশালায় দেখলুম, গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন,—"প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা বলিবে," "দেবপূজা মহাপাপ।" দেবদেবীর নামে যে ছেলেমেয়ের নাম রেখেছে, তাকে সৈনিকেরা প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত ক'চ্ছে। প্রাতঃসন্ধ্যা যে রাজার বন্দনা না গাইবে, তার তো বাঁচবারই অধিকার নেই।

মড়ক। বলি, কেউ রাজাদেশ অমান্য করে নি তো?

নরক। সবাই মেরুদণ্ডহীন মেষশাবকের মত রাজার চাবুক পিঠ পেতে নিয়েছে; কিন্তু গোলমাল বাধিয়েছে এক ব্যাটা বৃদ্ধ জরদ্গব।

মড়ক। [সবিস্ময়ে] বৃদ্ধ!

নরক। হ্যাঁ দাদা। রাজার শাস্ত্রও সে মানবে না, তাঁর বন্দনাও সে গাইবে না। বল্‌তে গেলুম, আমাকে এক ধমক।

মড়ক। তুমি তার মাথাটা নিয়ে এলে না কেন?

নরক। মাথা সে দিলে না, বরং আমাকেই ঘা কতক দিয়ে দিলে। অতি কষ্টে আমি গোটা মানুষটাকেই বেঁধে নিয়ে এসেছি।

মড়ক। বেশ করেছ; রাজার কাছে নিয়ে যাও।

নরক। কিন্তু এভাবে আর কদিন অন্যায়ের দাসত্ব করবো দাদা? কারণে অকারণে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিচ্ছে; আবহমানকাল থেকে যে শাস্ত্র মানুষকে পথের সন্ধান দিয়েছে,—আজ তাকে ছিন্ন কন্থার মত নর্দ্দামায় ফেলে দিয়েছে; প্রাণ খুলে ভগবানকে ডাকবার উপায় নেই। মন্দিরে রাজার বিধান, গৃহস্থালীতে রাজার নির্দ্দেশ, প্রতি পদক্ষেপে রাজার নববিধান মেনে কতদিন আর চল্‌বো দাদা?

মড়ক। না চ'লে করবে কি পাগল? পৃথিবীর যেখানে পা ফেলবে, সেখানেই হিরণ্যকশিপুর রাজত্ব! মাথা তুললেই কারাগারে ঠেলে দেবে। কথা ক'য়ো না, যা ক'চ্ছো, ক'রে যাও।

নরক। এত অন্যায় কি মানুষে করতে পারে?

মড়ক। আমরা কি মানুষ? আমরা দানব, হৃদয় ব'লে আমাদের কিছু থাকতে নেই। আমাদের শাস্ত্র উল্টো ক'রে লেখা। সবার যে পথ, সে পথ আমাদের নয়।

নরক। আমরা যদি চাকরী না করি?

মড়ক। খাবে কোন্ চুলোর ছাই? সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে চাল কেটে তুলে দেবে।

নরক। না খেয়ে মরতেও তো পারবো।

মড়ক। তাতে বীরত্ব আছে বটে, কিন্তু লাভ নেই। যে মরে, সেই শুধু মরে। সংসারের রথ শুধু এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ায়, তারপর বাঁধা পথে চ'লে যায়।

নরক। তবে কি করবো দাদা?

মড়ক। কি করবে, বুঝতে পাচ্ছ না? রাজার হুকুম ষোল আনার বদলে আঠার আনা পালন করবে, ধ'রে আনতে বলে, বেঁধে নিয়ে আসবে। হিরণ্যকশিপু পঞ্চমে উঠেছে, তুমি ষষ্ঠে উঠবে। তার নামে লোকে যদি কাঁপে, তোমার নাম শুনে যেন মূর্চ্ছিত হয়।

নরক। এ তুমি বলছো কি দাদা?

মড়ক। ওরে, একজন হিসেব ঠিক রাখছে, তার কাছে ফাঁকিও নেই, আপোষও নেই।

নরক। তুমি যে আমায় অবাক করলে দাদা।

মড়ক। চুপ; অরণ্যাক্ষ আসছে।

অরণ্যাক্ষের প্রবেশ।

মডক। এস কুমার। আমরা এতক্ষণ তোমার কথাই বল্‌ছিলুম।

অরণ্যাক্ষ। আমার সৌভাগ্য। সেনাপতি মডক, নগরাধ্যক্ষ নরক, আমি আপনাদের সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছি।

মডক। কিসের সাহায্য অরণ্যাক্ষ?

অরণ্যাক্ষ। আপনারা জানেন, আমার মহামান্য পিতা হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পর আমার পিতৃব্য রাজ্যরশ্মি গ্রহণ করেন। আমি যখন আমার প্রাপ্য সিংহাসন চাইলুম, তখন তিনি বল্লেন,—আমি সাবালক হ'লেই তিনি আমায় সিংহাসনে অভিষিক্ত করবেন।

নরক। সাবালক তুমি কখনও হবে না কুমার। খুড়ো বেঁচে থাকতে চুষিকাঠি তোমার কখনও ঘুচবে না।

অরণ্যাক্ষ। তাই দেখছি। এর আগে তিনবার আমি সিংহাসন চেয়েছি, তিনবারই তিনি ওই এক কথা বলেছেন,—"সাবালক হও, তারপর দেবো।" এখন আমি কি করবো বলতে পারেন?

মডক। সুবোধ বালকেরা যা করে, তাই করবে, সময়ের প্রতীক্ষা করবে। সময় হ'লেই তিনি তোমায় ডেকে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দেবেন।

অরণ্যাক্ষ। আপনি কি তাই আশা করেন?

মড়ক। আশা করাই আমার স্বভাব।

নরক। আমি কিন্তু একথা একতিলও বিশ্বাস করি না।

অরণ্যাক্ষ। আমিও করি না। আমি জোর ক'রে আমার প্রাপ্য আদায় করবো।

মড়ক। পার, ভাল; তবে কাজটা একটু শক্ত।

অরণ্যাক্ষ। শক্ত হ'লেও উপায় নেই। সিংহাসনের উপর আমার কোন লোভ নেই। কিন্তু আমার প্রজাদের প্রাণ নিয়ে আমি তাঁকে আর ছিনিমিনি খেলতে দেবো না; চিরাচরিত শাস্ত্রকে এমনি ক'রে আর পথের ধূলোয় লুটিয়ে দিতে দেবো না। এই ত্রাসের রাজত্ব, এই অত্যাচারের মহাপ্লাবন যদি আমি রোধ করতে না পারি, তবে বৃথাই আমি দানবসন্তান।

নরক। পারবে অরণ্যাক্ষ, পারবে এই অনাচারের টুঁটি টিপে ধরতে? অস্ত্র আছে, সৈন্য আছে তোমার?

অরণ্যাক্ষ। আপনাদের সাহায্য পেলে কিছুরই অভাব হবে না।

মড়ক। সাহায্য কে করবে কুমার? আমরা ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে তোমার পিতৃব্যের বশ্যতা স্বীকার করেছি।

অরণ্যাক্ষ। তাঁর ধর্ম্ম যদি তিনি না মানেন, আপনারাই বা ধর্ম্ম আঁকড়ে থাকবেন কেন?

মড়ক। আমরা ক্ষুদ্র সৈনিক, ধর্ম্ম আর তরবারিই আমাদের একমাত্র সহায়।

অরণ্যাক্ষ। বিনাদোষে শত শত বৈষ্ণবকে যখন হত্যা করেছিলেন, তখনও কি ধর্ম্মটা সঙ্গেই ছিল?

মড়ক। ছিল বই কি। প্রভুর আদেশপালনে দোষী-নির্দ্দোষের প্রশ্ন নেই।

নরক। প্রভু কে দাদা? জোর ক'রে হিরণ্যকশিপু আমাদের প্রভু সেজে বসেছেন। আজ যখন অরণ্যাক্ষ বড় হয়েছে, তখন এই নকল প্রভুকে কেন আর আমরা মাথায় তুলে রাখবো? এস, আর যে তাঁর পদলেহন করে করুক, আমরা দুভাই তাঁকে ছুঁড়ে নর্দ্দামায় ফেলে দিই।

মড়ক। তোমার যদি মরার পালক গজিয়ে থাকে, তুমি একবার মাথা তুলে দেখতে পার। আমার ছেলেমানুষি করবার বয়সও নেই, অকারণ মরার ইচ্ছাও নেই। তবে মনে রেখো নরক, তুমি আমারই ভাই, আমার তরবারির ভাই নও।

[প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ। নগরাধ্যক্ষ নরক, দীর্ঘকাল দাসত্বের ফলে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। আশাকরি আপনার মেরুদণ্ড এখনও ভেঙ্গে যায় নি।

নরক। আমাদেব দুজনেব একই মেরুদণ্ড কুমাব।

অরণ্যাক্ষ। আপনার প্রভু তাহ'লে একজন নয়, দুজন, রাজা আর দাদা।

নরক। রাজাটা গৌণ, দাদাই প্রধান। তরবারিটা দাদার কাছেই পেয়েছিলুম।

অরণ্যাক্ষ। আপনি তাহ'লে আমাকে সাহায্য কর্‌বেন না?

নরক। কর্‌বো—মনে মনে।

অরণ্যাক্ষ। আপনার মূল্যবান সাহায্যে আমার কোন প্রয়োজন নেই। যত পারেন হিরণ্যকশিপুব নিষ্ঠীবন দুভাই জিভ দিয়ে চাটুন। আমি এ সিংহাসন জোর ক'রে অধিকার কর্‌বো। তখন আপনাদের দুভাইয়ের স্থান হবে কারাগারে।

নরক। এখনও তো কারাগারে আছি কুমার! শুধু শুধু রাগ ক'রে শরীর ক্ষয় ক'রো না। বুঝে দেখ, দাদা নিরুপায় ভবিষ্যৎ ভেবে, আমি নিরুপায় দাদার কথা ভেবে। মড়ক যদি তোমার সহায় হয়, নরক তোমার সঙ্গে থাকবে।

[প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ। ভীরু কাপুরুষের জাত! হাজার হাজার দানব পিঠ পেতে পদাঘাত সহ্য কর্‌ছে, তবু সবাই মিলে একবার হুঙ্কার দিচ্ছে না; বল্‌ছে না যে, মানুষ আমরা—মেষের মত আর চাবুকের ঘায়ে চল্‌বো না। ধিক্‌ এ মেরুদণ্ডহীন মনুষ্যত্বে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

পারিজাতের প্রবেশ।

পারিজাত। যাচ্ছো? আবার কবে আসবে?

অরণ্যাক্ষ। কে তুমি?

পারিজাত। চিনতেই পারলে না? মন বটে পুরুষের! ভাল ক'র চেয়ে দেখ তো, কখনও এ মুখ দেখ নি?

অরণ্যাক্ষ। মনে তো পড়্‌ছে না। নাম কি তোমার?

পারিজাত। আমার নাম পারিজাত! এইবার চিনেছ তো? না চিনলে এই হারছড়া দেখ, মনে পড়্‌বে এখন।

অরণ্যাক্ষ। এতো দেখছি আমারই হার। তুমি কোথায় পেলে?

পারিজাত। তোমার কাছেই পেয়েছি।

অরণ্যাক্ষ। আমার কাছে!

পারিজাত। সব ভুলে গেছ? তাহ'লে মনে করিয়ে দিচ্ছি, শোন। তোমার আর আমার মামার বাড়ী একই গাঁয়ে পাশাপাশি। ছেলেবেলায় দু'জনে কতদিন একসঙ্গে খেলা করেছি। একদিন আমি বেলফুলের মালা গেঁথেছিলুম; মালাটা তুমি কেড়ে নিয়ে গলায় পর্‌লে, আর আমাকে দিলে এই হার; বল্‌লে—তুমি আমার বউ।

অরণ্যাক্ষ। আজ হঠাৎ সে কথা মনে পড়্‌লো কেন?

পারিজাত। হঠাৎ মনে পড়ে নি তো! মনে বরাবরই আছে; কাউকে বলি নি, তা ব'লে আর কাউকে বিয়েও করি নি।

অরণ্যাক্ষ। এইবার ক'রে ফেল।

পারিজাত। আমাদের ঘরে মেয়েদের দু'বার বিয়ে হয় না।

অরণ্যাক্ষ। শৈশবের সে ছেলেখেলাকে তুমি বিয়ে বল?

পারিজাত। ছেলেখেলা! মালা নিয়েছ, হার দিয়েছ, বারো বছর ধ'রে আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার ধ্যান করেছি, আর আজ তুমি বল্‌ছো ছেলেখেলা!

অরণ্যাক্ষ। যখন হার দিয়েছিলুম, তখনও ছেলেখেলাই মনে করেছিলুম, আজও তাই মনে ক'চ্ছি, ভবিষ্যতেও তাই কর্‌বো। শোন পারিজাত! আমার প্রাপ্য সিংহাসনে আমার পিতৃব্য জোর ক'রে চেপে বসেছেন। বার বার অনুরোধ ক'রেও আমার প্রাপ্য আমি আদায় কর্‌তে পারি নি। তাই রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ আসন্ন।

পারিজাত। তারপর?

অরণ্যাক্ষ। আমি জানি, সেনাপতি মড়কাসুরই পিতৃব্যের শক্তির উৎস। তাঁর সাহায্য যদি আমি পাই, যুদ্ধে আমার জয় অবশ্যম্ভাবী।

পারিজাত। পিতার সাহায্য তুমি কখনও পাবে না কুমার।

অরণ্যাক্ষ। তুমি যদি তাঁকে অনুরোধ কর, নিশ্চয়ই তিনি সম্মত হবেন।

পারিজাত। তুমি তাঁকে চেনো না; মড়কাসুর মর্‌বে, তবু রাজদ্রোহী হবে না।

অরণ্যাক্ষ। কন্যার মুখ চেয়েও নয়?

পারিজাত। কন্যা তো তুচ্ছ। ভাইয়ের মুখ চেয়েও নয়।

অরণ্যাক্ষ। একবার চেষ্টা ক'রে দেখ। যদি সফল হও—

পারিজাত। তাহ'লে তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমায় রাজরাণী কর্‌বে?

অরণ্যাক্ষ। আমি শপথ ক'চ্ছি, তোমার পিতার সাহায্যে যদি আমি রাজ্য লাভ কর্‌তে পারি, তাহ'লে এই ছেলেখেলাই আমি সত্য ব'লে মেনে নেবো।

পারিজাত। আমি পিতাকে অনুরোধ কর্‌বো না।

অরণ্যাক্ষ। কেন?

পারিজাত। শাস্ত্রসম্মত অধিকারকে ঘুষ দিয়ে আদায় কর্‌বো, এত কাঙ্গাল আমি নই।

অরণ্যাক্ষ। তাহ'লে রাজরাণীও তোমায় হ'তে হবে না। চিরদিন সেনাপতির কন্যা হ'য়েই থাক। অনুগ্রহকে যে অধিকার ব'লে গ্রহণ কর্‌তে চায়, সে অধিকারও পায় না, অনুগ্রহও পায় না।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

পারিজাত। দাঁড়াও। [প্রণাম করিল]

অরণ্যাক্ষ। আশীর্ব্বাদ করি, সুমতি হোক।

[প্রস্থান।

নরকের পুনঃ প্রবেশ।

নরক। কাকে প্রণাম কচ্ছিলি পারু? কথা বল্‌ছিস না যে! ও কে গেল?

পারিজাত। কুমার অরণ্যাক্ষ।

নরক। তাকে তুই প্রণাম কচ্ছিলি? কেন বল্ তো? ও তোর কে?

পারিজাত। স্বা—স্বামী।

নরক। স্বামী! কি বল্‌ছিস পাগলি?

পারিজাত। মিছে বলি নি কাকা। ছেলেবেলায় আমাদের গান্ধর্ব্ব

বিবাহ হয়েছিল। আমি দিয়েছিলুম মালা, উনি দিয়েছিলেন এই হার। সেই থেকেই বারো বছর ধ'রে আমি ওঁকে ধ্যান ক'রে আসছি।

নরক। এ কথা তো আর কখনও বলিস নি।

পারিজাত। ভেবেছিলুম, সময় হ'লে কুমার নিজেই বল্‌বেন।

নরক। কথাটা বারো বছর গোপন ক'রে রেখেছিস্? তুই তো সাংঘাতিক মেয়ে দেখ্‌ছি। ইস্, আর একটু আগে বল্‌লি না কেন? কাণ ধ'রে সাতপাক ঘুরিয়ে দিতুম।

পারিজাত। পার্‌তে না কাকা।

নরক। কেন? কি ব'লে গেল কুমার?

পারিজাত। বল্‌লেন,—এ ছেলেখেলার নাম বিবাহ নয়।

নরক। তাই নাকি?

পারিজাত। কাকা, তুমি তো অনেক দেখেছ। তুমিও কি বল— এ ছেলেখেলা? মন্ত্র পড়ি নি, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে নি; সাতপাক ঘুরি নি; তা ব'লে কি এ বিবাহ নয়? আমার মনের মধ্যে যে আর কারও স্থান নেই, চোখ বুজে আমি যে আর কাউকে দেখতে পাই না; তবু কি এ বিবাহ নয়?

নরক। এরই নাম বিবাহ পারিজাত! মন্ত্রপড়া শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান।

পারিজাত। তাহ'লে আমি এখন কি কর্‌বো?

নরক। তুমি কি কর্‌বে, সে তো শাস্ত্রই ব'লে দিয়েছে। 'আমরা' কি কর্‌বো, তাই একবার দাদাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। আয় মা, ভয় কি? ঐকান্তিক সাধনা কখনো নিষ্ফল হয় না। আমি বল্‌ছি, এই স্ত্রীর জন্যেই তাকে কাঁদতে হবে। এ যদি মিথ্যা হয়, ধর্ম্মটাই মিথ্যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

কয়াধুর প্রবেশ।

কয়াধু। অশান্তির দাবানল জ্বলিছে চৌদিকে।
অনাবৃষ্টি মহামারী দুর্ভিক্ষ করাল
রাজ্যের বুকের 'পরে
চিরস্থায়ী পেতেছে আসন।
হাহাকার—হাহাকার চারিধারে।
দিবাভাগে শিবাকুল ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
অকস্মাৎ রবি নিভে যায়,
ধূলিধূমে আচ্ছন্ন নয়ন।
কারে কব, কে বুঝিবে
মরমের ব্যথা ?
প্রলয় কি এলো ধরাধামে ?
দানবের কে আছ বান্ধব,
রক্ষা কর দানব-সমাজ।
দেব চতুর্ম্মুখ,
তুমিও কি লুকায়েছ মুখ ?
অসার অমর বর কেন দিলে
দেবদ্বেষী দানব-রাজায় ?
হায় হায়, সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতলে।

গীতকণ্ঠে পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরোহিত।—

'গীত।

মাগো, একবার নারায়ণে ডাক॥
থাকবে না ঘনঘটা, বাজবে না প্রলয়ের ঢাক।
মহামারী দূর হবে মা,
অকাল ব্যাধি আর রবে না,
ডাকবে না আর দিবায় শিবা, পালিয়ে যাবে দুর্ব্বিপাক।
জীব-জগতের সেই তো শরণ,
কর মা পূজা তারি চরণ;
সোণা হ'য়ে উঠবে ফুটে এ জীবনের গভীর পাঁক।

কয়াধু। আমি জানি,—পূজা তো দূরের কথা,
একবার যদি আমি করি তার নাম,
সকল সন্তাপ নিমেষে হইবে দূর।
কিন্তু পতি ছাড়া কারো পূজা
সজ্ঞানে করি নি মহাভাগ!
মুক্তি আমি চাই বটে দ্বিজ,
কিন্তু স্বামীর অজ্ঞাতে সুড়ঙ্গের পথে
করিব না তারে আবাহন।

পুরোহিত। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি,
মানুষের সাধ্য নাই করিতে লঙ্ঘন।

[প্রস্থান।

কয়াধু। এ তুমি কি করলে চতুর্ম্মুখ?

অনুহ্লাদের প্রবেশ ।

অনুহ্লাদ। মা,—

কয়াধু। কে? অনুহ্লাদ? অকস্মাৎ কেন এলে বাবা? এখন তো তোমার আসবার কথা নয়!

অনুহ্লাদ। গুরুদেব আমায় পাঠিয়ে দিলেন; তোমায় দুটো কথা ব'লে এখনি চ'লে যাবো।

কয়াধু। কি এমন কথা—যার জন্য তোমায় ছুটে আসতে হ'লো?

অনুহ্লাদ। মা, প্রহ্লাদকে তুমি সাবধান ক'রে দাও, নইলে তার তো মাথা যাবেই, গুরুমশায়ের মাথাও থাকবে কিনা সন্দেহ।

কয়াধু। কেন, সে কি এখনও পাঠে মন দেয় নি?

অনুহ্লাদ। মন কোথায় যে দেবে? মন তার অনেকদিন আগেই উড়ে গেছে। পুঁথিপত্র কোথায় ফেলে দিয়েছে, ঠিক নেই। কখনও হাসছে, কখনও গাইছে, কখনও আবার "ওই এলো, ওই এলো" ব'লে ছুটে বেরিয়ে আসছে। আহার নেই, নিদ্রা নেই, দিবানিশি কেবল ওই এক ধ্যান, এক বুলি,—"দীনবন্ধু নারায়ণ, জয় শ্রীহরি! এভাবে কদিন বাঁচবে মা?

কয়াধু। বেঁচে আর কি হবে অনুহ্লাদ? তাকে মরতে দাও।

অনুহ্লাদ। এ তুমি কি বলছো মা? সে যে তোমার কনিষ্ঠ পুত্র! তুমি তার মৃত্যুকামনা ক'চ্ছো? এত নিষ্ঠুর তুমি?

কয়াধু। নিষ্ঠুর না হ'য়ে কি উপায় আছে বাবা? ছলনাময় চক্রধারী মর্ত্তে অবতীর্ণ হবার জন্য বহুদিন ধ'রে সুযোগ অন্বেষণ ক'চ্ছে। কবে সে বরাহরূপে মর্ত্তে এসে তোমার জ্যেষ্ঠতাতকে হত্যা ক'রে চ'লে গেছে; তারপর আর কেউ তাকে আহ্বান জানায় নি। চিরদিন

দেখে এলুম, শিশুর ডাকে সে পাগল হ'য়ে ছুটে আসে। প্রহ্লাদের আহ্বান তাকে মর্ত্তে নামিয়ে আনবে। তার অর্থ কি জান?

অনুহ্লাদ। কি অর্থ মা? জ্যেষ্ঠতাতের মত পিতাকেও বধ কর্‌বে এই চক্রমাত্রসার নারায়ণ?

কয়াধু। চুপ্—চুপ, নাম করিস না, নাম করিস না; এসে পড়্‌বে, সর্ব্বনাশ হবে।

অনুহ্লাদ। কি সর্ব্বনাশ হবে? পিতা তার চেয়ে বহুগুণে শক্তিমান।

কয়াধু। ওরে, না—না, তার চেয়ে শক্তিমান কেউ নেই।

অনুহ্লাদ। তাই যদি হয়, তবু তোমার ভয় কি মা? পিতা তো অমর।

কয়াধু। এ মিথ্যা আশ্বাস কে দিলে তোমাদের? মর্ত্তবাসী মরণশীল ব'লেই এর নাম মর্ত্তধাম। দানবজাতি যদি অমর হবার যোগ্য হ'তো, তাহ'লে সমুদ্র-মথিত অমৃত তার ভাগেও জুটতো। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যখন তোমার পিতাকে বর দিয়েছিলেন, তখন যদি আমি উপস্থিত থাকতুম, তাহ'লে মহারাজকে দেখিয়ে দিতুম,—ব্রহ্মা এক মুখে বর দিচ্ছেন, আর তিনটে মুখে বক্র হাসি হাসছেন।

অনুহ্লাদ। ভেবে ভেবে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়ে গেছে।

কয়াধু। না অনুহ্লাদ। কথা শোন্—প্রহ্লাদের কণ্ঠরোধ কর্, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দে।

অনুহ্লাদ। কি বল্লে রাক্ষসি? সে আমার ছোট ভাই, তাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো? এই কথা শুনতেই কি তোমার কাছে আমি এসেছি? পিতা তাকে শাস্তি দেবেন, এই ভয়েই আমি শিউরে উঠছি, আর তুমি চাও তার মৃত্যু?

কয়াধু। তার মৃত্যু না হ'লে তোমার পিতার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। সে যখন গর্ভবাসে, তখনই আমি শুনেছি—সে স্পন্দনে স্পন্দনে ওই সর্ব্বনেশে নাম জপ ক'চ্ছে। আমি তাকে আঠার মাস ভূমিষ্ঠ হ'তে দিই নি, দিনের পর দিন উপবাস ক'রে তাকে শুকিয়ে মারতে চেয়েছি। একদিন যখন এই মৃতকল্প ভ্রূণ নাম জপ কচ্ছিল, তখন মহারাজ আমায় পদাঘাত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পদাহত বৈষ্ণব পৃথিবীতে নেমে এলো। ওরে, এ শিশু সেই চক্রধারীরই অগ্রদূত।

অনুহ্লাদ। হোক; তবু সে ছোট ভাই, তার গায়ে যদি কেউ নখরাঘাত করতে চায়, আমি প্রাণপণে তার প্রতিরোধ করবো।

কয়াধু। আকাশ মেঘে ছেয়ে আসছে। যে-কোন মুহূর্ত্তে অষ্টবজ্র ভেঙ্গে পড়বে। এ চক্রীর গতিরোধ করবার সাধ্য বুঝি কারও নেই।

অনুহ্লাদ। নারায়ণকে তোমার এত ভয় তা জানতুম না। আমি নারায়ণকে ভয় করি না, ভয় ক'চ্ছি পিতার অসন্তোষকে।

কয়াধু। দু'বার নাম করলি অভাগা ছেলে? আমি আজ বারো বছর তার নাম মুখে আনি নি; আমি জানি, একবার আহ্বান করলেই সে আসবে।

অনুহ্লাদ। আসুক। সে হিরণ্যাক্ষ দেখেছে, হিরণ্যকশিপু দেখে নি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কয়াধু। অনুহ্লাদ!

অনুহ্লাদ। আর ডেকে লাভ নেই মা। পারি তাকে বুঝিয়ে শান্ত করবো, তা ব'লে ছোট ভাইকে গলা টিপে মারতে পারবো না। প্রহ্লাদের দুর্ভাগ্য যে, তুমি তার মা। শিশু-সন্তানের উপর মায়ের যে এইরূপ মমতা থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

কয়াধু। মমতা দেখবি? বুকটা চিরে দেখাবো? লোকে সন্তানকে দশমাস লুকিয়ে রাখে, আমি রেখেছি আঠারো মাস। সে আমার শিরায় শিরায় তার পরিচয় অগ্নি-অক্ষরে লিখে রেখে এসেছে। তবু সমগ্র বংশের স্বার্থ যেখানে, সেখানে পুত্রকন্যা কেউ নয়।

অনুহ্লাদ। কর তুমি বংশের স্বার্থরক্ষা। আমিও আমার ভাইকে বল্‌বো যে, তুমি তার মা নও, বিমাতা।

[প্রস্থান।

কয়াধু। কি করি? কেমন ক'রে এই প্রমত্ত রাজাকে রক্ষা করি?

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুরন্ধর। আমায় ডেকেছেন রাণি-মা?

কয়াধু। হ্যাঁ। এসব কি মহামাত্য? আমাদের শত্রু সেই ছলনা-ময় চক্রধারী। তা ব'লে শাস্ত্রের কি অপরাধ? চিরাচরিত শাস্ত্রকে আগাগোড়া বদ্‌লে দেওয়ার অর্থ কি?

ধুরন্ধর। অর্থ তো আমিও বুঝি না মা।

কয়াধু। প্রজাদের প্রাতঃসন্ধ্যা রাজার বন্দনা গাইতে হবে, এই বা আপনাদের কেমন বিধান?

ধুরন্ধর। কত আমি নিষেধ করেছি মা। আমার কথা কি মহারাজ শুনলেন?

কয়াধু। আপনি তো মহামাত্য। রাজাকে মন্ত্রণা দেওয়াই তো আপনার কাজ।

ধুরন্ধর। মন্ত্রণা নিলে তো দেবো।

কয়াধু। মহামাত্য হ'য়ে যদি মন্ত্রণাই দিতে না পারেন, তাহ'লে আপনি অবসর নেন না কেন?

ধুরন্ধর। ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে মা। আজ যদি অবসর নিই, কাল ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিরুপায় দর্শকের মত প্রজাদের যত নির্য্যাতন দেখছি, ততই আমার মর্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

কয়াধু। প্রজাদের নীরব অভিশাপ কি আপনারা অনুভব কর্‌তে পাচ্ছেন?

ধুরন্ধর। আমি পাচ্ছি মা, কিন্তু মহারাজ বধির।

কয়াধু। তাহ'লে কি রাজ্যটা রসাতলেই যাবে?

ধুরন্ধর। যাবে কি? গেছে। এখন তেত্রিশকোটি দেবতার রুদ্ররোষ থেকে কি ক'রে মহারাজকে রক্ষা করি, এই শুধু আমার একমাত্র চিন্তা।

কয়াধু। চিন্তা ক'রে কি ঠিক করেছেন?

ধুরন্ধর। ঠিক কিছু করি নি। পরশু রাত্রে আমি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি মা। এক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আমার সম্মুখে এসে বল্‌লে, তোর রাজাকে আমি পিপীলিকার মত বধ কর্‌বো।

কয়াধু। তারপর?

ধুরন্ধর। আমি কেঁদে বল্‌লুম,—"আমাকে বধ কর, আমার রাজাকে বাঁচতে দাও।" সে কি বল্‌লে জান? রাজাকে আমি রক্ষা কর্‌তে পারি—যদি রাণী আমার পূজো করেন।

কয়াধু। আবার এলে তাকে বল্‌বেন,—রাজার শত্রুকে রাণী পূজো করে না।

ধুরন্ধর। কথা শুনুন মহারাণি!

কয়াধু। শুনেছি; আমি একজনকেই পূজো করি, আর কাউকে কর্‌বো না।

ধুরন্ধর। পূজো থাক্; আপনি মনে মনে তার নাম জপ করুন।

কয়াধু। কখনও কর্‌বো না।

ধুরন্ধর। থাক্‌, জপ না হয় নাই কর্‌লেন। শুধু একটিবার তাকে ডাকুন।

কয়াধু। একবার ডাকলেই সে আসবে; তার আগমনের অর্থ আমি জানি। রাজ্যশুদ্ধ সবাই তাকে ডাকলেও আমি তাকে ডাকবো না। [প্রস্থান।

ধুরন্ধর। একবার, শুধু একবার। তাহ'লে সব শাস্তি! কি শক্ত মেয়ে বাবা, ভুলেও একবার নারায়ণের নাম কর্‌বে না?

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্যকশিপু। কই ধুরন্ধর, কোথায় নারায়ণ? ভক্তদের রক্ষা কর্‌তে এখনও তো সে এলো না?

ধুরন্ধর। পাগল হয়েছেন? সে আস্‌বে আপনার রাজ্যে? আপনি তো আর হিরণ্যাক্ষ নন, হিরণ্যকশিপু।

হিরণ্যকশিপু। প্রজারা আমার নববিধান মেনে নিয়েছে তো?

ধুরন্ধর। নেবে না? প্রাণের ভয় তো আছে।

নরকের প্রবেশ।

নরক। এক বৃদ্ধ আপনার বন্দনা-গান গাইতে রাজি হ'চ্ছে না মহারাজ। আমি তাকে নিয়ে এসেছি।

হিরণ্যকশিপু। কোথায় সে?

নরক। বাইরে ব'সে আছে।

ধুরন্ধর। এখনও ব'সে আছে? তুমি তার মাথাটা নিতে পারলে না?

নরক। আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি। নিন গে যান।

ধুরন্ধর। আমি তোমায় প্রশংসা কর্‌তে পাচ্ছি না নরক।

নরক। না পারেন, নিন্দেই করুন।

ধুরন্ধর। তোমাকে নগরাধ্যক্ষ করাই অন্যায় হয়েছে।

নরক। অন্যায় সংশোধন ক'রে নিন। আপনার যদি কোন বেকার সম্বন্ধী থাকে, তাকে এনে বসিয়ে দিন, আমি উঠে যাচ্ছি।

হিরণ্যকশিপু। যাও ধুরন্ধর, লোকটাকে পাঠিয়ে দাও।

ধুরন্ধর। আজ্ঞে, এখনি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

নরক। মহারাজ!

হিরণ্যকশিপু। কি নরক?

নরক। এ আপনি ক'চ্ছেন কি?

হিরণ্যকশিপু। বড় কষ্ট হ'চ্ছে, না? দানবের মন পাথর দিয়ে গড়া, তার মধ্যে মমতার বাষ্পও থাকতে নেই।

নরক। তাই ব'লে নিরীহ প্রজাদের উপর এত অত্যাচার!

হিরণ্যকশিপু। তারা গোপনে যাকে তুলসী চন্দনে পুজো করে, সে করে নি আমাদের উপর অত্যাচার! একটা জীবন্ত জাতিকে চিরদিনের জন্য জন্ম-জরা-মৃত্যুর ত্রিতাপ-কটাহে ছেড়ে দেয় নি? আমার বুকে যে মই দেবে, আমার প্রজারা তারই গুণগান কর্‌বে, এ আমি সহ্য কর্‌বো না।

নরক। কিন্তু আপনার বন্দনা-গান কর্‌তে প্রজাদের বাধ্য কচ্ছেন কেন?

হিরণ্যকশিপু। বহুদিন হরিনাম ক'রে তাদের রসনা ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে, হিরণ্যকশিপুর নাম গান কর্‌লেই সে ব্যাধি দূর হবে।

তাদের ভাল ক'রে শিখিয়ে দাও, ভগবান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর নয়, ভগবান এই হিরণ্যকশিপু।

নরক। আজ পর্য্যন্ত কোন রাজা প্রজাদের সব কাজে মাথা গলান নি।

হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপু এই একটা ছাড়া আর জন্মায় নি।

চক্রপাণির প্রবেশ।

চক্রপাণি। আমি এসেছি মহারাজ।

হিরণ্যকশিপু। তুমি মহারাজ হিরণ্যাক্ষের সেই বিদ্রোহী সৈনিক নও? কি নাম তোমার?

চক্রপাণি। আমার নাম চক্রপাণি।

হিবণ্যকশিপু। চক্র-পাণি! অর্থাৎ বিষ্ণু, কে এ নাম রেখেছে?

চক্রপাণি। আমার পিতা।

হিরণ্যকশিপু। তোমার পিতা জীবিত?

চক্রপাণি। না; তিনি বহুদিন পরলোকগমন করেছেন।

হিরণ্যকশিপু। বেশ করেছেন; তার শান্তিলাভ হোক। তোমাকে এ নাম ত্যাগ কর্‌তে হবে।

নরক। এখানেও আপনার নির্দ্দেশ মহারাজ?

চক্রপাণি। প্রজারা কখন থুথু ফেলবে, ক'বার স্বপ্ন দেখবে, তাও বোধহয় আপনিই ব'লে দেবেন?

হিরণ্যকশিপু। বাচালতা ক'রো না। শোন, আজ হ'তে তোমার নাম ভস্মপাণি।

চক্রপাণি। আজ্ঞে না। আমার নাম বরাবর চক্রপাণি ছিল, আজও থাকবো।

মড়কের প্রবেশ।

মড়ক। প্রগল্‌ভতা ক'রো না নির্ব্বোধ।

নরক। তুমি চুপ কর না দাদা।

হিরণ্যকশিপু। রাজাদেশ শুনেছিলে তুমি?

চক্রপাণি। শুনেছিলুম।

মড়ক। রাজার আদেশ তোমার কাছে ছেলেখেলা, না?

চক্রপাণি। ছেলেখেলা নয়, পাগলের প্রলাপ।

হিরণ্যকশিপু। প্রলাপ!

মড়ক। কেন তুমি প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁর বন্দনা-গান কর না?

চক্রপাণি। মুখে আসে না, তাই।

হিরণ্যকশিপু। ক'সে চাবুক মারলেই আস্‌বে।

মড়ক। তাই কি তুমি চাও?

চক্রপাণি। না।

নরক। তুমি যাও না দাদা, তোমার কাজ তো চাবুক মারা নয়, অস্ত্রাঘাত করা। এত মাথা নিয়েও কি হাতের সুখ হয় নি তোমার?

হিরণ্যকশিপু। নরক, মনে রেখো তুমি আমার ভৃত্য।

নরক। আপনার ভৃত্য আমার দেহটা, আমার হাত পা জিভ পর্য্যন্ত। কিন্তু আমার মনটা আপনার ভৃত্য নয় রাজা। আপনার আদেশে নিরপরাধ প্রজাদের নির্য্যাতন করেছি, কিন্তু নিশীথের অন্ধকারে তাদের জন্য চোখের জলও ফেলেছি রাজা।

হিরণ্যকশিপু। তাহ'লে তোমার ওই চোখ দুটো আমি উপড়ে নেবো।

নরক। তবু দাদার মত তোষামোদ আমি কর্‌বো না। আর মনটাকে যার তার পায়ে বিকিয়েও দেবো না।

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। মড়ক!

মড়ক। যেতে দিন মহারাজ। আমি বল্‌ছি, ওর হাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমার মাথাটা ওর জন্য জামীন রইল।

হিরণ্যকশিপু। ভস্মপাণি।

চক্রপাণি। চক্রপাণি বলুন।

হিরণ্যকশিপু। তুমি আমার বন্দনা-গান কর্‌বে না?

চক্রপাণি। না—না—না।

হিরণ্যকশিপু। আমার নববিধান?

চক্রপাণি। মানি না।

হিরণ্যকশিপু। তোমার মাথাটা আমি নামিয়ে দেবো পাষণ্ড।

চক্রপাণি। পাষণ্ড আপনি।

মড়ক। সাবধান বাচাল!

চক্রপাণি। চুপ্‌। মনে করেছ তোমাদের বিচারক নেই? আছে—আছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ কেউ এড়াতে পারে নি, তোমরাও পারবে না। নিক্তির ওজনে এ লোক-নির্য্যাতনের শাস্তি তোমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। আর সেদিন বেশী দূরে নয়।

মড়ক। তুমি কোন্ দেবতার পূজারী?

চক্রপাণি। কোন দেবতার পূজারী নই আমি। আমি পূজা করি আমার জননী জন্মভূমিকে, আমি ভালবাসি আমার দেশবাসী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ এই হাজার হাজার নির্য্যাতিত মানুষকে! দলে দলে তারা তোমাদের খড়্গে প্রাণ দিয়েছে, অসহায় পশুর মত

দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি। তাদের সকলের নিশ্বাস আমি আমার বুকের মধ্যে জমিয়ে এনেছি। এই জমানো দীর্ঘ নিশ্বাস আমি তোমায় উপহার দিচ্ছি রাজা। এই নিশ্বাসে তোমার অমরত্বের অভ্রভেদী প্রাসাদ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক।

হিরণ্যকশিপু। মড়কাসুর!

মড়ক। মহারাজ! [অসিনিষ্কাসন]

অরণ্যাক্ষের প্রবেশ।

অরণ্যাক্ষ। ধীরে সেনানি। প্রভুভক্তি অনেক দেখিয়েছেন। এবার তার হিসেব দেবার জন্য প্রস্তুত হোন গে যান।

মড়ক। কার কাছে হিসেব দেবো?

অরণ্যাক্ষ। আমার কাছে।

চক্রপাণি। তারপর আমাদের কাছে, তোমরা আর তোমাদের এই অত্যাচারী রাজা।

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বন্দী পালিয়ে গেল যে মূর্খ!

মড়ক। পালিয়ে কত দূর যাবে মহারাজ? সাগরে লুকিয়ে থাকলেও আমি তাকে টেনে তুলে আনবো।

[প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ। পিতৃব্য!

হিরণ্যকশিপু। কি অরণ্যাক্ষ?

অরণ্যাক্ষ। আজ বোধহয় সাবালক হয়েছি?

হিরণ্যকশিপু। না।

অরণ্যাক্ষ। আজও নয়?

হিরণ্যকশিপু। আজও তোমার মুখে নির্ব্বোধের বুলি। জাতির শত্রু দেবতাগুলোকে আজও তুমি ভুলতে পার নি।

অরণ্যাক্ষ। এই আমার অপরাধ?

হিরণ্যকশিপু। অপরাধ সামান্য নয় বালক।

অরণ্যাক্ষ। আমি তা শুনবো না পিতৃব্য। আমার প্রাপ্য সিংহাসন আমি আজই চাই।

হিরণ্যকশিপু। আজ কেন :বালক? এখনি দেবো সিংহাসন। এক বস্ত্রে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে এখনি রাজার জয়ধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে যাবো। শুধু একটা কথা রাখ। তোমার পিতার পরিত্যক্ত এই পবিত্র সিংহাসন স্পর্শ ক'রে শপথ কর যে, আমার আরব্ধ কাজ তুমি সম্পূর্ণ করবে, দেবতাদের কখনও বিশ্বাস করবে না, আর তোমার পিতৃহন্তা বিষ্ণুকে যেখানে পাবে, সেখানেই চূর্ণ করবে। শপথ কর।

অরণ্যাক্ষ। না। আমি রাজা হ'য়ে প্রথমেই এই প্রাসাদে বিষ্ণুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবো।

হিরণ্যকশিপু। তাহ'লে পাবে না তুমি সিংহাসন।

অরণ্যাক্ষ। কেন পাবো না?

হিরণ্যকশিপু। কারণ, তুমি এখনও নাবালক।

অরণ্যাক্ষ। স্বেচ্ছায় যদি না দেন, আমি জোর ক'রে সিংহাসন কেড়ে নেবো।

হিরণ্যকশিপু। জোর ক'রে কেড়ে নেবে? রাজসিংহাসনের এতই মোহ? স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার কি কোন দাম নেই? আচ্ছা, তাই যাও; জোর ক'রেই কেড়ে নাও, তবু বুঝবো যে, মহাবীর হিরণ্যাক্ষের ঔরসে যে জন্মেছে, সে নির্ব্বোধ, কিন্তু মূষিক নয়।

অরণ্যাক্ষ। তাহ'লে আর আমার অপরাধ নেই পিতৃব্য। আমি আজ হ'তে আপনার পরম শত্রু। এর পরে আমাদের সাক্ষাৎ হবে রণক্ষেত্রে। [প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। অরণ্যাক্ষ! না—না, যাক্, আমি দেখতে চাই হিরণ্যাক্ষের পুত্র কত শক্তি ধরে।

ত্রিজটার প্রবেশ।

ত্রিজটা। দিলে তো ছেলেটাকে তাড়িয়ে! এবার একটা যুদ্ধ-ফুদ্ধ বাধিয়ে দিক, তারপর খুড়ো ভাইপো কাটাকাটি ক'রে মর। কেন, ওর রাজ্যিটা ওকে ফেলে দিতে পারো না?

হিরণ্যকশিপু। সময় হ'লেই দেবো।

ত্রিজটা। ততদিনে যদি একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে?

হিরণ্যকশিপু। সে সাহস ওর হবে না, তুই কেন ভেবে মরিস্?

ত্রিজটা। ভেবে ম'চ্ছি আমি? তোমাদের জন্যে? আমার ব'য়ে গেছে। কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছিনু। এখন বড় হয়েছো, পাখা গজিয়েছে; আর আমার কথা শুনবে কেন? রাজ্যিশুদ্ধু শত্রু! একটা লোকও কি গুণ গাইছে? এমন রাজত্বি কি না ক'ল্লেই নয়? যা খুশী কর, আমি আর থাকছি না।

হিরণ্যকশিপু। কে কোথায় আমার নিন্দা করেছে বল্।

ত্রিজটা। আমি হেথায় নিন্দে কর্‌ছি। দাও আমার মাথাটা নামিয়ে দাও। আঃ খেলে যা!

হিরণ্যকশিপু। যা-যাঃ, আমার এখন প্রলাপ শোনবার সময় নেই।

ত্রিজটা। পেলাপ আমার, না তোমার? বলি, ছেলেগুলো কি চুলোর ছাই পড়্‌ছে একবার পরীক্ষে ক'রে দেখতে হবে, না কি?

হিরণ্যকশিপু। কেন? তারা পড়ছে না?

ত্রিজটা। কি ক'রে জানবো? আমি কি তাদের দেখতে গেছি? গুরুপুত্তুর মুখপোড়াকে জিজ্ঞেস করলুম। সে বল্লে,—ভীষণ বিদ্যে হ'য়ে গেছে। ওর নিজের পেটে তো গোবর পোরা, ও কি বিদ্যে শেখাবে?

হিরণ্যকশিপু। তুই যা ত্রিজটা, যণ্ডকে ব'লে আয়, ছেলেদের যেন রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসে।

[প্রস্থান।

ত্রিজটা। হ্যাঁ গা বিষ্টুঠাকুর, তোমার কি মান অপমান ব'লে কোন পদাথ নেই? জানই তো এরা তোমায় দেখতে পারে না। তবে কেন এখানে আসবার জন্যে পা ঘষ্‌ছো—অ্যাঁ? ব্যাপারখানাটা কি? কচি ছেলে পেল্লাদ, তারা মাথাটি না খেলেই তোমার চল্‌ছে না? কি রকম বেহায়া লোক তুমি? সাধ্যি থাকে, আমার মাথাটা খা না মুখপোড়া। [নেপথ্যে কে বলিল,—"তাই খাবো।"] কে র‍্যা? ত্রিজটার সঙ্গে মস্করা। দাঁড়া, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ষণ্ডের গৃহ।

প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। ওই—ওই—ওই মোরে
শঙ্খনাদে আবাহন করিছে শ্রীহরি!
কোথা তুমি হে প্রিয় বান্ধব?
আমি যে চিনি না পথ;
কাছে এস—কাছে এস;
একা একা দিন যে কাটে না মোর।
প্রিয়তম, কেন কর ছল?
বিশাল পর্ব্বত তুমি, আমি ক্ষুদ্র কীট!
মোর সনে লুকোচুরি তোমার কি সাজে?
এস—এস ধ্যানের দেবতা,
এস মোর নয়নগোচরে।
জনম সফল হোক,
মরতে অমরাবতী আসুক নামিয়া!

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ।

নারদ।— গীত।

শুধু অঘোর ঘরে কাঁদ!
ভক্তিডোরে মনোচোরে শক্ত ক'রে বাঁধ!

চাই না রে তোর কুসুমডালা,
নাই বা হ'লো প্রদীপ জ্বালা;
শুধুই দে তুই অশ্রুমালা, ধুয়ে যাক সব মনের খাদ।

প্রহ্লাদ। প্রণাম চরণে গুরুদেব!

নারদ। প্রাণাধিক, মহারোলে আসিছে ঝটিকা।
সাবধান, ভুলিও না শ্রীহরির নাম।
যতই আসুক ঝঞ্ঝা,
একমনে ডাক নারায়ণে।
কঠোর যমের দণ্ড চূর্ণ হ'য়ে যাবে,
উত্তাল সমুদ্রবক্ষে ফুটিবে কমল।

প্রহ্লাদ। এত ডাকি, তবু তো আসে না হরি।

নারদ। কাছে কাছে আছে সে তোমার।
কাল পূর্ণ হ'লে সুনিশ্চয় পাবে যাদু
দরশন তার।
বুকে রাখ পাষাণ বিগ্রহ,
বিপদ আসিলে, মনে মনে
এই মূর্ত্তি করিও ধেয়ান।

[বিগ্রহ দিয়া প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। তুমি মোর ধ্যানের দেবতা?
তুমিই কি নারায়ণ?
বিশাল এ বিশ্বসৃষ্টি
তুমিই করিছ রক্ষা?
মরি—মরি, কত রূপ তোমার শ্রীহরি!
এ রূপের এক কণা নিয়া

চাঁদ বুঝি হয়েছে সুন্দর!
এ রূপে পাগল হ'য়ে
সিন্ধু বুঝি চলিছে ছুটিয়া!
কোথা রাখি তোমারে বান্ধব?
থাক মোর বক্ষে লুকাইয়া।

বিনতির প্রবেশ।

বিনতি। তোমার বুকে ও কি প্রহ্লাদ? দেখি দেখি!

প্রহ্লাদ। গুরুমা,—

বিনতি। ভয় কি? তোমাব গুরুমশায় এখন ঘরে নেই। এ মূর্ত্তি কোথায় পেলে?

প্রহ্লাদ। গুরুদেব দিয়ে গেছেন।

বিনতি। কে গুরুদেব? কোথা থেকে এলো? নাম কি?

প্রহ্লাদ। নাম নারদ।

বিনতি। নারদ! দেবর্ষি নারদ! তুই বলিস কি রে ছেলে? নারদ এসেছিলেন আমার কুটিরে! ওরে, কে তুই ছলনা কর্‌তে আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছিস? আমি যে ভাল ক'রে তোকে খেতেও দিতে পারি নি।

প্রহ্লাদ। ঠাকুর দাও গুরুমা।

বিনতি। দাঁড়া বাবা, দাঁড়া। একটু দেখি। তুমিই সেই ঠাকুর? দুর্ম্মদ হিরণ্যাক্ষকে তুমিই বধ করেছ? তোমাকে ধ্বংস করার জন্তই দৈত্যসমাজের এত আয়োজন! পারবে না, তোমার চোখের দিকে চেয়ে কেউ তোমার কিছু কর্‌তে পারবে না।

প্রহ্লাদ। ও গুরুমা, ঠাকুর দাও।

বিনতি। ব'সো ঠাকুর, ব'সো এই মাটির আসনে। তোমার শত্রুরা ফুলের গাছ উপড়ে ফেলেছে, ধূপ ধুনুচি টেনে জলে ফেলে দিয়েছে। ঘরে যখন এসেছ, আমার চোখের জল তোমায় নিবেদন ক'চ্ছি, গ্রহণ কর। [নতজানু হইলেন]

প্রহ্লাদ।—

গীত।

আমার চেয়ে আমার আপন, প্রিয় হ'তে তুমি প্রিয়।
সব তেয়াগি পর্‌বো গো আজ তোমার প্রেমের উত্তরীয়।
যা আছে নাথ আমার ব'লে,
স'পে দিনু চরণতলে,
রসনাতে শুধু তোমার অমিয়-নাম গাইতে দিও।
স্বর্গ নামুক মর্ত্ত-ধামে,
ডুবাও সবায় তোমার নামে,
আজও যারা আছে দূরে, তাদের কাছে টেনে নিও।

ষণ্ডের প্রবেশ।

ষণ্ড। আবার গান শুয়ার? একি, বিনতি! কি ক'চ্ছো তুমি! আরে, এ মূর্ত্তি কার?

বিনতি। দেখতেই তো পাচ্ছো।

ষণ্ড। নারায়ণের বিগ্রহ! ওরে হতভাগা একরত্তি শুয়ার, তুমি আমার ঘরে বিষ্ণুমূর্ত্তি এনেছ? লেখাপড়ার নামে অষ্টরম্ভা, তুমি এই-সব ক'চ্ছো? নিজে তো মর্‌বেই, আমাকে শুদ্ধ ডোবাতে বসেছ?

প্রহ্লাদ। না গুরুদেব, আমার ঠাকুর নিয়ে আমি চ'লে যাচ্ছি, আপনাকে আমি বিপদে ফেলবো না।

ষণ্ড। খবরদার হাত দিস নি। ও ঠাকুর নয়, কুকুর; আমি ওকে এক্ষুণি জলসই করবো।

বিনতি। তুমি কি পাগল হয়েছ? ঠাকুরকে বল্‌ছো কুকুর? অনেক পাপ তুমি করেছ, আর পাপ ক'রো না। তোমার অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার চোখে ঘুম নেই। প্রণাম কর, ওগো, প্রণাম কর।

ষণ্ড। প্রণাম করবো? এই যে ক'চ্ছি। উঠে আয় হারামজাদা— [পুতুল তুলিতে গেল]

বিনতি। ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ঠাকুর নিয়ে খেলা ক'রো না। তোমার আমার কাছে ওর কোন মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু যার কাছে আছে, তার মনে ব্যথা দিও না।

ষণ্ড। রাজার হুকুম মনে আছে?

বিনতি। আছে। তার হুকুম মানতে গেলে সংসারে বাস করা চলে না। স'রে যাও, বজ্রপাত হবে।

প্রহ্লাদ। তুমি রাগ ক'রো না ঠাকুর! গুরুমশায়কে ক্ষমা কর। তুমি তো সবার মধ্যেই আছ। কুকুরের দেহেও আছ তুমি। তুমি ঠাকুর, তুমি কুকুর, তুমি পাথর, তুমি মাটি,—তুমি সব, তুমি সর্ব্বত্র। থাক তুমি জলের তলায় লুকিয়ে। তবু তুমি সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণ। [প্রস্থান।

ষণ্ড। ওঠ্ হারামজাদা। আমার মাথা খেতে এসেছ? খাওয়াচ্ছি। [বিগ্রহ তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা] ও বাবা, এ যে মাটিতে শেকড় চালিয়েছে। উঠছে না তো! ধর না একটু।

বিনতি। তুমি একাই যথেষ্ট।

ত্রিজটা। [নেপথ্যে] কই গো গুরুপুত্তুর!—

ষণ্ড। এই রে, ওই চুলোমুখী এসেছে। দেখলেই সাতখানা ক'রে

গিয়ে বল্‌বে, আর আমার মাথাটা ধড় থেকে খসে পড়্‌বে। একটা ঢাকা-টাকা দাও না ছাই!

বিনতি। ঢাকা দেবার জিনিষ এ নয়। কেন ভয় পাচ্ছো? কে রাজা? কতটুকু তার শক্তি? এ পাপের পেশা ছেড়ে দাও, ভক্তির বাঁধনে ওঁকেই বাঁধবার চেষ্টা করি এস। যমের ভয়ও থাকবে না। [প্রস্থান।

ষণ্ড। ওই আসছে ঝঁ্যাটামুখী। কি করি আমি ছাই! [বিগ্রহ কোলের কাছে রাখিয়া বসিয়া পড়িল ও অঙ্গাবরণ দিয়া বিগ্রহ ঢাকিয়া দিল]

ত্রিজটার প্রবেশ।

ত্রিজটা। কই গো?

ষণ্ড। এই যে গো! হঠাৎ কি মনে ক'রে?

ত্রিজটা। ওঠো, রাজবাড়ী যেতে হবে।

ষণ্ড। রাজবাড়ী! কেন?

ত্রিজটা। কেন আবার কি? কুমারদের নিয়ে চল,—রাজা দেখবে কার কেমন বিদ্যে হয়েছে।

ষণ্ড। সে তো তুমিই জেনে গেছ, রাজা আবার কি দেখবেন? তুমি গিয়ে বল নি যে কুমারেরা ভয়ানক পণ্ডিত হ'য়ে গেছে?

ত্রিজটা। তা আর বলি নি? শুনেই তো চোখে দেখবার জন্যে পাগল হ'য়ে গেছে।

ষণ্ড। পাগল তুমি হ'তে দিলে কেন? এখন আমি কি করি?

ত্রিজটা। করবে আবার কি? ওঠো না, ব'সে ব'সে ল্যাজ নাড়ছো কেন?

ষণ্ড। ওঠবার শক্তি নেই ত্রিজটা; উঠলেই মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই। তুমি গিয়ে বল, গুরুপুত্রের ভয়ঙ্কর অসুখ; অসুখ সারলেই এসে দেখা করবে।

ত্রিজটা। তা হবে না গুরুপুত্তুর। মাথা ঘোরা—তার হয়েছে কি? যাবে তো রথে চ'ড়ে।

ষণ্ড। রথে চড়তে বৈদ্য বারণ করেছে। তুমি যাও ত্রিজটা, তুমি যাও। মহারাজকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো ব'লো, কুমারদের জন্য কোন ভাবনা নেই, তারা যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে।

ত্রিজটা। তুমি নিজে গিয়ে বলবে চল। রাজার ডাণ্ডা খেলেই মাথা ঘোরা সেরে যাবে 'খন।

ষণ্ড। ডাণ্ডা! ওরে, ও ত্রিজটা,—

ত্রিজটা। বিটলে বামুন, তোমাকে আমি চিনি না? রাজবাড়ী থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি সিধে আসছে, আর তুমি তাই খেয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছো, ছেলেরা কি ক'চ্ছে তার খোঁজ রাখ না। চল, আজ তোমার শ্রাদ্ধ হবে।

ষণ্ড। শ্রাদ্ধ হবে কি? ও ত্রিজটা, আমার যে এখনো কচি বয়েস। আচ্ছা, যেতেই যদি হয়, প্রহ্লাদকে বাদ দিয়ে আর সবাইকে নিয়ে গেলে চলবে?

ত্রিজটা। উঁহু,—পেহ্লাদকেই বেশী দরকার। আর আমি বকতে পারিনে বাপু। [হাত ধরিয়া] ওঠো, ওঠো, ওঠো বলছি।

ষণ্ড। ওরে, ও ত্রিজটা, ও ত্রিজ—যাঃ।

ত্রিজটা। এ কি গো? কাঁপছো কেন? এ কার মূর্ত্তি?

ষণ্ড। না—না—নারায়ণের।

ত্রিজটা। নারায়ণের? এ মূর্ত্তি তোমার ঘরে?

যণ্ড। গেরো ত্রিজটা, গেরো।

ত্রিজটা। বিট্‌লে বামুন, তুমি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো।

যণ্ড। আমি নই, ওরে আমি নই। হায় বামুনের পোড়া কপাল রে! ভুলেও একবার যাকে ডাকি নি, সে-ই এলো আমার মাথা খেতে! ওরে, ও নচ্ছার চতুর্ভুজ, তোর বোয়ের হাতের নোয়া কবে ভাঙ্গবে রে, দেখে আমার বুকটা শীতল হবে। [প্রস্থান।

ত্রিজটা। হারামজাদা হাসছে যে গো! আবার পিট্‌ পিট্‌ ক'রে তাকাচ্ছে দেখ! কে তোর হাসির ধার ধারে রে মুখপোড়া? ত্রিজটাকে তেমনি মেয়ে পেয়েছ? তবু হাসে? চুপ্‌; মারবো মাথায় বাড়ি। [যষ্টি উত্তোলন]

চতুর্ভুজের প্রবেশ।

চতুর্ভুজ। হাঁ-হাঁ-হাঁ, কর কি? ম'রে যাবে যে।

ত্রিজটা। তুই ড্যাকরা আবার কে?

চতুর্ভুজ। চিনতে পাচ্ছো না? আমি যে তোমার ছেলে।

ত্রিজটা। ম'রে যাই আর কি? আমার আবার ছেলে কে রে মুখপোড়া?

চতুর্ভুজ। দূর মুখপুড়ি, তুমি পেটের ছেলেকে চিন্‌তে পাচ্ছো না?

ত্রিজটা। আটকুঁড়ীর ব্যাটা বলে কি গো? আমি যে বিয়ে হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে রাঁড়ী হয়েছি। আমার ছেলে হ'লো কবে রে ছোঁড়া?

চতুর্ভুজ। বিয়ের আগে। মনে নেই, আমায় নর্দ্দামায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুমি ছাদনাতলায় গেলে!

ত্রিজটা। ও মা, কি ঘেন্না! এসব কি কথা গো? কার ছেলে তুই, বাপের নাম কি?

চতুর্ভুজ। বাপ থাকলে তো নাম হবে? তুমি মা, এই শুধু জানি। নর্দ্দামার থেকে উঠে খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে এসেছি।

ত্রিজটা। ওরে, আমি নই; হাটে বাজারে দেখ্ গে যা, তোর মা পায়ে আলতা প'রে বিনুনি ঝুলিয়ে ব'সে আছে। আমি জন্ম-রাঁড়ী, আমার কাছে এলি কেন ছোঁড়া?

চতুর্ভুজ। তোমার নাম তো ত্রিজটা?

ত্রিজটা। আবার নামও বলে যে গো! আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? কাকে কবে নর্দ্দামায় ফেলে দিয়েছিলুম? কই, মনে তো পড়ে না। তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কারও মুখের পানে চেয়ে কখনও তো হাসি নি পর্য্যন্ত। কার ভরাডুবি করেছিলুম? কে আমার পেছনে এই কুলীনের বাচ্ছাকে লেলিয়ে দিলে? বেরো শত্রু, বেরো।

চতুর্ভুজ। বেরুবো কেন? চল মা, তোমার ঘরে যাই।

ত্রিজটা। দূর—দূর, আস্তাকুঁড়ের পোকা, নর্দ্দামার পাঁক, বেরো—বেরো, নইলে ঝেঁটিয়ে সিধে কর্‌বো।

চতুর্ভুজ। তাই না হয় কর, তবু তোমায় ছেড়ে আর আমি যাবো না।

ত্রিজটা। ওরে, এ কি সর্ব্বনেশে ছেলে! এ যে কেবলি কাছে টানে গো? শেষকালে কি বুড়ো বয়সে কলঙ্ক নেবো! ছি-ছি-ছি, রাজা কি বল্‌বে, রাণী কি বল্‌বে? আজন্মকাল ছোঁড়া ছুঁড়ীদের ভেজিয়েছি, ঠেজিয়েছি,—তারা কি বল্‌বে? ওরে, ও আটকুঁড়ীর ব্যাটা, তোর মায়ের বুক খালি হোক রে। বেছে বেছে তুই আমার পিছু নিলি? তুই মর্, তুই মুখে রক্ত উঠে মর্।

[প্রস্থান।

চতুর্ভুর্জ। কেঁদো না ধরণি, আর কেঁদো না; দুঃখের রাত্রি শেষ হয়েছে, পূর্ব্বাচলে উষার রক্তিম রথ দেখা দিয়েছে। মাভৈঃ—মাভৈঃ।

বিনতির প্রবেশ।

বিনতি। ব'সে আছ ঠাকুর? ফেলে দিতে পারলে না, না? পারবে না, কেউ পারবে না। এস, আমার বুকে এস।

চতুর্ভুর্জ। এতক্ষণে হিল্লে হ'লো।

বিনতি। কে?

চতুর্ভুর্জ। আজ্ঞে, আমি বৈকুণ্ঠ-বিহারী।

বিনতি। বৈকুণ্ঠ কে? কি চাও তুমি?

চতুর্ভুর্জ। এই বাড়ীর গিন্নীঠাকরুণ আমায় ডেকেছে কিনা, তাই এনু।

বিনতি। গিন্নীঠাকরুণ তো আমি। আমি তো তোমায় ডাকি নি!

চতুর্ভুর্জ। শোন কথা। না ডাকলে আমি আসবো ক্যানে?

বিনতি। আসবো ক্যানে? নিশ্চয়ই তুমি চুরি করতে এসেছ।

চতুর্ভুর্জ। চুরি কর্‌বার তো কিছু দেখছি নে। আপনাদের অবস্থা তো মোর চেয়ে খারাপ দেখছি।

বিনতি। অনুহ্লাদ, ওরে অনুহ্লাদ,—

অনুহ্লাদের প্রবেশ।

অনুহ্লাদ। কেন ডাকছো গুরুমা?

বিনতি। কোথায় ছিলে বাবা? ঘরে চোর ঢুকেছে দেখতে পাচ্ছো না?

অনুহ্লাদ। চোর! তাইতো বটে! কে তুই?

চতুর্ভুজ। শুনলে তো চোর, আবার কে?

অসুহ্লাদ। কোথা থেকে এসেছিস তুই?

চতুর্ভুজ। চোর কি কাউকে ঠিকানা বলে? এইটুকু বুদ্ধি নেই তোমার? রাজার ছেলে কিনা।

অসুহ্লাদ। চোপরাও পাষণ্ড! একে চোর, তার উপর বাচাল। মাথাটা উড়িয়ে দেবো।

চতুর্ভুজ। দাও না, দেরী ক'চ্ছো কেন?

অসুহ্লাদ। কি কর্‌বো গুরুমা? হতভাগার মাথাটা ছিঁড়ে ফেল্‌বো, না বেঁধে রাজবাড়ী পাঠিয়ে দেবো? তুমি একদৃষ্টে চেয়ে আছ কেন? কি দেখ্‌ছো ওর মুখের দিকে চেয়ে?

বিনতি। এত গন্ধ কিসের?

অসুহ্লাদ। কোথায় গন্ধ? কি বল্‌ছো তুমি?

বিনতি। এত রূপ!

অসুহ্লাদ। রূপ কোথায় দেখলে? এ যে প্রেতের মত কুৎসিত! তুমি কি পাগল হয়েছ গুরুমা!

বিনতি। ধর্‌—ধর্‌, ওরে ধর্‌; শক্ত ক'রে বাঁধ্‌। এ চোর, ডাকাত, বাটপাড়। আমি দড়ি নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

চতুর্ভুজ। আমিও স'রে পড়ি।

অসুহ্লাদ। বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় হতভাগা। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। একে চোর, তার উপর ভেল্কিবাজ। [চতুর্ভুজের পলায়নোদ্যোগ] পালিয়ে কোথায় যাবি? আজ তোকে আমি মেরেই ফেলবো। [ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা]

[চতুর্ভুজের প্রস্থান।

ষণ্ডের প্রবেশ।

অমুহ্লাদ। [ষণ্ডকে জড়াইয়া ধরিয়া] ধরেছি গুরুমা, চোর ধরেছি।

ষণ্ড। আরে তুত্তোর, চোরের নিকুচি করেছে!

অমুহ্লাদ। চোর—চোর।

বিনতির দড়ি লইয়া প্রবেশ।

বিনতি। দড়ি দিয়ে বাঁধ্। ওমা, এ কাকে ধর্‌লি বোকা ছেলে? এ যে তোর গুরু।

অমুহ্লাদ। অ্যাঁ, এ কি হ'লো? আমি যে স্পষ্ট চোরটাকে ধর্‌লুম।

ষণ্ড। ফের চোর চোর করে? চাব্‌কে পিঠের ছাল তুলে দেবো। প্রহ্লাদ কই? শীগগির ডাক, এখনি রাজবাড়ী যেতে হবে।

অমুহ্লাদ। রাজবাড়ী যেতে হবে? কেন?

ষণ্ড। আমার গুষ্টির পিণ্ডি চটকাতে। তোদের পরীক্ষা হবে।

অমুহ্লাদ। সর্ব্বনাশ! প্রহ্লাদ যে এখনও হরিনাম ত্যাগ করে নি।

বিনতি। কোন ভয় নেই। তাঁর নাম স্মরণ ক'রে নির্ভয়ে চ'লে যাও, যমও তোমাদের স্পর্শ কর্‌বে না। [প্রস্থান।

ষণ্ড। ওরে, ও অমুহ্লাদ, তুই ব্যাটা আবার ভাইয়ের সঙ্গে হরি হরি কর্‌বি না তো?

অমুহ্লাদ। না গুরুমশায়, আমি বরং ভূত-প্রেতের নাম কর্‌বো, তবু হরিনাম কর্‌বো না। [প্রস্থান।

ষণ্ড। জয় ভগবান্ হিরণ্যকশিপু, জয় ভগবান্ হিরণ্যকশিপু।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মড়কের গৃহ।

পারিজাতের প্রবেশ।

পারিজাত। এতবড় একটা ব্যাপার ছেলেখেলা ব'লে তুমি উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু আমি তা পারি না। তুমি আমায় ত্যাগ করলেও আমি তোমায় ত্যাগ করবো না।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত।

সখি, মলিন কেন বল্?
চাঁদের মুখে মাখিয়ে দিলে কোন্ নিরদয় নীল কাজল?
কোথায় গিয়ে খেলায় ভুলে হারিয়ে এলি মন,
কোথায় ছিল পুষ্পধনু বাগিয়ে শরাসন?
ডাকলো কোকিল, "কুহু",
শিখিয়ে গেল "আহা, উহু",
ডুবে ডুবে কবে খেলি কোন্ সায়রের মিঠে জল?

পারিজাত। সে সায়রের নাম কুমার অরণ্যাক্ষ।

১মা সহচরী। আগে বললে না কেন? সেদিন তো এসেছিল, সবাই মিলে কাছা টেনে ধরতুম। তুমিই বা বাপু বড় গাছে নৌকো বাঁধতে গেলে কেন? জান না, বড়র পিরীতি বালির বাঁধ?

[প্রস্থান।

পারিজাত। নাই বা হ'লো বিবাহ, তা ব'লে আমি কি তাঁর কোন কাজে লাগতে পারি না? কে আমায় ব'লে দেবে কোন্‌দিকে পথ।

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুরন্ধর। মড়ক আছ—মডক?

পারিজাত। বাবা তো এখনও রাজবাড়ী থেকে আসেন নি মহামাত্য।

ধুরন্ধর। এসব কি শুনছি মা পারিজাত? কুমার অরণ্যাক্ষের সঙ্গে তোমার শৈশবে বিবাহ হয়েছিল?

পারিজাত। হ্যাঁ মহামাত্য।

ধুরন্ধর। দেখ দেখি, কথাটা তুমি আগে বল নি কেন? বিবাহ ব'লে কথা—চালাকি তো নয়। আমি তো শোনামাত্রই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি। কুমাব এখন কি বল্‌ছে?

পারিজাত। বলেন—শৈশবের সে অনুষ্ঠান ছেলেখেলা।

ধুরন্ধর। ছেলেখেলা! চালাকি! তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। যে যতই চেষ্টা করুক না, কপালের লেখাটা তো কেউ উল্টে দিতে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি—তুমি রাজরাণী হবে।

পারিজাত। রাজরাণী হবো?

ধুরন্ধর। হ'য়ে ব'সে আছ। তোমার কপালের রেখা ব'লে দিচ্ছে যে। না হবে কেন? রাজা তো অরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু জোর ক'রে সিংহাসনে চেপে বসেছে বই তো নয়!

পারিজাত। এসব কথা কেন আপনি আমাকে বল্‌ছেন?

ধুরন্ধর। তোমাকেই তো বল্‌বো, আর বল্‌বো কাকে? তোমারই তো সব চেয়ে বড় শত্রু এই হিরণ্যকশিপু।

পারিজাত। কিন্তু আপনি তো তাঁর বেতনভোগী কর্ম্মচারী।

ধুরন্ধর। তাহ'লেও হক্ কথা বল্‌তে মহামাত্য ধুরন্ধর রাজাকেও ভয় করে না। অরণ্যাক্ষ যখন রাজার নাকের উপর তর্জ্জনী তুলে শাসিয়ে গেল যে, সে জোর ক'রে সিংহাসন কেড়ে নেবে,—

পারিজাত। বলেন কি? কুমার এই কথা বল্‌লেন? আপনারা কেউ বাধা দিলেন না?

ধুরন্ধর। বাধা দেবো কেন? আমায় কি তেমনি লোক মনে করেছ? আমি বরং হিরণ্যকশিপুকে বল্‌লুম—"কেন দেবেন না মশায়? কি অধিকার আপনার এই সিংহাসনে?"

পারিজাত। কুমার তাহ'লে কি কর্‌বেন মহামাত্য?

ধুরন্ধর। যুদ্ধ কর্‌বে।

পারিজাত। কি আছে তাঁর? কি নিয়ে যুদ্ধ কর্‌বেন?

ধুরন্ধর। সব আছে মা। আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। তুমি কিচ্ছু ভেবো না; অরণ্যাক্ষও রাজা হবে, তুমিও রাজরাণী হবে।

পারিজাত। আমি রাজরাণী হ'তে চাই না, তাঁর সুখের পথের কণ্টক হ'তেও চাই না। তিনি সুখে থাকুন, নিরাপদে থাকুন, এই-টুকুই শুধু আমার কামনা।

ধুরন্ধর। আমরা আপনার জন, আমাদের তো একটা কর্ত্তব্য আছে! সব ঠিক হ'য়ে যাবে—যখন আমি আছি। তুমি শুধু একটা কাজ কর মা।

পারিজাত। কি কাজ?

ধুরন্ধর। ভক্তিভরে নারায়ণকে আহ্বান কর।

পারিজাত। আমার নারায়ণ তিনি।

ধুরন্ধর। ওতো হ'লো ভাবের কথা। আসল কথাটা কি জান্ মা? হিরণ্যাক্ষকে যে বধ করেছে, হিরণ্যকশিপুর মাথা নেবার জন্তেও সে তৈরি হ'য়ে আছে। শুধু আসবার পথ পাচ্ছে না। হাজার হোক, দেবতা কিনা; না ডাকলে ওরা আসে না। ডাক মা, ডাক, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে তাকে আহ্বান কর।

পারিজাত। ইচ্ছা হয় আপনিই ডাকুন। আমার শক্তি নেই মহামাত্য। আমি চোখ বুজলে শুধু কুমারকেই দেখতে পাই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভালবাসি না।

[প্রস্থান।

ধুরন্ধর। এও তো সোজা মেয়ে নয় দেখছি। কোন্ পথে আসবে সে? কিছুতেই রাস্তা তৈরী করতে পাচ্ছি না। একমাত্র ভরসা প্রহ্লাদ।

মড়কের প্রবেশ।

মড়ক। কে? মহামাত্য ধুরন্ধর? গরীবের ঘরে কি মনে ক'রে পায়ের ধূলো দিয়েছ?

ধুরন্ধর। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে ভায়া।

মড়ক। তা নইলে তুমি কি আর বেড়াতে এসেছ? ব'লে ফেল কি কথা।

ধুরন্ধর। কথাটা শোনা অবধি আমার কেবলি মাথা ঘুরছে।

মড়ক। তোমাকে দেখে আমারও মাথা ঘুরছে।

ধুরন্ধর। ঘুরতেই হবে। এখন কি করবে তাই বল। যা মনে হ'চ্ছে, অরণ্যাক্ষ খুব শীগ্‌গিরই রাজ্য আক্রমণ করবে।

মড়ক। নির্ব্বোধ বালক।

ধুরন্ধর। বলছো বটে মড়ক, কিন্তু রাজ্যটা তো তারই। সে যদি এখন তার প্রাপ্য সিংহাসন দাবী করে, তুমি ঠ্যাকাবে কোন্ যুক্তিতে?

মড়ক। এই যুক্তিতে যে, সে নির্ব্বোধ নাবালক।

ধুরন্ধর। তুমি বল্লেই তো পঁচিশ বছরের যুবক নাবালক হ'য়ে যাবে না।

মড়ক। না হয় তোমার ইচ্ছায় সে সাবালকই হ'লো। তারপর কি বল।

ধুরন্ধর। দেখ মড়ক, তুমি হ'চ্ছো আমার একান্ত আপনার জন।

মড়ক। তোমার কেউ আপনার জন আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।

ধুরন্ধর। তোমার সব কথায় কেবল রহস্য। কুমার যদি রাজ্য আক্রমণ করে, তুমি কি করবে?

মড়ক। তার রাজ্যের স্বপ্ন ঘুচিয়ে দেবো। তার মাথাটা কেটে এনে রাজাকে উপহার দেবো।

ধুরন্ধর। এ তুমি বলছো কি হে? সে যে তোমার জামাই।

মড়ক। জামাই! কি বলছো তুমি?

ধুরন্ধর। কথাটা সবাই জানে, আর তুমি জান না? তোমার মেয়ের সঙ্গে যে তার বিয়ে হয়েছে।

মড়ক। কবে?

ধুরন্ধর। খুব ছোটবেলায়।

মড়ক। ছেলেবেলায় আমিও দশবার বিয়ে করেছি। আমি তা মনে রাখি নি, তারাও কবে ভুলে গেছে।

ধুরন্ধর। কিন্তু তোমার মেয়ে তো তা ভোলে নি।

মড়ক। যাতে ভোলে, তাই আমি দেখছি। ব'লে ভালই করেছ ধুরন্ধর। কুমারের মুখখানা দেখে যদি বা একটু মায়া হ'তো, আর তা হবে না।

ধুরন্ধর। অবুঝ হ'য়ো না মড়ক। বুঝতেই পাচ্ছো, এ পাপের রাজত্ব থাকবে না। কেন পাপীর সঙ্গে নরকে যাবে?

মড়ক। পাপীর অন্ন যখন কণ্ঠায় কণ্ঠায় গ্রহণ করেছি, তখন নরকের ভয় কর্‌লে তো চল্‌বে না মহামাত্য। হিরণ্যকশিপু যদি বিষ্ঠা-কুণ্ডে তলিয়ে যান, আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। তুমি কি কর্‌বে জানি না; আমি কিন্তু প্রাণান্তেও তাঁকে ত্যাগ কর্‌বো না।

ধুরন্ধর। কথাটা বুঝে দেখ। তুমি যদি কুমারের সঙ্গে যোগ দাও, সে নিশ্চয়ই জয়ী হবে।

মড়ক। আমি তার জয় চাই না, মৃত্যু চাই।

ধুরন্ধর। তুমি কি হে? জামাই ব'লে কথা—

মড়ক। আবার জামাই! যাও যাও, বাড়ী যাও। রাজ্যের মহামাত্য তুমি, তুমি বল্‌ছো আমায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে?

ধুরন্ধর। আরে, রাজা তো অরণ্যাক্ষ।

মড়ক। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, চিকিৎসা করাও।

ধুরন্ধর। আরে, তুমি মেয়ের কথাটা ভাবো না। জামাই যদি—

মড়ক। একশোবার কেবল জামাই আর জামাই। যাও, বেরিয়ে যাও।

ধুরন্ধর। যাচ্ছি। সাবাস ভায়া, আমি তোমায় পরীক্ষা কচ্ছিলাম। ভাবলুম—দেখি একবার ঘা দিয়ে কোন্ পক্ষে যাবে তুমি, রাজার পক্ষে, না তোমার জামাইয়ের পক্ষে।

মড়ক। আবার জামাই বল্‌লে তোমার ভাল হবে না ধুরন্ধর।

ধুরন্ধর। সাবাস ভায়া, সাবাস।   [প্রস্থান।

মড়ক। ভৃত্যের আবার ধর্ম্ম কি? তার একমাত্র ধর্ম্ম প্রভুর আদেশ পালন করা।

নরকের প্রবেশ।

নরক। আদেশটা যদি পৈশাচিক হয় দাদা?

মড়ক। হোক; সে বিচার আমার নয়।

নরক। রাজা যদি তোমায় আদেশ দেন আমাকে হত্যা কর্‌তে, পারবে দাদা?

মড়ক। পারবো।

নরক। চোখে জল আসবে না?

মড়ক। প্রভুভক্তির উত্তাপে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যাবে।

নরক। বুকটা কাঁপবে না?

মড়ক। পাথর ঠুকে ঠাণ্ডা ক'রে দেবো।

নরক। দিনের পর দিন কত হত্যা তুমি করেছ দাদা। নির্য্যাতিতের আর্ত্তনাদ শুনে একবারও তুমি কাঁদ নি?

মড়ক। কেঁদেছি,—তাদের দুঃখে নয়, রাজার পরিণাম ভেবে। মোহের বশে তিনি বুঝতে পাচ্ছেন না, ধ্বংস তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

নরক। শুধু কি তাঁরই ধ্বংস হবে, আমাদের হবে না?

মড়ক। গাছটাই যদি ভেঙ্গে যায়, লতাও ছিঁড়বে বই কি!

নরক। ধ্বংস নিশ্চিন্ত জেনেও আমরা এই মোহগ্রস্ত রাজাকে আঁকড়ে ব'সে থাকবো?

মড়ক। আমরা যে তাঁর নুন খেয়েছি।

নরক। সে নুন তো তাঁর নয় দাদা, তাঁর ভাইপো অরণ্যাক্ষের। নুনের দাম যদি দিতে চাও, এস আমরা কুমার অরণ্যাক্ষকে সাহায্য করি।

মড়ক। নরক,—

নরক। দাদা, বার বছর ধ'রে অনেক পাপ করেছ। একটা প্রাণিহত্যা করলে অনন্ত নরক ভোগ করতে হয়, আর তুমি এই নকল প্রভুভক্তির জন্য অসংখ্য মানুষের প্রাণ নিয়েছ। তোমার নরক যে কি ভীষণ, সে আমি কল্পনাও করতে পাচ্ছি না। একটু পুণ্য কর দাদা, ধর্ম্মের দিকে চাও, নকল ছেড়ে আসলের শরণ নাও, বেঁচে যাবে।

মড়ক। বাঁচতে আমি চাই না। যাঁর হাত থেকে আমি অস্ত্র নিয়েছি, এ অস্ত্র তাঁরই আদেশে চালিত হবে।

নরক। সৃষ্টিকর্ত্তার কাছ থেকে আমরা বিবেক ব'লে একটা মহার্ঘ রত্ন নিয়ে এসেছিলুম। সে কি হারিয়ে গেল দাদা?

মড়ক। হারায় নি; পাথর চাপা দিয়ে রেখেছি। মরার পর যার দান, তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলবো,—"কপালে যার দাসত্বের রেখা এঁকে দিয়েছ, এ রত্ন তাকে দিও না ঠাকুর।"

নরক। তাহ'লে অরণ্যাক্ষ এলে কি করবে তুমি?

মড়ক। মাথাটা নামিয়ে দেবো।

নরক। সে তোমার কে জান?

মড়ক। শত্রু।

নরক। না, জামাই।

মড়ক। নরক!

নরক। শৈশবে তোমার মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। শুনেছ সে কথা?

মড়ক। শুনেছি। তাকে বিবাহ বলে তোমার মত উন্মাদ, আর ধূম্রজ্বরের মত নির্ব্বোধ।

পারিজাতের প্রবেশ।

পারিজাত। আমি যে তাকেই সত্য ব'লে জেনেছি বাবা।

মড়ক। ভুলে যা পারিজাত।

পারিজাত। দশ বছর যা ভুলতে পারি নি, আজ তা পারবো না বাবা।

মড়ক। শৈশবে অমন অনেক ছেলেখেলা হয়, যৌবন তা মানে না।

পারিজাত। আমি মানি বাবা।

মড়ক। পাগলামি ক'রো না কন্যা। তোমার প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই।

নরক। প্রলাপ তো তুমিই বক্‌ছো দাদা। কন্যাকে তুমি দ্বিচারিণী হ'তে বল?

মড়ক। কিসের দ্বিচারিণী নির্ব্বোধ? নাবালিকা কন্যার কথার কোন মূল্য নেই। আমি তো তাকে সম্প্রদান করি নি।

নরক। এইবার ক'রে ফেল।

মড়ক। কখনও নয়। সেই ঘরভেদী বিভীষণকে আমি কন্যা সম্প্রদান করবো না।

নরক। তুমি না কর, আমি করবো।

মড়ক। নরক!

নরক। কেন পাগলামি ক'চ্ছো দাদা? মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রাজভক্তি এখন শিকেয় তুলে রাখ। রাজভক্তির বন্যা ছুটিয়ে দিয়েছ, এইবার একটু ঘরের পানে তাকাও। মেয়ে যখন কোন

মতেই বুঝছে না, তখন এ ব্যবস্থা মেনে নিতেই হবে। মেয়েটাকে তো আর আইবুড়ো রাখতে পারবে না।

মড়ক। আমি ওর বিবাহ দেবো।

পারিজাত। আমি মর্‌বো, তবু আবার বিবাহ কর্‌বো না।

মড়ক। তাহ'লে আমার ঘরেও আর তোর স্থান হবে না।

পারিজাত। এতো নতুন কথা নয় বাবা। মেয়ে বড় হ'লে বাপের ঘর আর তার ঘর নয়।

মড়ক। কথাটা মনে থাকে যেন। [প্রস্থানোদ্যোগ]

নরক। শোন দাদা, শোন, কথা আছে। তরবারিখানা দাও না দাদা, রাজাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

মড়ক। আমি প্রাণান্তেও রাজদ্রোহী হবো না।

নরক। কেন নিজের ধ্বংস ডেকে আন্‌বে?

মড়ক। রাজার যদি ধ্বংস হয়, আমারও হোক; তিনি যদি নরকে যান, আমি স্বর্গে যেতে চাই না।

নরক। তাহ'লে আমার তরবারিখানা নাও দাদা। তুমি দিয়েছিলে, তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম।

মড়ক। কুমারের সঙ্গে যোগ দেবে?

নরক। অগত্যা। দুজনে আর পাপ কর্‌বো না। তুমি যখন ফিরবেই না, তখন আমিই তোমার ক্ষতি পূরণ কর্‌বো।

মড়ক। কেন সে নির্ব্বোধের সঙ্গে মর্‌বে হতভাগ্য?

নরক। জামাই কিনা, তাই।

পারিজাত। পায়ের ধূলো দাও বাবা, আমি তবে আসি।

নরক। মুখ ফেরালে কেন? মেয়েটাকে আশীর্ব্বাদ কর দাদা, যেন রাজরাণী হয়।

মড়ক। আশীর্ব্বাদ করবো? রাজরাণী হবে? আমি বরং অভিশাপ দিচ্ছি, তোর আশায় বাজ পড়ুক। [প্রস্থান।

পারিজাত। কাকা,—

নরক। ভাবিস নি মা, ভাবিস নি; আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোর স্বামী তোরই হবে। দেখি, কার কথা ফলে—দাদার না আমার। আচ্ছা পারিজাত, পাতকিতারণ কোন্ দেবতাকে বলে জানিস?

পারিজাত। জানি, নারায়ণকে বলে পাতকিতারণ।

নরক। তাকে ডাকলে সব পাপ খণ্ডন হ'য়ে যাবে? আচ্ছা, আমি যদি ডাকি, দাদার পাপ ধুয়ে মুছে যাবে?

পারিজাত। শুনেছি, তিনি কল্পতরু, তাঁর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়।

নরক। তবে আয়, দুজনে বেশ ক'রে নারায়ণকে ডাকি।

পারিজাত। আমার নারায়ণ স্বর্গে নেই, আছে এই মর্ত্তের মাটিতে।

[প্রস্থান।

নরক। মেয়েটা সব জানে। ও যখন বলছে, আমি ডাকলে দাদার পাপ খণ্ডন হবে, তখন আর কথা নেই। হে পাতকিতারণ, দাদার পাপ ধুয়ে মুছে দাও; দাদার কোন দোষ নেই—সব দোষ ওই রাজার। দাদাকে দয়া কর ঠাকুর, দাদাকে দয়া কর। আমাকে বরং দু-ঘা বসিয়ে দাও, তবু দাদাকে রক্ষা কর। কথাটা শুনতে পেলো কি না, কে জানে? এখানে তো হবে না; বনে জঙ্গলে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে হবে। হে পাতকিতারণ, হে পাতকিতারণ,—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ গৃহ।

গীতকণ্ঠে প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ।—

গীত।

জীবন পথে এগিয়ে যাবো, কারো বাধা মানবো না।
মরণ যদি আসে আসুক, ভয় কারে কয় জানবো না।
কত চাবুক পড়্‌লো গায়ে,
ভর্‌লো দেহ হাজার ঘায়ে,
যত আঘাত আসুক আরও, আঁখিতে জল আনবো না।
বন্দিনী মার মুক্তি লাগি
লাখে লাখে উঠবো জাগি,
না পারি তো শুধু শুধু দেহের বোঝা টানবো না।

চক্রপাণির প্রবেশ।

চক্রপাণি। ভাইসব, আজ বারো বছর এই হিরণ্যকশিপু আমাদের বুকে মই দিয়ে আসছে। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ শুধু বিষ্ণু-দ্বেষীই ছিল, কিন্তু এই হিরণ্যকশিপু সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু ভাল, সবারই বিদ্বেষী। যে শাস্ত্র আবহমান কাল ধ'রে মানুষকে বিপদে আশ্রয় দিয়েছে, ঘন অন্ধকারে দিয়েছে পথের নির্দ্দেশ, সেই শাস্ত্রকে এই পাষণ্ড অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়ে নববিধান প্রবর্ত্তন করেছে। মানুষকে এর সৈন্য-সামন্তেরা পিপীলিকার মত বধ কর্‌ছে। কে আছ

মায়ের সন্তান, এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে কুমার অরণ্যাক্ষের পতাকাতলে মিলিত হও।

প্রজাগণ। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

অরণ্যাক্ষের প্রবেশ।

অরণ্যাক্ষ। সিংহাসনের জন্য আমি লালায়িত নই। কিন্তু ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমি যে রাজ্যের অধীশ্বর, তার প্রজাদের উপর এই নির্ম্মম অত্যাচার আমি সইতে পাচ্ছি না ভাইসব। মানুষ কি বলির পশু, যে, এরা যখন ইচ্ছা তার মাথা নেবে? শিশু কি লোষ্ট্রখণ্ড যে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে? রাজা কি তেত্রিশ কোটি দেবতার উর্দ্ধে যে, সবাইকে ত্যাগ ক'রে তাঁরই পূজা করতে হবে? আমরা এ অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ করবো। তারপর তোমাদের যাকে ইচ্ছা সিংহাসনে বসিও, আমি প্রতিবাদ করবো না।

১ম প্রজা। সিংহাসন আপনার। আর কাউকে আমরা আমাদের রাজা ব'লে মানবো না। এই আমাদের শেষ কথা।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ। নায়ক চক্রপাণি!

চক্রপাণি। কেন কুমার?

অরণ্যাক্ষ। কত লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে মনে কর?

চক্রপাণি। অন্ততঃ দশহাজার। বেশীও হ'তে পারে।

অরণ্যাক্ষ। এত সৈন্যের উপযুক্ত অস্ত্র কোথায়?

চক্রপাণি। কত অস্ত্র চাই তোমার? আমি বারো বছর ধ'রে সব সংগ্রহ ক'রে রেখেছি।

অরণ্যাক্ষ। কোথা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করলে?

চক্রপাণি। রাজার অস্ত্রাগার থেকে।

অরণ্যাক্ষ। অস্ত্রাগারে তো কখনও চুরি হয় নি।

চক্রপাণি। বহুবার হয়েছে, শান্তির সময় অস্ত্রাগারের খবর কেউ রাখে না। যে রাখে, সে আমারই ভাই।

অরণ্যাক্ষ। কে তোমার ভাই?

চক্রপাণি। ধুরন্ধর। আমাকে যেদিন হিরণ্যকশিপু কশাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দেন, সেইদিনই ধুরন্ধর চাকরিতে নিযুক্ত হয়। উদ্দেশ্য আমাদের একই, তবে পথটা বিভিন্ন।

অরণ্যাক্ষ। ধুরন্ধরও চান পিতৃব্যের ধ্বংস। এ তুমি বল্‌ছো কি? তার মত চাটুকার যে প্রাসাদে আর একটিও নেই।

চক্রপাণি। সে তার বাইরের আবরণ কুমার। আসলে এই দেশটাকে সে তোমার আমার চেয়েও বেশী ভালবাসে।

অরণ্যাক্ষ। পিতৃব্য তোমাকে কশাঘাত করেছিলেন কেন?

চক্রপাণি। কারণ তোমার পিতার মৃত্যুর পর যখন এই পাপিষ্ঠ রাজ্যরশ্মি হাতে নিলে, তখন একমাত্র আমিই প্রতিবাদ করেছিলুম।

অরণ্যাক্ষ। কেন করেছিলে? আমি তো তোমার কেউ নই।

চক্রপাণি। তোমার জন্য নয় কুমার, আমি প্রতিবাদ করেছিলুম আমার দেশবাসীর জন্য। এই অত্যাচারীর অভ্রভেদী দুরাকাঙ্ক্ষা আমি নখদর্পণে দেখতে পেয়েছিলুম। আমি জানতুম, তার হাতে প্রজাদের ধন প্রাণ মান কাণাকড়ির দরে বিকিয়ে যাবে। আমি সব সইতে পারি, পারি না আমার দেশবাসীর নির্য্যাতন সইতে। শপথ কর কুমার, শপথ কর, যদি তুমি সিংহাসন করায়ত্ত কর্‌তে পার, ভুলেও কখনও প্রজাদের অনিষ্ট করবে না।

অরণ্যাক্ষ। শপথ ক'চ্ছি, আমার হাতে প্রজাদের কোন অনিষ্ট

হবে না। প্রাণ গেলেও ধর্ম্মকে আমি ত্যাগ করবো না। যারা মরে গেছে, তাদের ফেরাতে পারবো না জানি। কিন্তু যারা বেঁচে আছে, তাদের পায়ে আর কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হবে না।

চক্রপাণি। মুখের কথায় হবে না কুমার, কাজে তার পরীক্ষা দাও। শক্ত হ'য়ে দাঁড়াও। মনে রেখো, তোমার কথায় দশহাজার লোকের জীবন-মরণ নির্ভর ক'চ্ছে।

[প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন।

কয়াধুর প্রবেশ।

কয়াধু। অরণ্যাক্ষ,—

অরণ্যাক্ষ। একি! মহারাণী!

কয়াধু। মহারাণী নই, আমি মা। সবই কি ভুলে গেলি?

অরণ্যাক্ষ। ভুলি নি মা, ভুলি নি। মাকে হারিয়ে তোমাকেই মা ব'লে জেনেছিলুম, তোমার স্তন্যপানেই আমি বর্দ্ধিত হয়েছি, আমার দেহের পঞ্জরাস্থি তোমারই গড়া মা।

কয়াধু। স্মৃতির প্রদীপটা আর একটু বাড়িয়ে দে বাবা। মনে কর্ একদিকে প্রহ্লাদ, আর একদিকে অরণ্যাক্ষ, মাঝখানে শুয়ে এই একটি মাত্র মা।

অরণ্যাক্ষ। মনে আছে মা, আমি ভুলে যাই নি; আমি আর প্রহ্লাদ একসঙ্গে কেঁদে উঠলে তুমি আমাকেই বুকে জড়িয়ে ধরতে।

কয়াধু। সেই মা যদি আমি, তবে কেন তুমি আমার ললাট লক্ষ্য ক'রে অস্ত্র তুলেছ নির্ব্বোধ?

অরণ্যাক্ষ। রাজরাণীর সুখ তো অনেকদিন ভোগ করেছ মা,

একবার রাজমাতা হ'য়ে দেখ; সুখ না পাও, দুঃখ পাবে না। পিঠে তোমার কটা চাবুক, কতগুলো লাথি পড়েছে জানি না, কিন্তু তোমার চোখের জলে যে প্রাসাদ সিক্ত হয়েছে, এতো আমি দীর্ঘকাল দেখেছি। তবে এখানে তুমি কেন এসেছ?

কয়াধু। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি অরণ্যাক্ষ।

অরণ্যাক্ষ। ফিরে যাবো সেইদিন—যেদিন রাজা হিরণ্যকশিপু আর সিংহাসনে থাকবে না।

কয়াধু। সে জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন বাবা? তাঁকে আমি বোঝাতে পারি নি সত্য, কিন্তু আমার ছেলেরা বোধহয় আমার অবাধ্য হবে না। তোমার সিংহাসনে আমার ছেলের কেউ বস্‌বে না।

অরণ্যাক্ষ। তুমি ভুলে যাচ্ছো, পিতৃব্য অমর বর নিয়ে এসেছেন। আপ্রলয় নিরীহ প্রজাদের উপর তিনি এমনি ক'রে নির্য্যাতন কর্‌বেন; শাস্ত্র মিথ্যা হ'য়ে যাবে, ভগবানের নাম কেউ মুখে আনতে পাবে না, প্রাতঃসন্ধ্যা রাজার বন্দনা গান ক'রে দানবসমাজ ক্রীতদাসের জাতিতে পরিণত হবে, এই কি তুমি চাও মা?

কয়াধু। মানুষ কখনও অমর হয় না অরণ্যাক্ষ। কোন্ পথে মৃত্যু আস্‌বে, আমি তা জানি না; কিন্তু সে নিশ্চয়ই আস্‌বে, দুদিন আগে আর পরে। এ ক'টা দিন তুমি অপেক্ষা কর মাণিক।

অরণ্যাক্ষ। ক'টা দিন অপেক্ষা করার অর্থ আরও কয়েক হাজার মানুষকে মৃত্যুর কবলে ছেড়ে দেওয়া। এদের রক্ষার দায়িত্ব আমারই ছিল; এক একটা নিষ্পাপ প্রজার মৃত্যু আমারই মাথায় পাপের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এ আর আমি সহ্য কর্‌তে পাচ্ছি না মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

কয়াধু। তুমি তবে যুদ্ধই কর্‌বে?

অরণ্যাক্ষ। আমার সঙ্কল্প স্থির।

কয়াধু। যুদ্ধেও তো অসংখ্য লোক মর্‌বে অরণ্যাক্ষ।

অরণ্যাক্ষ। মর্‌বে তারা মানুষের মত, বলির পশুর মত অসহায় মৃত্যু বরণ কর্‌বে না।

কয়াধু। কথা শোন বাবা। এ যুদ্ধে আমার দুদিকেই ক্ষতি, তাই তোমার কাছে এসেছি।

অরণ্যাক্ষ। কেন এলে মা? যাও—যাও, চ'লে যাও, এরা দেখতে পেলে মহা অনর্থ হবে। আমি সিংহাসন চাই না। আমি জন্মের মত এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাবো—যদি পিতৃব্য প্রজাপুঞ্জের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন যে, কারও উপর আর তিনি নির্য্যাতন কর্‌বেন না, চিরাচরিত শাস্ত্রের অমর্য্যাদা কর্‌বেন না, আর দেবপূজায় কোন বিঘ্ন উৎপাদন কর্‌বেন না।

কয়াধু। এর কোনটাই সম্ভব নয়।

অরণ্যাক্ষ। তবে ফিরে যাও মা। আমার ভাবনা না ভেবে প্রহ্লাদকে রক্ষা কর গে। তাকে রাজবাড়ী নিয়ে গেছে। গিয়ে দেখ, এতক্ষণে বোধহয় সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

কয়াধু। যাক; প্রহ্লাদের জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

চক্রপাণির প্রবেশ।

চক্রপাণি। কে কথা বল্‌ছে কুমার?

অরণ্যাক্ষ। আমার মা।

কয়াধু। মহারাণী কয়াধু।

চক্রপাণি। কি চাই এখানে মহারাণীর?

কয়াধু। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

চক্রপাণি। ছেলে! এখানে কেউ কারও ছেলে নই। আমরা সব ভুঁইফোঁড়! রাজা হিরণ্যকশিপু আমাদের মমতার গ্রন্থিগুলো সব এক এক ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে। তার অস্ত্র স্ত্রী পুরুষ বৃদ্ধ বিচার করে নি। এসেছেন—ভালই হয়েছে মহারাণি। আপনার দেহটা আমরা ঘৃতচন্দন দিয়ে মহাসমারোহে দাহ করবো, আর মাথাটা পাঠিয়ে দেবো রাজপ্রাসাদে।

অরণ্যাক্ষ। নায়ক!

চক্রপাণি। বুঝুক রাজা হিরণ্যকশিপু, যে, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে বিনা দোষে স্ত্রীপুত্র প্রাণ দিলে বুকটায় কতখানি বাজে।

অরণ্যাক্ষ। তুমি কি বল্‌ছো নায়ক চক্রপাণি? এ যে আমার মা।

চক্রপাণি। আমাদের স্ত্রীরাও তো নারী ছিল কুমার। তারাও তো সন্তানের মা ছিল। কেউ তো তাদের দয়া করে নি। মা! কিসের মা? কে মা? এই না তুমি বল্‌লে তোমার কেউ নেই? এরই মধ্যে চোখে বান ডেকে এলো? মায়ের জন্য তোমার মমতা থাকতে পারে, কিন্তু শত্রুর জন্য আমার মমতা নেই।

কয়াধু। কি করতে চাও? মাথা নেবে?

অরণ্যাক্ষ। না-না-না, তুমি যাও মা, তুমি যাও।

চক্রপাণি। কখনও নয়। হত্যার বিনিময়ে হত্যা।

অরণ্যাক্ষ। চক্রপাণি!

চক্রপাণি। পরে মাথা পেতে শাস্তি নেবো কুমার। তা ব'লে শত্রুকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবো না।

অরণ্যাক্ষ। আমার আদেশ।

চক্রপাণি। তোমার আদেশই তো পালন ক'চ্ছি কুমার। তুমি

আমায় ঢালা হুকুম দিয়ে বেখেছ, শত্রুব মাথা নিতে আমরা যেন শিশু বৃদ্ধ নারীর বিচাব না কবি।

কয়াধু। এস, মাথা নাও সন্তান। কতটুকু জ্বালা তোমাদেব বুকের মধ্যে? তোমাদেব সবাব সব দুর্বিসহ জ্বালা একা আমি এই বুকটার মধ্যে পাথর-চাপা দিয়ে বেখেছি। পত্নীপুত্র হাবিয়ে কতটুকু কেঁদেছ তোমরা? আমাব চোখেব জলে সাগব ব'য়ে গেছে। তবু এখনও অনেক বাকী। এই দিগন্তব্যাপী পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস—একি বৃথা যাবে? চোখে আমাব ঘুম নেই। পৃথিবী যখন ঘুমোয়, আমি তখন জেগে স্বপ্ন দেখি এক বিকট ভয়াল হিংস্র মূর্ত্তি। হত্যা কব সন্তান, আমাব এ দুঃসহ জ্বালার অবসান কর। কিন্তু আমার ছেলেব চোখের উপবে নয়, অন্তরালে এস।

[প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ। সাবধান চক্রপাণি! আমার মায়ের গায়ে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ ক'রো না।

চক্রপাণি। আমি সৈনিক হ'লেও পশু নই কুমার।

[প্রস্থান।

নবকের প্রবেশ।

নবক। কুমার অবণ্যাক্ষের জয় হোক।

অরণ্যাক্ষ। সেকি! নগরাধ্যক্ষ নরক! আপনার ভাই মড়কও এসেছেন নাকি? উদ্দেশ্য কি? আমাকে বন্দী করা? তার আগে আমি আপনাদেরই শিরশ্ছেদ কব্‌বো।

নরক। আরে থামো, থামো। দেখছো তো আমি নিরস্ত্র। আগে একখানা তরবারি দাও, তারপর শিরশ্ছেদ ক'রো।

অরণ্যাক্ষ। কে নিলে আপনার তরবারি?

নবক। নেয় নি কেউ, যার তরবারি তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি।

অরণ্যাক্ষ। হঠাৎ এ মতপরিবর্ত্তনের কারণ?

নরক। ভেবে দেখলুম, জামাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা খুব ভাল দেখাবে না।

অরণ্যাক্ষ। আপনারা সেই আষাঢে গল্প এখনও ভুলতে পারেন নি?

নরক। না বাবাজি, আমরা যদি বা ভুলি, মেযেটা ভুলতে দেয় না।···তাহ'লে আমাকে একখানা তলোয়ার দাও। আর বল দেখি শুনি, যুদ্ধ আগে হবে না সম্প্রদান আগে হবে?

অরণ্যাক্ষ। সম্প্রদান কি?

নরক। কন্যাসম্প্রদান। এ আর বুঝলে না? বিয়েটা কাঁচা আছে, এইবার পাকা করবো।

অরণ্যাক্ষ। কেন বাজে কথা বলছেন? আমি বিবাহ করি নি, তাকে গ্রহণও করবো না।

নরক। তোমার বাবা গ্রহণ করবে, তুমি তো ছেলেমানুষ। এ প্রজাপতির বন্ধন, চেষ্টা করলেও ছেঁড়া যায় না। দাও, অস্ত্র দাও।· হ্যাঁ হে, পাতকিতারণকে দেখেছ?

অরণ্যাক্ষ। কে পাতকিতারণ?

নরক। আছে—আছে। কেমন ক'রে তাকে ডাকতে হয় জান? হে পাতকিতারণ, দাদাকে তুমি—হে পাতকি—

অরণ্যাক্ষ। কি পাগলের মত বকছেন?

নরক। মত নয় বাবা, সত্যি সত্যি আমি পাগল হয়েছি। এখানে আসতে আসতে কখনও শুনি বনের মধ্যে শাঁখ বাজছে,

কখনও শুনি দূরে কে বাঁশী বাজিয়ে ডাকছে, আবার কখনও শুনি পেছনে কার পায়ের নূপুর ঝুমুর ঝুমুর ক'রে বাজছে। ব্যাপার কি বল তো? তোমার দলে ভূত-টুতও আছে নাকি?

অরণ্যাক্ষ। এতদিন ছিল না, আপনিই প্রথম ভূত।

নরক। বেশ বলেছ; তোমার বেশ রসবোধ আছে।

অরণ্যাক্ষ। আপনার মহামান্য অগ্রজটি কোথায়?

নরক। তোমার শ্বশুর? তিনি তলোয়ারে শাণ দিচ্ছেন, শীগ্‌গিরই তাঁর দর্শন পাবে।

অরণ্যাক্ষ। আপনিও তাঁর সঙ্গে মিলিত হোন। দুজনকে এক সঙ্গেই আমি সম্ভাষণ কর্‌বো। তাঁকে না পেলে আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই।

[প্রস্থান।

নরক। প্রয়োজন তোমার নয় জামাই, প্রয়োজন আমার। দাদার পাপ তো খণ্ডন কর্‌তে হবে। হে পাতকিতারণ, হে পাতকি—

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ।

নারদ।—

গীত।

মন-তুলসী গঙ্গাজলে অঞ্জলি দে পায়,
যা-কিছু তোর আছে আপন ধরণীর ধুলায়।
কাছে আছে, নয় সে দূরে,
কাণ আছে যার, সেই শোনে তার নূপুর ধ্বনি হৃদয়পুরে;
যে নামে তার ডাক না কেন,
সেই নামে সে বাঁধা জেনো,
প্রেম-ভকতির শক্ত নিগড় জড়িয়ে দে সে নামের গায়।

নরক। তুমি পাতকিতারণকে চেন?

নারদ। চিনি।

নরক। আচ্ছা, আমি নিজের মুক্তি না চেয়ে যদি দাদার মুক্তি চাই, তাই পাবো?

নারদ। না।

নরক। পারিজাত বল্‌লে 'হ্যাঁ', তুমি বল্‌ছো 'না'? তুমি জান কচু। দাদার মুক্তিই যদি না হ'লো, তবে শুধু শুধু তাকে ডাকবো কেন?

নারদ। ডাকার জন্যই ডাকবে। আর কিছু নয়।

[প্রস্থান।

নরক। এ ব্যাটা পেটের জ্বালায় সাধু হয়েছে। দুত্তোর সাধুর ক্যাঁথায় আগুন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্যকশিপু। ভগবান্! ভগবান্!!
মোহগ্রস্ত ধরণীর জীব
নামের মদিরা পানে অন্ধসম
আঁখি মুদি চলিছে ছুটিয়া।
কেবা ভগবান্? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহাদেব?
কোন্ অধিকারে ত্রিদশ-আলয়ে বসি
পাবে তারা ধরণীর পূজা?
ফুলে ফুলে পৃথিবীরে সাজাইব আমি,
আর আমারি প্রকৃতিপুঞ্জ
সে ফুল অঞ্জলি দেবে
স্বর্গবাসী বৃদ্ধ ভগবানে?
না—না, আমি পূজ্য, আমি ধ্যেয়,
ধরাতলে একমাত্র আমি ভগবান্।

গীতকণ্ঠে কুমন্ত্রের প্রবেশ।

কুমন্ত্র।—

গীত।

তবে তুই বুক ফুলিয়ে চল্।
পাহাড় ভয়ে পালিয়ে যাবে, উড়ে যাবে সিন্ধুজল।

কিসের মুক্তি ? দেবতা কিসের ? মিথ্যে ভগবান,
স্বর্গমর্ত্তে যত সুধা, তুমিই কর পান ,
তোমার পায়ে চন্দ্র তারা,
অঞ্জলি দিক আলোর ধারা,
তুমি বিধি বিষ্ণু শিব, অসার মেকি আর সকল।

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। শোন চন্দ্র, শোন দিনকর,
থাকে যদি আজো কোথা দেবের বিগ্রহ,
সেথা আলো করিবে না দান।
শোন সদাগতি বায়ু,
ত্রিভুবনে যেথা যাবে তুমি,
তারস্বরে করিবে প্রচার,
ভগবান্ হিরণ্যকশিপু।

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুরন্ধর। সমীরণ কি করিবে জানি না রাজন্,
আমি কিন্তু পথে ঘাটে হাটে মাঠে
নিরন্তর উচ্চকণ্ঠে করেছি ঘোষণা—
ভগবান মহারাজ হিরণ্যকশিপু।

হিরণ্যকশিপু। মহামাত্য ধুরন্ধর,
এখনো কি রাজ্যমাঝে আছে কোনজন,
মৃত্যু যারে করেছে স্মরণ ?
দেবতার পূজার্চ্চনাপ্রথা
সুনিশ্চয় রাজ্যে মোর হয়ে গেছে শেষ ?

ধ্রুবন্ধর। শেষ বটে, তবে—

হিরণ্যকশিপু। তবে কী?

ধ্রুবন্ধব। সঠিক জানি না মহারাজ।
তবে কখনো কখনো দেখা যায়,
প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে
উদ্ভাসিত কক্ষতল বটে,
কিন্তু অন্ধকার আছে বহু
প্রদীপের নীচে।

হিরণ্যকশিপু। তার অর্থ?

অনুহ্লাদের প্রবেশ।

অনুহ্লাদ। পিতা, প্রণাম চরণে।

হিরণ্যকশিপু। এস পুত্র অনুহ্লাদ,
কুশলে তো আছ প্রাণাধিক?
জ্যেষ্ঠপুত্র তুমি মোর,
বিজয় নিশান মম
সব চেয়ে বেশী তুমি করিবে ধারণ।
সংক্ষেপে কহ তো শুনি,
গুরুগৃহে থাকি
কি শিক্ষা পেয়েছ প্রিয়তম!

অনুহ্লাদ। এই শিক্ষা গুরুগৃহে করিয়াছি লাভ,
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম
পিতাই তপস্যা মোর,
পিতা যদি তুষ্ট হন,

এ জীবন অবহেলে দিতে হবে ডালি;
পিতা যদি মোহবশে ছুটে যান
নরকের পথে, সাথে সাথে যেতে হবে
তাঁর বিজয় নিশান ধরি;
প্রশ্ন করা চলিবে না—কেন যাই,
কোথা যাই, স্বর্গে বা নরকে।

ধুরন্ধর। সাধু—সাধু কুলের প্রদীপ।

হিরণ্যকশিপু। দেবতা কে, জান কি সন্তান?

অনুহ্লাদ। দেবতা স্বরগে নেই,
আছে এই মর্ত্তের ধূলায়।
কর্ত্তব্য সাধিতে যার নাহি দ্বিধা,
নাহি লাজ, নাহি মৃত্যুভয়,
তারি নাম দেবতা রাজন্!
স্বর্গের দেবতা শুধু স্বার্থের সন্ধানী,
কিছুই না করি তারা বহু পেতে চায়।
মর্ত্তধাম দেবতার পৈতৃক সম্পদ্,
শিশুকাল হ'তে তারা শিক্ষা পায়
মর্ত্ত হ'তে রাজকর করিতে গ্রহণ।
মর্ত্তের দেবতা শুধু দিয়ে যায়,
নাহি চায় কিছু। স্বর্গের দেবতাগণে
দুষ্ট কীট সম ঘৃণা করি আমি।

হিরণ্যকশিপু। ধন্য আমি হিরণ্যকশিপু,
হেন পুত্র করিয়াছি লাভ।
শিক্ষা তব অবসান স্নেহের নন্দন!

এই নাও তরবারি,
অরাতি দমন করি হও খ্যাতিমান।
[তরবারি দান]

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ, কুমার প্রহ্লাদকে নিয়ে গুরুপুত্র উপস্থিত।

হিরণ্যকশিপু। তোমাকে নূতন দেখ্‌ছি। কোথা থেকে এসেছ তুমি? কি নাম তোমার?

রক্ষী। আমি প্রহ্লাদের মামার বাড়ীর দেশের লোক। আমার অসংখ্য নাম মহারাজ। এক নাম শ্রীহরি—

অনুহ্লাদ। ভুলে যাও ও নাম।

রক্ষী। আর এক নাম বৈকুণ্ঠপতি।

হিরণ্যকশিপু। চল্‌বে না।

রক্ষী। আবার কেউ বলে পাতকিতারণ।

ধুরন্ধর। পাতকিতারণ! বেছে বেছে দানবের চিরশত্রু সেই শঠচূড়ামণি নারায়ণের নামটাই তুমি গ্রহণ করেছ?

রক্ষী। আজ্ঞে, লোকে বলে সব নামই নাকি তাঁর নাম।

ধুরন্ধর। কোন্ মূর্খ বলেছে? আজ থেকে তোমার নাম—

রক্ষী। আমার নাম নৃসিংহ।

ধুরন্ধর। তা চল্‌তে পারে। যাও, প্রহ্লাদকে নিয়ে এস।

রক্ষী। আজ্ঞে, যাই।

[প্রস্থান।

অনুহ্লাদ। পিতা, প্রহ্লাদ নিতান্তই বালক; এখনও ওর শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। আজ কি পরীক্ষা না কর্‌লে হ'তো না?

হিরণ্যকশিপু। কেন, সে কি এতদিন কিছুই শেখে নি?

অনুহ্লাদ। শিখবে কি ক'রে পিতা? তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

ধুরন্ধর। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। তাইতো মহারাজ, তা হ'লে তো ভাল ক'রে পরীক্ষা করা দরকার।

বক্ষিসহ প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। বাবা, আমায় স্মরণ করেছ তুমি? [প্রণাম]

হিরণ্যকশিপু। হ্যাঁ প্রাণাধিক। মুখখানা এমন মলিন হয়েছে কেন? মনে হ'চ্ছে যেন সারাদিন কেঁদে কাটিয়েছ। কেন এমন শীর্ণ দেহ বাবা? গুরুমা কি তোমায় খেতে দেন নি?

প্রহ্লাদ। দিয়েছেন বইকি বাবা। গুরুমা মায়ের মতই স্নেহময়ী। কেমন, তাই না দাদা?

অনুহ্লাদ। যথার্থ। [জনান্তিকে] শোন্ প্রহ্লাদ, আবার তোকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি,—ভুলেও ও সর্ব্বনেশে নাম মুখে আনিস নি।

হিরণ্যকশিপু। কাছে এস প্রহ্লাদ। [কোলে টানিয়া লইলেন] বল তো প্রাণাধিক, গুরুগৃহে এতদিন কি শিখেছ?

প্রহ্লাদ। শিখেছি বাবা, সংসারে পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা।

হিরণ্যকশিপু। দেখ ধুরন্ধর, দেখ, এই আমার কনিষ্ঠ পুত্র। এমন সরল সুন্দর, আর এমনি ভক্তিমান। এই ছেলে যখন বড় হবে, এর গৌরবে এর পিতামাতার বক্ষ কি স্ফীত হবে না?

ধুরন্ধর। তা আর হবে না? এমন ছেলে যাঁর, তিনি ত মহা-ভাগ্যবান্। আচ্ছা, বল তো বাবা,—

অনুহ্লাদ। থাক মহামাত্য, ভাই বড় ক্ষুধার্ত্ত। ওকে ছেড়ে দিন; যা জিজ্ঞাসা করতে হয়, আমাকে করুন।

ধুরন্ধর। ক্ষিধে পেয়েছে? আহা, তা তো পাবেই। কচি ছেলে কিনা। আচ্ছা প্রহ্লাদ, বল দেখি, সংসারে সব চেয়ে ভাল খাদ্য কি?

প্রহ্লাদ। সংসারে সব চেয়ে ভাল খাদ্য হরিনাম।

হিরণ্যকশিপু। কী? [কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন]

রক্ষী। [প্রহ্লাদকে বক্ষে ধারণ]

অনুহ্লাদ। পিতা, অবোধ বালক প্রহ্লাদ।

রক্ষী। বল কুমার, বল, কি শিখেছ এতদিন? পিতা জিজ্ঞেস ক'চ্ছেন, বল—সব খুলে বল।

অনুহ্লাদ। না-না-না, যাও ভাই, বিশ্রাম কর গে।

ধুরন্ধর। আহা, বল্‌তে দাও না ছাই! বল তো বাবা, কি শিখে এসেছ?

হিরণ্যকশিপু। বল, ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কে?

প্রহ্লাদ। শ্রীহরি নারায়ণ।

হিরণ্যকশিপু। সেরা পানীয় কি?

প্রহ্লাদ। কৃষ্ণনাম-সুধা।

হিরণ্যকশিপু। সর্ব্বোৎকৃষ্ট আবাস কোথায়?

প্রহ্লাদ। শ্রীবিষ্ণুর পদতল।

অনুহ্লাদ। চুপ কর্, ওরে অবোধ, চুপ।

ধুরন্ধর। আর চুপ, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

হিরণ্যকশিপু। হতভাগ্য কুলাঙ্গার, আর কি শিখেছ?

প্রহ্লাদ। কি শিখেছি শুনবে বাবা?

প্রহ্লাদ।— **গীত।**

আকাশে হরি, বাতাসে হরি, ধরণী হরিময়।
জীবনে হরি, মরণে হরি, হরি যে বরাভয়।

শ্রবণে হরি, মননে হরি,
শ্রীহরি নাম পারের তরী,
মরণে হরি স্মরণ করি চরণে হবো লয়।
এস শ্রীহরি করুণা করি,
ভবে ভাবনায কাণ্ডারী হরি,
মোহের ঠুলি হর শ্রীহরি, আঁধার কর ক্ষয়।

হিরণ্যকশিপু। আরে হীন কুলের পাংশুল,
পুনঃ পুনঃ ঘোষকেরা
তারস্বরে করেছে ঘোষণা,
ভগবান্ হিরণ্যকশিপু,
ধরণী করিবে শুধু তাহারি বন্দনা,
তবু তুমি পুনঃ পুনঃ
হরিনাম কর উচ্চারণ?

অনুহ্লাদ। ক্ষমা কর পিতা,
ভাই মোর নিতান্ত বালক।

হিরণ্যকশিপু। স'রে যাও অনুহ্লাদ।

ধুরন্ধর। কি রকম ছেলে তুমি বাবা?
পিতারে করিছ অপমান?

রক্ষী। তুমি চুপ কর না মশাই,
পিতাপুত্রে বাক্যের লড়াই,
তুমি কেন কর আস্ফালন?
খুব তো ঢেলেছ বিষ,
আর কেন? ঘরে যাও।
দেখিয়াছ ঘুঘু শুধু, দেখ নাই ফাঁদ!

ধুরন্ধর ।　　চুপ্, ব্যাটা ঘৃণিত কুক্কুর !

হিরণ্যকশিপু । প্রহ্লাদ,—

প্রহ্লাদ ।　　পিতা,—

হিরণ্যকশিপু । বল, ভগবান্ পিতা তব হিরণ্যকশিপু ।

প্রহ্লাদ ।　　ভগবান্ সর্ব্বশক্তি নারায়ণ ।

হিরণ্যকশিপু । নারায়ণ ! [কশাঘাত]

রক্ষী ।　　উঃ !

অনুহ্লাদ ।　　পিতা ! মোর পৃষ্ঠে—
　　মোর পৃষ্ঠে কর কশাঘাত ।

ধুরন্ধর ।　　মারার কি প্রয়োজন হ'লো ?
　　যত সব—

অনুহ্লাদ ।　　দূর হও ঘৃণিত শৃগাল ।

ধুরন্ধর ।　　হেঃ-হেঃ-হেঃ, শিশুবাক্য অমৃতসমান ।

[প্রস্থান ।

হিরণ্যকশিপু । প্রহ্লাদ,—

প্রহ্লাদ ।　　কেন পিতা করিতেছ রোষ ?
　　সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বচিন্তা করি পরিহার
　　শ্রীহরির নামে কর আত্মসমর্পণ ।

[হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদকে পুনঃ পুনঃ কশাঘাত ; প্রহ্লাদ নির্ব্বিকার ; ভাবে শুধু "জয় শ্রীহরি বলিতেছিল]

রক্ষী ।　　উঃ— উঃ—উঃ !
　　আর ব্যথা দিও না রাজন্ !
　　উদ্বেলিবে জলধির জল,
　　আকাশ এখনি শিরে পড়িবে ভাঙ্গিয়া ।

শিশুর কোমল অঙ্গে
করিয়াছ যত কশাঘাত,
সকলি তা বাজিয়াছে তারি গায়ে—
শিশু যার নয়নের মণি। উঃ—

অনুহ্লাদ। পিতা, দণ্ডদান এখনো কি
হয় নাই শেষ?

হিরণ্যকশিপু। না। জাতিদ্রোহী পিতৃদ্রোহী
দুরন্ত শিশুরে আমি
যমালয়ে করিব প্রেরণ।

[তরবারি ধারণ]

অনুহ্লাদ। পিতা!···ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও
স্নেহের অনুজ। ভুলে যাও হরিনাম।

প্রহ্লাদ। হোক মোর শিরশ্ছেদ,
ছিন্নশির যেন গায় হরিগুণগান।

[হিরণ্যকশিপু পুনঃ পুনঃ তরবারি আঘাতের ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। রক্ষীর আচ্ছাদনে প্রহ্লাদ হাসিমুখে দাঁড়াইয়া শ্রীহরিনাম জপ করিতে লাগিল]

মড়কের প্রবেশ।

মড়ক। মহারাজ! একি!

হিরণ্যকশিপু। হত্যা কর, হত্যা।

মড়ক। কাকে হত্যা করবেন?

হিরণ্যকশিপু। এই শিশু-শত্রুকে। জান মড়কাসুর, আমাদের জাতির শত্রু এই শিশুর কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছে!

মড়ক। বলেন কি?

হিরণ্যকশিপু। রক্ষি!

রক্ষী। মহারাজ!

হিরণ্যকশিপু। নিয়ে যাও এই মহাশত্রুকে। হতভাগাকে মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় ফেলে দাও।

অনুহ্লাদ। একি নৃশংস আদেশ পিতা? ক্ষমা করুন। এ আপনার কনিষ্ঠ পুত্র, অবোধ শিশু। অপরাধ যতই গুরুতর হোক, তার কি মার্জ্জনা নেই?

হিরণ্যকশিপু। না।

মড়ক। শিশুর কি অপরাধ মহারাজ? গুরুপুত্র ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে নি, হাতীর পায়ের তলায় ফেলতে হয়, তাকে ফেলে দিন। প্রহ্লাদকে ছেড়ে দিন মহারাজ।

হিরণ্যকশিপু। না—না, হবে না। মৃত্যুই ওর একমাত্র শাস্তি।

প্রহ্লাদ। চল রক্ষি! দাদা, তুমি চোখের জল ফেলছো? না দাদা, চোখ মুছে ফেল। ভয় কি? হাতীর মধ্যেও নারায়ণ আছেন। পায়ের ধূলো দাও বাবা! যদি মরি, আমার সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম লিখে জলে ভাসিয়ে দিও।

রক্ষী। মহারাজ,—

হিরণ্যকশিপু। নিয়ে যাও।

অনুহ্লাদ। পিতা,—

হিরণ্যকশিপু। শুনবো না অনুরোধ।

মড়ক। আর একবার ভেবে দেখুন।

হিরণ্যকশিপু। দেখেছি। তুমি যাও, গুরুপুত্রকে শৃঙ্খলিত কর। আমি সহস্রবার বলেছি, আবারও বলছি। যে না শুনেছে, শোন—

ভগবান্ হিরণ্যকশিপু; তার রাজ্যে তারই পূজা হবে। দেবতার বন্দনা-গান যে কর্‌বে, তার মৃত্যু।

রক্ষী। চল ভাই।

[প্রহ্লাদ পূর্ব্ব গীতাংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

অনুহ্লাদ। পিতা, দোহাই পিতা, এ নিষ্ঠুরতা কর্‌বেন না। এ শিশু, শত্রু-মিত্র বোঝে না। আদেশ করুন, ফিরিয়ে আনি।

হিরণ্যকশিপু। না—না, বেরিয়ে যাও।

অনুহ্লাদ। ওঃ, পিতাও এত নিষ্ঠুর!

[নতমস্তকে প্রস্থান।

মড়ক। মহারাজ, অরণ্যাক্ষ বহু সৈন্য সংগ্রহ ক'রে প্রাসাদের দিকে আসছে। আমার ভাই নরকও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

হিরণ্যকশিপু। ইচ্ছা হয়, তুমিও দাও।

মড়ক। আপনি আমাকে ত্যাগ না কর্‌লে আমিও আপনাকে ত্যাগ কর্‌বো না।

হিরণ্যকশিপু। মহাপাপীর সঙ্গে মহানরকে যেতে হবে।

মড়ক। সেই নরকই হবে আমার স্বর্গ।

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। লুকিয়ে আছ কেন? এস; দেখি তুমি কেমন ভগবান্।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

ষণ্ড ও কয়াধর প্রবেশ।

কয়াধু। গুরুপুত্র,—

ষণ্ড। বলুন রাণীমা।

কয়াধু। আপনার আশ্রমে ছেলেদের পাঠানো হয়েছিল কি বিদ্যাশিক্ষা কর্‌তে, না কৃষ্ণনাম শিখ্‌তে?

ষণ্ড। কৃষ্ণনাম? দূর দূর, ও নাম আবার কেউ শেখে নাকি?

কয়াধু। তবে প্রহ্লাদ শিখেছে কেন?

ষণ্ড। কে বল্‌লে মা? আমি তো এসব কিছুই জানি না।

কয়াধু। জানেন না? আপনি তাকে কি শিখিয়েছেন?

ষণ্ড। বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ;—পতঞ্জলি, জলাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি;—শাস্ত্রাদি, শস্ত্রাদি, বস্ত্রাদি;—ব্যাকরণ, ভ্যাকরণ, হাঁ-করণ;—আরও সব কত কি!

কয়াধু। শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, চক্রধারী আমাদের জাতির পরম শত্রু, তার নাম করা মহাপাপ?

ষণ্ড। শুধু একবার? হাজারবার শিখিয়েছি।

কয়াধু। প্রহ্লাদকে মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন?

ষণ্ড। তা তো দিয়েছি; কিন্তু ব্যাপার তো বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না। মহারাজকে দেখলুম অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌তে,

অম্নুহ্লাদের দুচোখ দিয়ে ভয়ঙ্কর বেগে জল পড়্ছে। কি যেন একটা গোলমাল বেধে গেছে!

কয়াধু। তবে আর এখানে অপেক্ষা কর্বেন না; এখনি পালিয়ে যান।

ষণ্ড। পালিয়ে যাবো? কিন্তু আমার প্রণামী?

ত্রিজটার প্রবেশ।

ত্রিজটা। পেন্নামী রেখে দাও ঠাকুর। মাথাটা নিয়ে ফিরে যেতে পার কিনা, তাই দেখ।'

ষণ্ড। ও ত্রিজটা, তুমি বল্ছো কি?

ত্রিজটা: কি বল্ছি, টের পাবে এখন। চ্যাচামেচি শুনে একবার আমি মুখ বাড়িয়েছিলুম। ওরে বাবা, রাজার সে কি মূর্ত্তি! কাছে যেতে ভরসাই হ'লো না। প্রহরী মুখপোড়ার কাছে শুনলুম, সে ভীষণ ব্যাপার!

ষণ্ড। অ্যাঁ!

কয়াধু। কি হয়েছে?

ত্রিজটা। রাজা পেহ্লাদকে বল্লে—কি শিখেছ? পেহ্লাদ অমনি একশোবার হরি হরি ক'রে উঠলো।

ষণ্ড। অ্যাঁ! সত্যি হরিনাম কর্লে? হাজারবার পই পই ক'রে শিখিয়ে আনলুম, তবু কথা শুনলে না? ও ত্রিজটা, তারপর কি হ'লো?

ত্রিজটা। হ'লো তোমার মাথা। রাজা বল্লে,—এ নাম কার কাছে শিখেছ? সোজা জবাব দিলে, গুরুপুত্তুরের কাছে।

ষণ্ড। অ্যাঁ! বল্লে! ও ত্রিজটা, আমি যে এর কিছুই জানি নে।

ত্রিজটা। জান না? স্থাকা? তোমার ঘরে ন্যারায়ণের মূর্ত্তি এলো কোত্থেকে?

কয়াধু। সে কি গুরুপুত্র?

ষণ্ড। মিছে কথা রাণিমা। এ বেটী জন্মমিথ্যুক।

ত্রিজটা। জন্মমিথ্যুক আমি রে বাম্‌না? তুমি না মূর্ত্তি চাপা দিয়ে বসেছিলে?

ষণ্ড। কবে? কোথায়?

ত্রিজটা। তোমার ঘরে।

ষণ্ড। আমি তো ঘরে ছিলুমই না। তুমি তো আমাকে রাস্তা থেকে তুলে আনলে।

ত্রিজটা। দূর মিথ্যুক!

ষণ্ড। কি? আমি মিথ্যুক? আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো।

ত্রিজটা। দাও না যত পার। তোমার মাথাটাও এবার উড়ে যাবে।

ষণ্ড। দেখেছেন রাণিমা, চুলোমুখী আমায় খালি খালি ভয় দেখাচ্ছে।

কয়াধু। যান গুরুপুত্র, পালান, আর এখানে অপেক্ষা করবেন না।

ষণ্ড। তাহ'লে চ'লেই যাই, কি বলেন? আমার প্রণামীটা বরং—

ত্রিজটা। যাবে তো যাও না। পেন্নামী দেবে, না—তোমার মুখে ছাই দেবে।

ষণ্ড। তুই বেটী ম'রে শাকচুন্নী হবি; আর আমি হবো ব্রহ্ম-দৈত্য। আমার বেলগাছের তলায় এলে তোকে আমি ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ ক'রে লাথি—

ত্রিজটা। তবে রে বাম্‌না—[তাড়া করিল]

ষণ্ড। ওরে বাবা। [দ্রুত প্রস্থান।

ত্রিজটা। তুমি তো ঠায় দাঁড়িয়ে আছ দেখছি।

কয়াধু। কি করবো?

ত্রিজটা। যাও না একবার গুটি গুটি। ছেলেটাকে যদি ধ'রে চাবুক মারে?

কয়াধু। মারাই উচিত।

অনুহ্লাদের প্রবেশ।

অনুহ্লাদ। মা,—

কয়াধু। কি রে অনুহ্লাদ, চোখ দিয়ে জল পড়্ছে কেন? মহারাজ প্রহার করেছেন বুঝি?

অনুহ্লাদ। আমাকে নয় মা, প্রহ্লাদকে। উঃ—সে কত কশাঘাত মা! এত কশাঘাত সে হাসিমুখে সহ্য করলে কি ক'রে, আমি ভেবে উঠতে পাচ্ছি না। রক্ষী তাকে আগ্‌লে দাঁড়িয়েছিল, তার পিঠও ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে।

কয়াধু। কেন রে অনুহ্লাদ?

অনুহ্লাদ। অবোধ শিশু না বুঝে হরিনাম করেছিল, এইমাত্র অপরাধ।

কয়াধু। অপরাধ গুরুতর।

ত্রিজটা। তা ব'লে কচি ছেলেকে চাবুক মারতে হবে?

অনুহ্লাদ। শুধু চাবুক? পিতা তাকে কি শাস্তি দিচ্ছেন জান মা? এখনি তাকে মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় ফেলে দেবে।

ত্রিজটা। ওমা, বলে কি গো? রাজা কি পাগল হ'য়ে গেল? ওগো, ও রাণিমা, শীগ্‌গির এস না বাছা।

কয়াধু। কি কর্‌তে যাবো?

অনুহ্লাদ। ছেলেকে রক্ষা কর্‌তে।

কয়াধু। কোন প্রয়োজন নেই।

অনুহ্লাদ। প্রয়োজন নেই? সে তবে অপঘাতে মর্‌বে? তুমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টাও কর্‌বে না?

কয়াধু। আজ বাঁচালেই কি অমর হ'য়ে যাবে?

ত্রিজটা। তোমার কথাই ওই রকম। মর্‌বে তো সবাই, তা ব'লে ব্যায়রাম হ'লে ওষুধ খাবে না? হাতীর পায়ের তলায় ছেলেটা ছাতু হ'য়ে যাবে, শুনতে কি তোমার ভাল লাগবে মা? ও দাদা, তোর মাকে টেনে নিয়ে যা না।

অনুহ্লাদ। চল মা, চল; নইলে এখনি সব শেষ হ'য়ে যাবে।

কয়াধু। যা হবার তাই হবে। ভাইয়ের জন্যে অনেক কেঁদেছ বাবা, এইবার আমার সঙ্গে তোমার ভাগ্যহীন পিতার জন্য একটু কাঁদ দেখি।

অনুহ্লাদ। রাক্ষসি, কেন তোমার মা তোমাকে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মারে নি? কেন তুমি প্রহ্লাদের মা হয়েছ? তোমার ব্যবহার দেখে কোন সন্তান আর মাকে মা ব'লে ডাকবে না। ধিক তোমাকে, শত ধিক তোমার পিতাকে—যে তোমায় পৃথিবীতে এনেছে।

[প্রস্থান।

ত্রিজটা। আমি পোড়ামুখী কেন রাজাকে বল্‌তে গেলুম? নইলে তো এ কাণ্ড হয় না। গুরু মুখপোড়ার চেয়েও আমার দোষ বেশী। আমি পাথরে মাথা খুঁড়ে মর্‌বো। [মাথা খুঁড়িতে উদ্যত হইল]

কয়াধু। [ত্রিজটাকে ধরিলেন] ক্ষান্ত হ' ত্রিজটা।

ত্রিজটা। ধর্‌লে যে বড ? কচি ছেলেটা মর্‌ছে, তাতে তোমার বুকে বাজে না, বেজে উঠলো আমার জন্যে ? কি হবে আমার বেঁচে থেকে ? আমার দোষে পেহ্লাদের প্রাণ যাবে ?

কয়াধু। গেলে তো ভালই হ'তো ত্রিজটা। কিন্তু তা হবার নয়। হাতীর মূর্ত্তি ধ'রে সেই মহাশত্রুই হয়তো প্রাসাদে এসেছে। গিয়ে দেখ, হাতী হয়তো শুঁড দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্যকশিপু। দেখবে এস রাণি, জাতির শত্রু নারায়ণকে বন্দনা করার শাস্তি কি শোচনীয়! পক্ষপাতিত্ব করি নি; যে অপরাধে প্রজাদের দণ্ড দিয়েছি, সে অপরাধে নিজের শিশু-সন্তানকেও মৃত্যুদণ্ড দিতে দ্বিধা করি নি।

কয়াধু। জানি মহারাজ।

হিরণ্যকশিপু। জান ? প্রাসাদের সবাই কাঁদছে, কিন্তু তোমার চোখে তো জল নেই! একি, তুমি হাস্‌ছো ?

ত্রিজটা। রাক্ষসী, ও রাক্ষসী। রাজা, দোহাই রাজা, ছেলেটাকে ছেড়ে দাও।

হিরণ্যকশিপু। তা হয় না।

ত্রিজটা। হয়, রাজা, হয়, তুমি মনে কর্‌লে সবই হয়। আমি বুঝতে পারি নি যে, তুমি তাকে এতবড় শাস্তি দেবে। তাহ'লে আমি বল্‌তুম না। কথা শোন, তোমার ভাল হবে। বাপ হ'য়ে এমন নিঠুর তুমি হ'য়ো না রাজা। ও রাণি, একবারটি বল না ছাই!

কয়াধু। অনধিকার চর্চ্চা আমি করি না। না জেনে আগুনে হাত দিলে আগুন কাউকে ক্ষমা করে না। নির্ব্বোধ বালক যখন

নিষিদ্ধ ফল খেয়েছে, তখন বিষের জ্বালা তার সহ্য করাই উচিত। দুঃখের বিষয়, তা হবার নয়।

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ,—

হিরণ্যকশিপু। শেষ হ'য়ে গেছে?

রক্ষী। না মহারাজ। মত্ত হাতী তার কাছে এসে শুঁড় দিয়ে কুমারকে অভিবাদন করলে, তারপর পরম সমাদরে তাকে পিঠে তুলে নিলে।

হিরণ্যকশিপু। কি বলছো তুমি উন্মাদ? তুমি কি প্রলাপ বকছো?

রক্ষী। না মহারাজ। আপনি গেলেই দেখতে পাবেন।

হিরণ্যকশিপু। হাতী তাকে অভিবাদন করলে! শুনছো রাণি?

কয়াধু। ও তো আমি জানি।

হিরণ্যকশিপু। জান?

কয়াধু। সে এসেছে মহারাজ।

ত্রিজটা। কে এসেছে গো?

কয়াধু। সেই মহাশত্রু। খুঁজে দেখ রাজা, এই প্রাসাদের মধ্যে নিশ্চয়ই সে এসেছে। এই একটা ঘটনাই তার আগমনের আভাস দিচ্ছে। নইলে মত্ত হস্তী করে শিশুকে অভিবাদন! সে এসেছে, সে এসেছে।

[প্রস্থান।

রক্ষী। আমি একবার খুঁজে দেখবো মহারাজ?

হিরণ্যকশিপু। না।

ত্রিজটা। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি নারায়ণ এসে থাকে, তাহ'লে?

হিরণ্যকশিপু। নারায়ণ হিরণ্যকশিপুর ভয়ে পাতালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এত সাহস তার নেই যে, আমার প্রাসাদে প্রবেশ করে।

রক্ষী। লোকটা তাহ'লে ভয়ানক ভীরু, না মহারাজ? রাণীমা বোধহয় স্বপ্ন দেখেছেন। তাইতো বলি, স্বর্গ-মর্ত্তে এমন শত্রু আছে—যে আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর ছায়াও স্পর্শ করবে!

হিরণ্যকশিপু। আমি তোমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করি রক্ষি! শোন,—প্রহ্লাদকে পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ কর, দেখি কে তাকে রক্ষা করে।

ত্রিজটা। ও রাজা, এ আবার তুমি কি বল্‌ছো? ছোটছেলের উপর কতক্ষণ রাগ থাকে? কথা শোন রাজা, কথা শোন।

হিরণ্যকশিপু। আমি বধির: কথা শুনতে আমি আসি নি' আমি বল্‌বো, সবাই ফুল দূর্ব্বা হাতে নিয়ে শুনবে।

[প্রস্থান।

ত্রিজটা। ওরে, ও মড়া,—

রক্ষী। কি মা?

ত্রিজটা। ওমা,—এ কে গো? মুখখানা তো সেই রকম।

রক্ষী। চিনতে পেরেছ? আমি তোমার সে-ই ছেলে, যাকে নর্দ্দামায় ফেলে দিয়েছিলে।

ত্রিজটা। তুই শূয়ার আবার এখানে এয়েছিস মিছেকথা বল্‌তে? আমি কি তোর জ্বালায় গলায় দড়ি দেবো?

রক্ষী। না-না, দড়ি দেবে কেন? আত্মহত্যা মহাপাপ। অপঘাতে মর্‌লে আমি ছেলে হ'য়েও শ্রাদ্ধ কর্‌তে পারবো না।

ত্রিজটা। আবার বলে 'ছেলে'! ওরে ও আটকুঁড়ীর ব্যাটা,—

রক্ষী। কি বল্‌ছো?

ত্রিজটা। তুই মর্, তোর মার বুক খালি হোক।

রক্ষী। আমার মা তো তুমি। ভাল ক'রে দেখ না মা।

ত্রিজটা। ওরে বাবা, এ যে আবার এগোয়। শেষকালে কি অসতী নাম নেবো?

রক্ষী। নিলেই বা। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে শুধু আমাকেই গ্রহণ কর; আমাতেই শান্তি, আমাতেই মুক্তি।

[প্রস্থান।

ত্রিজটা। ছোঁড়া কালো হ'লে কি হয়? বেশ মায়াভরা মুখখানা। দূর—দূর, উচ্ছন্ন যাক ছেলে। দেখ দেখি, আমার দোষে পেহ্লাদ মর্‌বে? ওবে, ও মুখপোড়া ফারায়ণ, ছেলেটাকে দেখ্ না হারামজাদা! [এদিক ওদিক তাকাইয়া] কেউ তো এখানে নাই, আমি না হয় একটা পেন্নাম ক'চ্ছি।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির।

বিদ্রোহিগণ গাহিতেছিল।

বিদ্রোহিগণ।—

গীত।

মোদের যাত্রা হ'লো সুরু।
এগিয়ে চল্, ডাবুক যত আকাশ গুরু গুরু।
পাহাড় যদি পথে দাঁড়ায়, সিন্ধু দেখায় ভয়,
লক্ষ ধারার মাথা ভেঙ্গে ছিনিয়ে নেবো' জয়,
আয় কে আছিস মায়ের ছেলে
যমের সাথে পঞ্জা খেলে
অমর হবি, আর দেখি তার চামড়া কত পুরু।

চক্রপাণির প্রবেশ।

চক্রপাণি। একটা রাত্রি ঘুমিয়ে থাক ভাইসব। কাল রাত্রিতে শিবির থাকবে না, শয্যা জুটবে না, কে কোথায় থাকবে ঠিক নেই। আমি তোমাদের মরবার জন্যই ঘরছাড়া ক'রে ডেকে এনেছি। জীবনে সূর্য্যালোক আর তোমরা দেখতে পাবে কিনা জানি না। কিন্তু এভাবে বেঁচে থেকেই বা কি লাভ? বাঁচতে যদি হয়, আমরা মানুষের মত বাঁচবো; না হয় মৃত্যুই আমাদের গ্রাস করুক।

বিদ্রোহিগণ। জয় রাজা অরণ্যাক্ষের জয়।

চক্রপাণি। যদি কারও প্রাণে এতটুকু মৃত্যুভয় থাকে, সে এ পথে

এসো না। যদি কেউ প্রতিদানের আশায় এ কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়িয়ে থাক, সে ফিরে যাও। এখানে পারিশ্রমিক নেই, পুরস্কার নেই, প্রশংসাও নেই। আছে শুধু ভয়াল মৃত্যু।

বিদ্রোহিগণ। মৃত্যুভয়ে আমরা কেউ ভীত নই। জয় রাজা অরণ্যাক্ষের জয়। [প্রস্থান।

নরকের প্রবেশ।

নরক। হে পাতকিতারণ, হে পাতকিতারণ,--

চক্রপাণি। কে তুমি, বারবার পাতকিতারণ জপ ক'চ্ছো?

নরক। তোমার তাতে কি অসুবিধে হ'চ্ছে? কাজের সময় কাজ পেলেই তো হ'লো?

চক্রপাণি। চলেছি যুদ্ধে, আর তুমি পেছন থেকে নামগান শোনাবে?

নরক। ক্ষতিটা কি? নাম শুনবে কাণ দিয়ে, আর যুদ্ধ করবে হাত দিয়ে।

চক্রপাণি। আমি ওসব ঠাকুর দেবতার নাম ভালবাসি না।

নরক। তুমি না ভালবাসলেও ঠাকুর ঠাকুরই থাকবে, কুকুর হ'য়ে যাবে না।

চক্রপাণি। তার চেয়ে জন্মভূমির নামগান কর।

নরক। জন্মভূমির নিকুচি করেছে। তার নাম ক'রে ছাই হবে।

চক্রপাণি। তা করবে কেন? সে যে প্রত্যক্ষ দেবতা। অনুমানের পেছনে ছুটবে, তবু প্রমাণকে বিশ্বাস করবে না। পাতকিতারণকে তুমি দেখেছ?

নরক। দেখলে তো ফুরিয়ে যেতো, আর তোমার তাঁবেদারী করবো কেন?

চক্রপাণি। সে যে আছে, তুমি ঠিক জান?

নরক। জানি না, তবে বিশ্বাস করি।

চক্রপাণি। যার প্রমাণ নেই, তা বিশ্বাস করবে কেন?

নরক। তোমার বাবাকে তুমি বাবা ব'লেই ডাকতে, না? কেন? কোন প্রমাণ পেয়েছিলে যে সে তোমার বাবা? মায়ের মুখে শুনেই বিশ্বাস করেছ, তাই নয়? সাধু তপস্বীর মুখে শুনে আমিও বিশ্বাস করেছি যে, তিনি আছেন, আর তিনি পাতকীর বন্ধু।

চক্রপাণি। তুমি অনেক শাস্ত্র পড়েছ, না?

নরক। কখন পড়বো? ছেলেবেলায় দাদা একখানা তরবারি হাতে দিয়ে বল্লে,—"তুমি রাজকর্ম্মচারী।" তারপর আমিও বাড়তে লাগলুম, আমার পদও বাড়তে লাগলো। পৃথিবীতে যে চন্দ্রসূর্য্য উঠছে, তাও জানতুম না; শুধু জানতুম রাজাকে আর দাদাকে। পারিজাত শাস্ত্র পড়তো, তাই মাঝে মাঝে কাণে আসতো।

চক্রপাণি। পারিজাত কে?

নরক। আমার ভাইঝি, আবার কে? সেই একদিন পড়ছিল, পাতকিতারণ ব'লে একজন আছে, তার দয়া হ'লে মহাপাপীও মুক্তি পায়।

চক্রপাণি। মুক্তি কালই হয়তো পাবে। এখন গিয়ে বিশ্রাম কর।

নরক। তুমি যাও না। আমি রাত্রে ঘুমুই না, ব'সে ব'সে পাতকিতারণকে ডাকি। এখানে বেশ ঘুরঘুট্টি অন্ধকার! বার আষ্টেক ক'সে ডাকলেই হয়তো এসে পড়বে।

চক্রপাণি। তুমি বদ্ধ পাগল; তোমার দ্বারা যুদ্ধও হবে না, পাতকিতারণের ভজনও হবে না। তার চেয়ে এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা জন্মভূমির আরাধনা কর মূর্খ।

নরক। জন্মভূমির বাপের ওলাউঠো হোক। [স্বগত] হে পাতকিতারণ, হে পাতকিতারণ, আমার দাদাকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

চক্রপাণি। এ উন্মাদ বলে কি? মায়ের মুখের কথায় পিতাকে যদি পিতা ব'লে জেনে থাকি, শাস্ত্রের কথায় ভগবান্‌কেই বা বিশ্বাস কর্‌বো না কেন? তাইতো,—

অরণ্যাক্ষের প্রবেশ।

অরণ্যাক্ষ। শুনেছ চক্রপাণি, পিতৃব্যের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। প্রজাদের তো প্রায় নিঃশেষ ক'রেই এনেছেন, এবার নিজের পরিবারের দিকেও হাত বাড়িয়েছেন।

চক্রপাণি। অত্যাচারীর ধর্ম্মই এই। বাইরের শত্রু না পেলে নিজের ঘরেও সে শত্রু খুঁজে নেয়।

অরণ্যাক্ষ। তা ব'লে শিশু-সন্তানের উপর এমন অত্যাচার কেউ কখনও করে নি। প্রহ্লাদ হরিনাম করেছিল ব'লে পিতৃব্য তাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন।

চক্রপাণি। কি সর্ব্বনাশ! তারপর?

অরণ্যাক্ষ। হাতী তাকে শুঁড় দিয়ে পিঠের উপর তুলে নিলে।

চক্রপাণি। এ তুমি কি বল্‌ছো কুমার?

অরণ্যাক্ষ। এতেও তার ক্রোধের শান্তি হয় নি। তিনি এবার আদেশ দিয়েছেন—প্রহ্লাদকে পাহাড়ের চূড়া থেকে সাগরে নিক্ষেপ কর্‌তে। কিন্তু পুত্রস্নেহ কি রসাতলে গেল? কেউ কি এ ব্যক্তির আপন হবে না? আমার আর বিলম্ব সইছে না নায়ক। ইচ্ছা হ'চ্ছে, আজ রাত্রেই প্রাসাদ আক্রমণ ক'রে তাঁর রাজত্বের স্বপ্ন ঘুচিয়ে দিই।

শোন নায়ক, রাজ্য পাই আর না পাই, এই নিষ্ঠুর জল্লাদকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া চাই।

চক্রপাণি। এত লোক যার মৃত্যু চায়, তার মৃত্যু কেউ রোধ কর্‌তে পারে না। কিন্তু আমি ভাবছি, হরিনাম শুনে হাতীও গ'লে গেল?

অরণ্যাক্ষ। পাহাড়ও হয়তো গলে যাবে; কিন্তু মানুষের প্রাণ গল্‌লো না।

চক্রপাণি। তোমার বিশ্বাস হয় যে, ভগবান্ ব'লে কেউ আছে?

অরণ্যাক্ষ। না থাকলে আমার পিতাকে বধ কর্‌লে কে?

চক্রপাণি। বন্য বরাহ।

অরণ্যাক্ষ। বরাহ কি জলে থাকে?

চক্রপাণি। তাও তো বটে। কিন্তু—না, না, আমি অনুমানকে কখনও বিশ্বাস কর্‌বো না। আমার আরাধ্য এই জননী জন্মভূমি।

[প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ। তুমি আছ আমি জানি। তা ব'লে আমাদের দুঃখ-বিপদ মোচন কর্‌তে তোমাকে আমি ডাকবো না। বাহুতে দিয়েছ শক্তি, মস্তিষ্কে দিয়েছ বুদ্ধি, হৃদয়ে দিয়েছ বিবেক। যারা পৃথিবীর অভিশাপ, তাদের দমন কর্‌তে তুমি কেন নেমে আস্‌বে? আমরা কি পারবো না তাদের উদ্ধত মস্তক ধূলোয় নামিয়ে দিতে?

পুরুষবেশী পারিজাতের প্রবেশ।

পারিজাত। আপনিই কি কুমার অরণ্যাক্ষ?

অরণ্যাক্ষ। হ্যাঁ, তুমি কোথা থেকে আসছো?

পারিজাত। রাজধানী থেকে। সোজা আপনার কাছে চ'লে

এলুম, কেউ বাধা দিলে না। আপনি তো বেশ সতর্ক আছেন দেখছি! শত্রু যদি আসে, সহজেই আপনাকে ধর্‌তে পারবে। যান মশায়, ঘরে ফিরে যান, যুদ্ধ করা আপনার কাজ নয়।

অরণ্যাক্ষ। বাচালতা রাখ। তুমি নিশ্চয়ই শত্রুর গুপ্তচর।

পারিজাত। গুপ্ত হ'লে আপনার 'সামনে' আস্‌বো কেন?

অরণ্যাক্ষ। ছলনা রাখ যুবক' মৃত্যুর গহ্বরে মাথা গলিয়ে দিয়েছ। সত্য বল কে তুমি, এত রাত্রে কি উদ্দেশ্যে এসেছ?

পাবিজাত। আপনাব একটি স্ত্রী আছে না?

অরণ্যাক্ষ। না, আমি বিবাহ করি নি।

পারিজাত। পারিজাত কি তবে মিছে কথা বল্‌লে?

অরণ্যাক্ষ। পারিজাত! তুমি তাকে চেন?

পাবিজাত। চিনবো না? সে তো এখন আমাদের বাড়ীতে। তার বাবা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ঘুবতে ঘুরতে সে এখন আমাদের আশ্রয় নিয়েছে। বাকীটা আপনি বুঝে নিন।

অরণ্যাক্ষ। কি বুঝে নেবো?

পারিজাত। তার সঙ্গে আমার বেশ ইয়ে হয়েছে। এতদিনে বিয়ে হ'য়ে যেতো, সেই বল্‌লে,—ছেলেবেলায় একজনের সঙ্গে আমার খেলার বিবাহ হয়েছিল।

অরণ্যাক্ষ। সে বল্‌লে, 'খেলার বিবাহ'!

পারিজাত। আপনিও তো তাই বল্‌ছেন। তাহ'লে আপনি অনুমতি দিন, আমি আপনার স্ত্রীকে—

অরণ্যাক্ষ। আবার 'স্ত্রী'! সে আমার কেউ নয়।

পারিজাত। যাক্‌, শুনে আশ্বস্ত হলুম। [প্রস্থানোদ্যোগ]

অরণ্যাক্ষ। কি নাম তোমার?

পারিজাত। আমার নাম বজ্রপাণি। আচ্ছা, তাহ'লে আসি। নমস্কার। বিয়ের পর জোড়ে এসে দেখা ক'রে যাবো।

[প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ। এই মেয়েটাই বলেছিল,—তুমি আমাকে ত্যাগ করলেও আমি তোমারই থাকবো। স্ত্রীলোককে যে বিশ্বাস করে, তার মত মূর্খ কেউ নেই। দূর দূর, এরা আবার সতীত্বের বড়াই করে? নারী জাতটাই এমনি।

[প্রস্থান।

মড়ক ও নরকের প্রবেশ।

নরক। ফিরে যাও দাদা।

মড়ক। যাবো অরণ্যাক্ষের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে।

নরক। তার মৃত্যু হ'লে তোমার বুকটা কি ভেঙ্গে যাবে না? তুমি স্বীকার কর আর না কর, সে তোমার জামাই। তার মৃত্যুতে তোমার কন্যাই বিধবা হবে।

মড়ক। কে আমার কন্যা? সে গৃহত্যাগিনী, কুলটা। যার জন্ম সে আমার বংশে কলঙ্কলেপন করেছে, আমি তার মৃত্যু চাই।

নরক। দাদা, তুমি না বীর? নিদ্রিত শত্রুকে হত্যা করবে।

মড়ক। নিশ্চয়ই করবো, সে শুধু আমার শত্রু নয়, আমার রাজার শত্রু, সমগ্র দেশের শত্রু।

নরক। আর কত পাপ করবে দাদা? আমি যে তোমার পরিণাম ভেবে শিউরে উঠছি। হে পাতকিতারণ,—

মড়ক। দোর ছাড়্ মূর্খ।

নরক। ছাড়বো না। তোমার রাজা হিরণ্যকশিপু, আমার রাজা

অরণ্যাক্ষ। আমাকে বধ না ক'রে আমার রাজার কাছে যেতে পাবে না। হে পাতকিতারণ,—হে পাত—

মড়ক। মনে করেছ, ভাই ব'লে তোমায় ক্ষমা কর্‌বো? তা হয় না মূর্খ! ভাইয়ের চেয়ে অনেক বড় কর্ত্তব্য।

নরক। তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর, আমার কর্ত্তব্যও আমি কর্‌বো। হে পাতকিতারণ,—একি, শিবিরে আগুন ধরিয়ে দিলে কে?

মড়ক। আমারই সৈন্যগণ।

নরক। এত নেমে গেছ তুমি দাদা? এতবড় একটা সেনাপতি তুমি—আজ গুপ্তহত্যা কর্‌তে এসেছ? কিন্তু তা হবে না। আমি এখনই সবাইকে জাগিয়ে দেবো।

মড়ক। তার আগেই তুমি মর্‌বে।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

পারিজাতের প্রবেশ।

পারিজাত। কুমার, জাগো; সৈন্যগণ, জাগো। শিবিরে শত্রু প্রবেশ করেছে।

চক্রপাণি ও অরণ্যাক্ষের প্রবেশ।

চক্রপাণি। বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস ভাইসব, শত্রু এসেছে, শত্রু।

অরণ্যাক্ষ। আগুন—আগুন। একি, কে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? তুমি বজ্রপাণি নও? তুমি যাও নি? তাহ'লে তোমার সব ছলনা।

চক্রপাণি। এখানে কি কর্‌তে এসেছ?

পারিজাত। শত্রু এসেছে।

চক্রপাণি। তা তো দেখতেই পাচ্ছি। সবাই পালিয়েছে, তুমি বুঝি আর পালাতে পার নি?

অরণ্যাক্ষ। কথা বল্‌ছো না কেন? উত্তর দাও। শিবিবে আগুন ধরিয়েছে কে?

পারিজাত। সেনাপতি মডকাসুরের অনুচর।

অবণ্যাক্ষ। তুমিই সে অনুচব, অস্বীকার কর্‌তে পাব?

পারিজাত। আমি আপনার শত্রু নই কুমার।

চক্রপাণি। তবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিবিরদ্বারে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমি তোমাব অস্ত্র দিয়েই তোমাকে হত্যা কর্‌বো। না-না, তাতে কতটুকু শাস্তি? তোমাকে শৃঙ্খলিত ক'রে ওই অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

পারিজাত। তাই ভাল।

চক্রপাণি। চ'লে এস।

অরণ্যাক্ষ। দাঁড়াও, দাঁডাও। এতটুকু বালক তুমি, তোমার এ দুঃসাহস কেন হ'লো? কেন মর্‌তে এসেছ তুমি?

পারিজাত। মর্‌তে তো হবেই একদিন; যত এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল।

চক্রপাণি। চ'লে এস বুদ্ধিমান। [পারিজাত সহ প্রস্থানোদ্যোগ]

অরণ্যাক্ষ। নায়ক,—

চক্রপাণি। কি কুমার? গলা কাঁপছে যে তোমার? মমতা হ'চ্ছে বুঝি?

অরণ্যাক্ষ। না-না, মমতা ঠিক নয়! কি যে বল তুমি? আমি বল্‌ছিলুম, অপরিণতবুদ্ধি বালক কিনা—যদি অপরাধ স্বীকার করে,—

চক্রপাণি। তাহ'লেই এতবড় অপরাধীকে ক্ষমা কর্‌তে হবে?

অরণ্যাক্ষ। না-না, ক্ষমা নয়, বলছিলুম—একটা লঘু দণ্ড দিলে হয় না?

চক্রপাণি। না, এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

অরণ্যাক্ষ। একটু অপেক্ষা কর। বালক, মরার আগে তোমার কি কোন প্রার্থনা নেই?

পারিজাত। একটা প্রার্থনা ছিল, কিন্তু আমি জানি, তা পূর্ণ হবে না।

অরণ্যাক্ষ। কি প্রার্থনা?

পারিজাত। আমার একজন আত্মীয় মৃত্যুর কবলে। যদি দশ দিনের জন্য মুক্তি পাই, তাঁকে একবার দেখে আসবো, আর সম্ভব হ'লে বাঁচাবার চেষ্টা করবো।

চক্রপাণি। হবে না, হবে না। শত্রুকে কেউ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয় না।

অরণ্যাক্ষ। আমি দিই চক্রপাণি।

চক্রপাণি। কি বলছো তুমি? দশদিন পরে এ ফিরে আসবে?

অরণ্যাক্ষ। আসবে।

চক্রপাণি। যদি না আসে?

অরণ্যাক্ষ। আমার জিভটা তুমি উপড়ে নিও। যাও বালক, যার জন্য তোমার চোখে জল, তাকে দশদিন আশা মিটিয়ে দেখে ফিরে এস।

পারিজাত। কুমারের জয় হোক।

[প্রস্থান।

চক্রপাণি। হিরণ্যকশিপু পরাজিত হ'লে তাকেও কি তুমি এমনি ক'রে ছেড়ে দেবে?

অরণ্যাক্ষ। সে কথা কি আজ বুঝলে? আমি তাঁকে বধ করতে চাই না, চাই শুধু সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে।

[প্রস্থান।

চক্রপাণি। আমি দুইই চাই; দেশেরও মুক্তি, আর রাজারও মৃত্যু।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ষণ্ডর গৃহ।

বিনতির প্রবেশ।

বিনতি। সে-ই গেছে, আজও ফিরলো না। কি হ'লো বল দেখি? আমার যে কান্না পাচ্ছে। হতচ্ছাড়া বামুন কি বলতে কি বলেছে, কে জানে? রাজা যদি তার মাথাটা কেটে নিয়ে থাকে—? না-না-না, একটা রাজা কি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে? প্রহ্লাদেরই বা কি হ'লো? ছেলেটা চ'লে গেছে, পাখী আর গাইছে না, ফুলও ফুটছে না। সেও তো একবার খবর দিতে পারতো? সব সমান।

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। ওগো, ও ঠাকরুণ, তুমিই তো ষণ্ডাঠাকুরের পরিবার?

বিনতি। হ্যাঁ বাবা, কেন বল তো? কোথা থেকে আসছো তুমি?

রক্ষী। রাজবাড়ী থেকে।

বিনতি। রাজবাড়ী থেকে! প্রহ্লাদের খবর বলতে পার?

রক্ষী। কেন পারবো না? তাকে রাজা হিরণ্যকশিপু হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দিতে বলেছিলেন।

বিনতি। তবে কি প্রহ্লাদ নেই?

রক্ষী। আছে—আছে। হাতীটার সঙ্গে বোধহয় তার ভাব ছিল, সে তাকে শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নিলে। এবার তাকে পাহাড়ের চূড়ো থেকে ফেলে দেওয়া হবে।

বিনতি। সেকি। এতটুকু ছেলের উপর বাপের এত রাগ! এর কি, আপন জন কেউ নেই? প্রাসাদেও কি মানুষ বল্‌তে কেউ নেই যে এর প্রতিবাদ করে? এই পাষণ্ড জল্লাদ—

রক্ষী। গাল দিচ্ছ কেন ঠাকরুণ? মনিবকে গাল দিলে আমি সইবো না ব'লে দিচ্ছি।

বিনতি। কি করবি রে রাজবাড়ীর কুকুর?

রক্ষী। হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গবো। তুমি ডুবে ডুবে জল খাও, আর মনে কর একাদশীর বাবাও জানে না। ঠাকুরের মূর্ত্তিটি কোথায়?

বিনতি। কোন্ ঠাকুরের মূর্ত্তি?

রক্ষী। কেন, নারায়ণ ঠাকুরের। তোমার ঘরে যে নিত্য পূজো হয়, আমি খবর পাই নি?

বিনতি। ত্রিজটা বুড়ী বলেছে বুঝি? অমন মিথ্যেবাদী আর আছে? হ্যাঁগা, আমাদের ঠাকুরকে দেখেছ? কোথায় গেল লোকটা?

রক্ষী। ঠাকুরের কথা বলছো? ওঃ—

বিনতি। কি হ'লো? নিঃশ্বাস ফেলছো কেন?

রক্ষী। আঃ।

বিনতি। বল, বল, কি হয়েছে তাঁর?

রক্ষী। তার কারাদণ্ড হয়েছিল।

বিনতি। গুরুর কারাদণ্ড! এযে কেউ কখনও শোনে নি। তারপর কি বল।

রক্ষী। অপমানে দুঃখে তোমার ঠাকুর—

বিনতি। আত্মহত্যা করেছেন বুঝি?

রক্ষী। না, পালিয়ে এসেছে।

বিনতি। কি রকম লোক তুমি? শুধু শুধু মানুষকে কাঁদাচ্ছো?

রক্ষী। আমি আর কাঁদালুম কই? কাঁদাতে আসছে। যদি বাঁচতে চাও, শীগ্‌গির ফারায়ণটা দাও, আমি নদীর জলে ফেলে দিই।

বিনতি। ফেলে দেবে! না-না, সে আমার ঘরজোড়া মাণিক, আমি তাকে ফেলে দিতে পারবো না।

রক্ষী। সর্ব্বনাশ হবে। তোমাকে মেয়েছেলে ব'লে রেহাই দিলেও ঠাকুরকে কেটে দুখানা করবে।

বিনতি। অ্যাঁ, ঠাকুরকে : কটে ফেলবে!

রক্ষী। শুধু কেটে ফেলবে! করাত দিয়ে কাটবে।

বিনতি। উঃ—!

রক্ষী। করাতের এক দিক তোমাকে ধরতে হবে। তারা এলো ব'লে। দাও—দাও, মূর্ত্তিটা দাও।

বিনতি। [বুকের ভিতর হইতে মূর্ত্তি বাহির করিয়া] চ'লে যাবে ঠাকুর, চ'লে যাবে? গরীবের পূজোয় মন উঠলো না নিষ্ঠুর? যাও, তোমার জন্যে যদি ঘরের ঠাকুরের মাথা যায়, তবে বনের ঠাকুর, তুমি চ'লে যাও। [বিগ্রহ অর্পণের উদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ।

নারদ।—

গীত।

দিসনে ফেলে জলে!
ঘরের ঠাকুর লুকিয়ে আছে, ওই ঠাকুরের বুকের তলে!
ভক্তিকুসুম দে চরণে,
ভয় ভাবনা দুঃখ ব্যথা সঁপে দে ওই দীনশরণে;
যত কাঁটা গ'লে যাবে,
যত আঘাত সব মিলাবে,
কাটবে মেঘের ঘনঘটা উজল রবি উঠবে জ্ব'লে।

বিনতি। কি বল্‌ছো তুমি? ঘরের ঠাকুর ওর মধ্যে আছে? এই লোকটা কি বল্‌ছে শোন।

নারদ। ওর কথা শোন কেন? ও কি মানুষ? বাপের নামটা জিজ্ঞেস কর দেখি, চোখে সর্ষেফুল দেখবে।

রক্ষী। কেন তুমি আমায় অপমান ক'চ্ছো?

নারদ। তোমার আবার অপমান! বামুন যখন ফাটা পা দিয়ে বুকে লাথি মেরেছিল, তখন মানটা কোথায় ছিল? বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস, শুধু শুধু ভালমানুষের মেয়েকে কাঁদাতে এসেছ? ছোট-লোক কোথাকার!

রক্ষী। আমি ছোটলোক, আর তুমি বড় ভদ্রলোক!

[প্রস্থান।

নারদ। ঠাকুর ফেলে দিও না মা, ভক্তিভরে পুজো কর।

[প্রস্থান।

বিনতি। ভজন জানি না, পূজন জানি না। কৃপাসিন্ধু নারায়ণ,

প্রহ্লাদকে যেমন ক'রে রক্ষা করেছ, আমার বিষয়বুদ্ধিহীন স্বামীকেও তেমনি ক'রে রক্ষা কর ঠাকুর।

ষণ্ডর প্রবেশ।

ষণ্ড। বিনতি,—

বিনতি। ওগো, তুমি এসেছ?

ষণ্ড। এসেছি বিনতি। আবার এখনি চ'লে যেতে হবে। নইলে ওরা আমায় বেঁধে নিয়ে কারাগারে আবদ্ধ করবে। রাজা হয়তো অষ্টপ্রহর কশাঘাত করবে। অথচ আমার কোন দোষ নেই। আমি তো প্রহ্লাদকে হরিনাম শেখাই নি।

বিনতি। না-না, তোমার কি দোষ? কাঁপছো কেন?

ষণ্ড। আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না বিনতি। পাঁচদিন আমি কিছু খাই নি। পাছে ধরা প'ড়ে যাই, এই ভয়ে বনবাদাড় ঘুরে এসেছি। আমায় কিছু খেতে দাও, আমি চ'লে যাই।

বিনতি। আর যেতে হবে না, তুমি এইখানেই থাকবে, একপাও নড়বে না; দেখি, কার সাধ্য তোমার কেশ স্পর্শ করে।

ষণ্ড। ওরা যদি আসে?

বিনতি। আসুক। ওগো, আর তোমার কিসের ভয়? তোমার শিষ্য প্রহ্লাদ যদি যমকে হটিয়ে দিতে পারে, তুমি গুরু হ'য়ে তা পারবে না? হরিনাম কর, হরিনাম কর।

ষণ্ড। অ্যাঁ, হরিনাম করবো! রাজা যদি শুনতে পায়?

বিনতি। কিসের রাজা? এতদিন রাজাকে কর দিয়েছি, আজ থেকে রাজাধিরাজকে কর দেবো। বল, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি।

ষণ্ড। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি।

সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। এ ঠাকুর, এ ষণ্ড ঠাকুর,—

ষণ্ড ও বিনতি। জয় শ্রীহরি। জয় শ্রীহরি।

সৈনিক। বেশ গুটি গুটি পালিয়ে এসেছ। পালিয়ে কোথায় যাবে ঠাকুর? আমি তোমায় বেঁধে নিয়ে যাবো।

ষণ্ড। বাঁধ, আর আমার ভয় নেই। জয় শ্রীহরি।

সৈনিক। থামো।

ষণ্ড। কেন থামবো? জয় শ্রীহরি। বিনতি, আমার আর ক্ষিধে নেই, ভয় নেই, তুমি নেই, আমি নেই। জয় শ্রীহরি। [নৃত্য]

বিনতি। ওগো, তুমি নাচছো কেন?

ষণ্ড। আমি কি নাচছি? আমায় নাচিয়ে দিচ্ছে। [নাচিতে নাচিতে হাততালি দিয়া] জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি,—

বিনতি। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি,—[নৃত্য]

সৈনিক। আমারও যে নাচ পাচ্ছে গো। ও ঠাকুর, ও ষণ্ড ঠাকুর। একি করলে? রাজা যে জানতে পারলে গর্দ্দান নেবে।

ষণ্ড। ভয় কি? নাচায় যে, বাঁচায় সে। জয় শ্রীহরি।

সৈনিক। জয় শ্রীহরি। [নৃত্য]

সকলে। [নৃত্যসহকারে আবৃত্তি]

শ্রবণে হরি, মননে হরি,
শ্রীহরিনাম পারের তরী,
মরণে হরি স্মরণ করি
　　　　চরণে হবো লয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

হিরণ্যকশিপু ও ধুরন্ধরের প্রবেশ।

হিরণ্যকশিপু। তারপর?

ধুরন্ধর। সৈনিকেরা প্রহ্লাদকে পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রে ফেলে দিলে। আকাশে বজ্র গর্জ্জন ক'রে উঠলো, বাতাস স্তব্ধ হ'য়ে গেল, অন্তরীক্ষে সহস্র কণ্ঠে "হরি হরি" রব উঠলো। নীচে নেমে গিয়ে দেখি, সমুদ্রবক্ষে পদ্মফুল ফুটে আছে, প্রহ্লাদ তার মধ্যে ব'সে হরিনাম কর্‌ছে।

হিরণ্যকশিপু। তুমি গঞ্জিকাসেবন করেছ।

ধুরন্ধর। সৈনিকদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা নিশ্চয়ই গঞ্জিকাসেবন করে নি।

হিরণ্যকশিপু। পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত হ'য়েও সে মর্‌লো না? এ অসম্ভব কথাও আমায় বিশ্বাস কর্‌তে হবে? নিশ্চয়ই এর মধ্যে সৈনিকদের ষড়যন্ত্র ছিল। আমি তাদের শিরশ্ছেদ কর্‌বো। ডাক তুমি প্রহ্লাদকে।

গীতকণ্ঠে প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ।—

গীত।

(শুধু) তোমায় স্মরণ করি
ভবার্ণবে দিব পাড়ি, ভয় কি আমার হরি?

হাঙ্গর কুমীর কালফণী
সবার মাঝে লুকিয়ে আছ, তুমি যে নীলকান্তমণি ;
মরণবেশে এলে প্রিয়,
শুধু তোমায় চিনতে দিও,
তোমার কাছে যাওয়ার তরে তুমিই শুধু পারের কড়ি।

ধুরন্ধর। থামো হতভাগা ছেলে। বলিহারি বুকের পাটা। দু-দুবার বেঁচে গেছ ব'লে মনে করেছ, যম তোমার কাছেও ঘেঁসবে না!

প্রহ্লাদ। আমি তা মনে করি নি মহামাত্য। সর্ব্বশক্তিমান্ যমকে কেউ এড়াতে পাবে না। আমি মরবো, আপনি মরবেন, পিতাও মরবেন।

হিরণ্যকশিপু। প্রগল্‌ভতা রাখ বালক। বল, কার কাছে কি যাদুমন্ত্র শিখেছ—যার জন্য মৃত্যু তোমাব কাছে এসেও ফিরে ফিরে যায়?

প্রহ্লাদ। আমি কোন যাদুমন্ত্র শিখি নি বাবা।

ধুরন্ধর। তবে হাতী তোমায় শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নিলে কেন?

প্রহ্লাদ। আপনারা যাকে হাতী বলছেন, আমি দেখলুম,—সে আমাব দীনবন্ধু নারায়ণ।

ধুরন্ধর। সমুদ্রের জলেও কি নারায়ণ বসেছিল?

প্রহ্লাদ। পাহাড়ের চূড়া থেকে আমি দেখলুম মহামাত্য, আমার চোখের সম্মুখে দুবাহু বাড়িয়ে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন আমার বিপত্তারণ শ্রীহরি। আমায় যখন শূন্যে নিক্ষেপ করলে তখন তিনিই আমায় কোলে তুলে নিলেন। তারপর কি হ'লো জানি না।

হিরণ্যকশিপু। আমারই ভুল হয়েছিল। জলে নিক্ষেপ না ক'রে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করলে হরিকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যেতো না। শোন বালক, যা করেছ, করেছ; আমি সব ভুলে যাবো, আবার তোমায়

আমার স্নেহের নীড়ে আশ্রয় দেবো। তুমি আমার পদস্পর্শ ক'রে শপথ কর, আর কখনও কোন দেবতার নাম করবে না।

প্রহ্লাদ। অন্য দেবতার কথা নাহি জানি পিতা।
হরি মোর বক্ষের স্পন্দন,
হরি মোর নাসিকার বায়ু;
বিফল বসনা মোর,
যদি সে না করে পান হরিনাম-সুধা।

হিরণ্যকশিপু। প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। কেন পিতা ভাব তারে অরি?
নিখিলের বন্ধু মোর হরিনারায়ণ।
নামে তার জলে ভাসে শিলা,
পর্ব্বত মেলিয়া পাখা শূন্যে উড়ে যায়,
মরুভূমে ব'য়ে যায় জলের প্লাবন।
অসার সংসার,
পুত্রকন্যা জলবিম্বসম
নিমিষে মিলায়ে যায়!
অনিত্য সংসারে একমাত্র সার যিনি,
কেন তাঁরে মন হ'তে দিলে নির্ব্বাসন?

ধুরন্ধর। চুপ কর্ প্রগল্‌ভ বালক।

প্রহ্লাদ। মেল আঁখি, দেখ এই নিখিল জগতে
রবি-শশি-গ্রহ-তারা তরুলতা জল
সবই তাঁর রূপের প্রকাশ।
কোকিল পঞ্চম স্বরে তারি গুণ গায়,
রবি শশী তারই তরে জ্বলে,

সমীরণ শন্‌-স্বনে তারে শুধু
করে আবাহন।
যার নামে মত্ত চরাচর,
মানব জনম লভি
ভুলিতে কি পারি তারে মোরা ?
ধরি পায়, মোর সনে কর পিতা
হরিগুণগান। [পদধারণ]

হিরণ্যকশিপু। দূর হ' রে বংশের জঞ্জাল,
মৃত্যু বিনা নাই কোন গতি তোর।
ধুরন্ধর, বালকেরে অগ্নিকুণ্ডে করহ নিক্ষেপ।

ধুরন্ধর। বহু ছেলে দেখিয়াছি বাবা,
এত বড় পাজি ছেলে কভু দেখি নাই ;
হস্তিদেহে ছিল নারায়ণ,
শূন্যে ছিল কোল পাতি দীনবন্ধু হরি,
দেখি এইবার, অগ্নিকুণ্ডে হয় কিনা
আবির্ভাব তার। এস বাবা
হরিভক্ত কুলাঙ্গার।

[প্রহ্লাদ সহ প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। বরাহ সেজেছ, হস্তীর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছ, এবার কি জল হ'য়ে আগুন নিভিয়ে দেবে ? মায়াবি দস্যু, আড়াল থেকে শরক্ষেপ ক'চ্ছো কেন ? কাছে এস, দেখি তুমি কত শক্তিমান্।

অনুহ্লাদের প্রবেশ।

অনুহ্লাদ। পিতা, এখনও কি আপনার ক্রোধের শান্তি হবে

না? শিশুপুত্রকে আবার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কচ্ছেন? তার মৃত্যু না হ'লে কি আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হ'চ্ছে?

হিরণ্যকশিপু। হ্যাঁ বালক। রাজ্যরশ্মি ধারণ ক'রে বিদ্রোহীকে ক্ষমা করা চলে না।

অনুহ্লাদ। রাজ্যের মধ্যে দু-একটা পাগলও তো থাকে পিতা। তারা নিয়ম মানে না, শৃঙ্খলা মানে না, রাজশক্তি তো তাদের শিরশ্ছেদ করে না। প্রহ্লাদ উন্মাদ, তাকে আপনি ত্যাগ করুন পিতা।

হিরণ্যকশিপু। উন্মাদকে ততক্ষণই ক্ষমা করা চায়, যতক্ষণ সে প্রতিবেশীর ক্ষতি না করে।

অনুহ্লাদ। প্রহ্লাদ কার ক্ষতি করেছে পিতা?

হিরণ্যকশিপু। সমগ্র দৈত্যসমাজের। বাতাসে হরিনামের গন্ধ পাচ্ছ না?

অনুহ্লাদ। পাচ্ছি পিতা। আগে বিদ্রোহীরা অন্ততঃ ভয়ে ভয়ে আপনার আদেশ মানতো; আজ তারা প্রকাশ্যেই রাজাদেশ অমান্য ক'চ্ছে।

হিরণ্যকশিপু। কারণ স্বয়ং রাজপুত্র রাজদ্রোহী।

অনুহ্লাদ। না পিতা, কারণ আপনি।

হিরণ্যকশিপু। আমি!

অনুহ্লাদ। হ্যাঁ পিতা। আপনিই নারায়ণের মহিমা বেশী প্রচার কচ্ছেন। প্রহ্লাদকে শিশু ব'লে অবজ্ঞা করলে কবে এ বিদ্রোহ নিভে যেতো। আপনি তাকে দণ্ডের পর দণ্ড দিয়ে লক্ষ লক্ষ দর্শকের কাছে প্রমাণ করেছেন যে, হরিনাম যে করে তার মৃত্যু নেই। সবার চেয়ে জাতিদ্রোহী আপনি নিজে।

হিরণ্যকশিপু। অনুহ্লাদ!

অনুহ্লাদ। শাস্তি যদি দিতে হয়, আগে আপনি নিজেকে শাস্তি দিন।

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। এও এক মহামূর্খ দেখছি।

সৈনিকেব প্রবেশ।

সৈনিক। মহারাজ,—

হিবণ্যকশিপু। কি চাও?

সৈনিক। আজ্ঞে গুরুপুত্র—

হিরণ্যকশিপু। গুরুপুত্র কি?

সৈনিক। তাঁকে বেঁধে আনতে বলেছিলেন

হিরণ্যকশিপু। এনেছ?

সৈনিক। আজ্ঞে না।

হিরণ্যকশিপু। কেন? পাও নি তাকে?

সৈনিক। পেয়েছিলুম মহারাজ।

হিবণ্যকশিপু। তবে বেঁধে আনলে না কেন?

সৈনিক। আজ্ঞে, আমায় নাচিয়ে দিলে।

হিরণ্যকশিপু। নাচিয়ে দিলে।

সৈনিক। হ্যাঁ মহারাজ। আমি যত বাঁধতে যাই, ততই আমায় নাচায়।

মড়কের প্রবেশ।

মড়ক। মহারাজ,—

হিরণ্যকশিপু। এই মূর্খের কথা শুনেছ?

মডক। কি সৈনিক, কি বল্‌ছো তুমি? কোথা থেকে আসছো?

সৈনিক। গুরুপুত্রের বাড়ী থেকে। মহারাজ তাঁকে বেঁধে আনতে বলেছিলেন। আমায় নাচিয়ে দিলে।

মডক। কে নাচিয়ে দিলে?

সৈনিক। তা কি ক'রে জানবো? যত আমি তেড়ে যেতে চাই, ততই আমায় নাচায়। নাচ যখন থামলো, দেখি রাজপথে চ'লে এসেছি। তখন খেয়াল হ'লো গুরুপুত্রকে তো বাঁধা হয় নি। ফিরে যেতে পা বাড়ালুম, আবার নাচিয়ে দিলে। ওরে বাবা, একি গেরো! মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে, পা তবু থামে না। কে এক ব্যাটা ঘুঙুর বাজিয়ে পেছন থেকে তাল দেয়।

মডক। মাতলামি করবার আর জায়গা পাও নি?

সৈনিক। আরে যান মশায়, আপনাদের কথাবার্ত্তাই ওই রকম।

হিরণ্যকশিপু। আবার তোমাকে যেতে হবে সৈনিক।

সৈনিক। দোহাই মহারাজ, আমার হাঁটু ভেঙ্গে গেছে, আর আমি যেতে পারবো না।

মডক। তাহ'লে তোমায় পদচ্যুত করবো।

সৈনিক। করতে হবে না; আমি নিজেই পদত্যাগ ক'চ্ছি। এই তরবারি রইলো। এ অস্ত্রশস্ত্র সব বৃথা। সে শক্তির কাছে কারও শক্তি কিছুই নয়। সাবধান মহারাজ, হয়তো আপনাকেও এসে নাচিয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। হত্যা কর এই উন্মাদকে।

মড়ক। এখন নয় মহারাজ। কুমার অরণ্যাক্ষ সসৈন্যে নগরদ্বারে উপস্থিত।

হিরণ্যকশিপু। তাদের পুড়িয়ে মারতে পারলে না?

মড়ক। না মহারাজ। বাধা দিলে দুজন লোক। একজনকে চিনি না, আর একজন আমার ভাই।

হিরণ্যকশিপু। ভাই ব'লে তাকে সসম্মানে ছেড়ে দিয়ে এসেছ বুঝি?

মড়ক। সে প্রবৃত্তি যদি আমার থাকতো, তাহ'লে আজ সে আমার পর হ'য়ে যেতো না। আমি সে হতভাগ্যকে শৃঙ্খলিত ক'রে এনেছি।

হিরণ্যকশিপু। আমার আদেশ রইলো, যুদ্ধের পর নিজের হাতে তুমি তাকে হত্যা করবে।

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুরন্ধর। আশ্চর্য্য ব্যাপার মহারাজ! দেখবেন আসুন, প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে ব'সে আছে, আর আকাশ থেকে শ্রাবণের ধারা ঝ'রে পড়ছে। চারিদিকে রৌদ্র খাঁ-খাঁ ক'চ্ছে, আর বৃষ্টি পড়ছে ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে।

হিরণ্যকশিপু। এও সম্ভব হ'লো? প্রকৃতির রীতিনীতি কি উল্টে গেল? ধুরন্ধর, বিষধর গোখরো সাপ দিয়ে তাকে দংশন করাও। যুদ্ধে যাবার আগে আমি যেন তার মৃতদেহ দেখে যেতে পাই।

[প্রস্থান।

ধুরন্ধর। ওহে মড়ক, সে বোধহয় এসেছে।

মড়ক। তোমার যে মুখে আনন্দ ধরছে না। তুমিও কি তার নাম জপবে নাকি?

ধুরন্ধর। কি যে বল? হরিনাম ক'রে কি হবে? হরি যদি

সত্যি আসে, তাহ'লেই কি আমি হবি হরি ক'রে মেতে উঠতে পারি। হবি আমাদেব শত্রু, হরি হ'চ্ছে—

মড়ক। কেন বার বার তাব নাম ক'চ্ছো?

ধুরন্ধর। কখন তাব নাম করলুম? হরি আমার কে?

মড়ক। আবাব ও নাম করলে তোমারই একদিন, আর আমারই একদিন।

[প্রস্থান।

ধুরন্ধর। যা ব্যাটা, যাঃ, আগুন যা জ্বালিয়েছি, এতেই এই জানোয়ারটা সবংশে পুড়ে মরবে। আমাব বংশ ছারখার ক'রে তুমি বংশ নিয়ে সুখে থাকবে হিরু? তা হবে না; দেখি তুমি কেমন অমর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

অরণ্যাক্ষের প্রবেশ।

অরণ্যাক্ষ। আঃ, যেখানে পা ফেলি, সেখানেই নরকঙ্কাল কত নিরপরাধ প্রজা অকালে এই নাস্তিকের হাতে প্রাণ দিয়েছে। আকাশ, তবু তুমি ভেঙ্গে পড়্‌ছো না? সূর্য্য, তবু তুমি এ পাপ-পুরীতে আলো দিচ্ছো? সমীরণ, তোমার বইতে লজ্জা করে না?

পারিজাতের প্রবেশ।

পারিজাত। কুমারের জয় হোক।

অরণ্যাক্ষ। একি! তুমি!! সত্য সত্যই তুমি ফিরে এলে?

পারিজাত। কথা দিয়ে গেছি, আসবো না?

অরণ্যাক্ষ। মাথা দিতে হবে যে মূর্খ!

পারিজাত। মাথার দাম তো কথার চেয়ে বেশী নয়। অস্ত্র তুলুন, আমায় হত্যা করুন।

অরণ্যাক্ষ। একি তুমি সত্যি বল্‌ছো, না রহস্য ক'চ্ছো? দণ্ডিত বন্দী ছাড়া পেয়ে আবার ফিরে আসে মূর্খ?

পারিজাত। মূর্খ ব'লেই এসেছি, আপনার মত পণ্ডিত হ'লে আসতুম না। আপনারা মানী লোক, কত শাস্ত্র আপনাদের কণ্ঠস্থ,

আপনারা আজ যে কথা বলেন, কাল সে কথা ভুলে যান। কিন্তু আমরা তা পারি না।

অরণ্যাক্ষ। এ তুমি কি বল্‌ছো বালক?

পারিজাত। ফিরে যান কুমার; জয় আপনার হবে না।

অরণ্যাক্ষ। হবে না।

পারিজাত। না।...পাপীর শাস্তি দিতে এসেছেন? কি অধিকার আপনার? হিরণ্যকশিপু যদি পাপী হ'য়ে থাকে, আপনি পাপী নন?

অরণ্যাক্ষ। কিসে?

পারিজাত। মনে নেই? একটা নিষ্পাপ মেয়েকে আপনি জীবন্তে মৃত্যু দিয়েছেন।

অরণ্যাক্ষ। কেন, তুমি তাকে বিবাহ কর নি?

পারিজাত। মাথার উপর যার খড়্গ ঝুলছে, সে কর্‌বে বিবাহ!

অরণ্যাক্ষ। ঘরে গেলে দেখতে পেতে, সে আমাকেও ভুলে গেছে, তোমাকেও ভুলে গেছে; এতদিনে আর কোন ভাগ্যবানের ঘর আলো করেছে।

পারিজাত। পুরুষেরা সব পারে কুমার, মেয়েরা পারে না। আপনাকে এসব ব'লেও কোন লাভ নেই; এসব বুঝতে হ'লে স্বচ্ছ দৃষ্টি চাই।

অরণ্যাক্ষ। যাও বালক, চক্রপাণি আসছে।

পারিজাত। আসুক, আমি মর্‌তেই এসেছি। তবে একটা অনুরোধ,—আপনার হাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

অরণ্যাক্ষ। যাও—যাও, বেরিয়ে যাও; আমি তোমার মত মূষিককে বধ করি না।

পারিজাত। এর চেয়ে ছোট মূষিককে বধ কর্‌তে তো আপনার

হাত কাঁপে নি। আমি বালক ব'লে দয়া হ'চ্ছে বুঝি? দয়া তাহ'লে আপনার আছে?

অরণ্যাক্ষ। তোমার সাহস দেখে আমি বিস্মিত হ'চ্ছি বালক। তার চেয়েও বেশী বিস্মিত হ'চ্ছি আমার ধৈর্য্য দেখে। আর কেউ আমাকে এভাবে ব্যঙ্গ করলে তার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়তো।

চক্রপাণির প্রবেশ।

চক্রপাণি। কে এসেছে কুমার? একি! সেই বালক! ছাড়া পেয়েও ফিরে এলে তুমি? এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় কে দিলে?

পারিজাত। আমার বিবেক।

চক্রপাণি। বিবেক যদি তোমার থাকবে, তাহ'লে দেশের মুক্তি-সাধক যারা, তাদের হত্যা করতে এসেছিলে কেন?

পারিজাত। আপনি তো সবই বোঝেন।

চক্রপাণি। এখনও বলতে চাও তুমি গুপ্তচর নও?

অরণ্যাক্ষ। গুপ্তচর হ'লে ফিরে আসবে কেন নায়ক?

চক্রপাণি। আরও কিছু জানবার বাকী আছে, তাই।...আমি তোমায় মূষিকের মত বধ করবো।

অরণ্যাক্ষ। না নায়ক। এ বালক অপরাধী নয়।

চক্রপাণি। তুমি জান না কুমার, কাল রাত্রে তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় এ বালক তোমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই থেকে আমি ওকে চোখে চোখে রেখেছি।

অরণ্যাক্ষ। একথা সত্য বজ্রপাণি?

পারিজাত। সত্য।

চক্রপাণি। কুমারের শিয়রে তোমার কি প্রয়োজন ছিল?

পারিজাত। বল্‌বো না।

চক্রপাণি। আমি তোমার একটা একটা ক'রে অঙ্গচ্ছেদন কর্‌বো।

পারিজাত। আপনার ইচ্ছা।

অরণ্যাক্ষ। এতই কি আমি অপরাধী? আমার প্রাপ্য সিংহাসনে ব'সে এক নৃশংস জল্লাদ নিরীহ প্রজাদেব মাথা নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলছে, রাজ্যলোভে নয়, ঐশ্বর্য্যের মোহে নয়—শুধু নির্য্যাতিত প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য আমি মরণ পণ ক'রে এগিয়ে এসেছি, আর তোমরা নির্য্যাতিত প্রজা, তোমাদের কাছে আমার প্রাপ্য শুধু কৃতঘ্নতা?

চক্রপাণি। কেন তুমি বিচলিত হ'চ্ছো? আর এক মুহূর্ত্ত পরে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। এই দুর্ব্বৃত্তের রক্ত দিয়ে তরবারিটাকে স্নান করিয়ে নাও।

অরণ্যাক্ষ। না নায়ক, আমার বুকটা আমি আমার প্রজাদের কাছে উন্মুক্ত ক'রে রাখবো। আজ থেকে আর শিবিরে আমি শয়ন কর্‌বো না, এই মুক্ত প্রান্তর হবে আমার সুখশয্যা। আমি দেখবো—আমার প্রজারা আমার জীবন চায়, না মৃত্যু চায়। এই নাও বজ্রপাণি, তরবারি নাও; এই তরবারি দিয়ে হয় আমাকে হত্যা কর্‌বে, না হয় প্রমাণ কর্‌বে যে তুমি শত্রু নও। [পারিজাতকে তরবারি দান]

চক্রপাণি। এ তুমি কর্‌লে কি অজ্ঞান?

অরণ্যাক্ষ। অজ্ঞানেরা যা করে, তাই কর্‌লুম।

চক্রপাণি। তোমার মত অপরিণামদর্শীর সঙ্গে যোগ দেওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে।

অরণ্যাক্ষ। মন যদি ট'লে থাকে, ফিরে যাও।

চক্রপাণি। এত দুর্ব্বল মন নিয়ে যুদ্ধ করা চলে না। তার চেয়ে

তুমি ফিরে যাও। পিতৃব্যের কাছে ক্ষমা চাইলেই তিনি তোমায় আদর ক'রে বুকে টেনে নেবেন। আমার একটাই পথ; হয় দেশের মুক্তি, না হয় আমার মৃত্যু। [প্রস্থান।

পারিজাত। কুমার,—

অরণ্যাক্ষ। গলাটা কাঁপছে কেন বজ্রপাণি? তরবারিটা ভার ব'লে মনে হ'চ্ছে?

পারিজাত। না, যুদ্ধ করতে আমিও জানি।

অরণ্যাক্ষ। তবে প্রমাণ কর যে তুমি আমার শত্রু নও, মিত্র। [প্রস্থান।

পারিজাত। করবো বন্ধু, প্রমাণ করবো যে আমার মত মিত্র তোমার কেউ নেই।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণ জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল,—"জয় ভগবান্ হিরণ্যকশিপুর জয়!" "জয় মহারাজ অরণ্যাক্ষের জয়!"]

অনুহ্লাদের প্রবেশ।

অনুহ্লাদ। চুপ্; কে মহারাজ অরণ্যাক্ষ?

পারিজাত। এই দশদিনেও তাকে চিনতে পারেন নি? যুদ্ধে কি আজই প্রথম এলেন, না আগেও এসেছিলেন?

অনুহ্লাদ। তুমি কে?

পারিজাত। আমি ওই রাজারই প্রজা।

অনুহ্লাদ। তোমার রাজা কোথায়, আমি তাকে দেখতে চাই।

পারিজাত। আগে আমাকে দেখে নিন, তারপর তাঁর দর্শন পাবেন। [উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

মড়ক ও চক্রপাণির প্রবেশ

মড়ক। কেন রাজদ্রোহিতা ক'চ্ছো মূর্খ? জয় হ'লে রাজা হবে অরণ্যাক্ষ, আর তুমি—

চক্রপাণি। আমি পথের মানুষ, পথেই চ'লে যাবো।

মড়ক। তবে এ মৃত্যুর গহ্বরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে তোমার লাভ?

চক্রপাণি। লাভ মৃত্যু, না হয় দেশের মুক্তি।

মড়ক। রাজদ্রোহ মহাপাপ।

চক্রপাণি। দুটো একটা লোক মহাপাপ ক'রে নরকে যায়, লক্ষ লক্ষ লোক তার ফল ভোগ করে আমি একা নরকে গিয়েও যদি আমার মূক অসহায় নির্য্যাতিত দেশবাসীদের স্বর্গ রচনা ক'রে যেতে পারি, সেই হবে আমার স্বর্গলাভ।

মড়ক। ভাবাবেগ ত্যাগ কর নির্ব্বোধ। কুমারকে ছেড়ে এস, এত ঐশ্বর্য্য তুমি পাবে, যা রাখবার জায়গা তোমার নেই।

চক্রপাণি। ঐশ্বর্য্য ভোগ করবার যারা ছিল, তাদের সবাইকে তোমরা শেষ করেছ। যৌবনে কত ঐশ্বর্য্য আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, আমি গ্রাহ্যও করি নি। আজ এই বার্দ্ধক্যে, যখন আমার কেউ নেই, তখন তুমি এসেছ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন নিয়ে? আমার ঐশ্বর্য্য আমার দেশের ধূলোমাটি।

মড়ক। শোন চক্রপাণি। তুমি যখন কারও বন্দনা কর না, তখন রাজার বন্দনাও না হয় নাই করলে। মহারাজ তোমায় ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

চক্রপাণি। কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত নই।

মড়ক। তবে মৃত্যু ছ'ড়া আর তোমার কোন পথ নেই।

[উভয়েব যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্যকশিপু। বশ্যতা স্বীকাব কর যুবক।

অরণ্যাক্ষ। আপনি বশ্যতা স্বীকার করুন, দেখুন—রাজ্যটা আপনারই হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারি কি না।

হিরণ্যকশিপু। তারপর যদি আমাব প্রতিশ্রুতি আমি না রাখি?

অরণ্যাক্ষ। তাহ'লে বুঝবো, মহর্ষি কশ্যপ আপনার পিতা নন।

হিরণ্যকশিপু। অরণ্যাক্ষ।

অরণ্যাক্ষ। আমি প্রহ্লাদ নই যে মুখ বুজে আপনার অত্যাচার সইবো। মরতে আপনাকে হবেই,—আমি ছেড়ে গেলেও প্রকৃতি আপনাকে ক্ষমা করবে না। অপরের হাতে মরার চেয়ে আমার হাতে মরাই ভাল।

[উভয়ের যুদ্ধ; অবণ্যাক্ষের হাত হইতে তরবারি স্খলন,
তাহাকে বধ করিবার জন্য হিরণ্যকশিপুর
অসি উত্তোলন]

সহসা পারিজাতের প্রবেশ।

পারিজাত। [স্বীয় তরবারির আঘাতে হিরণ্যকশিপুর অসি ভূপাতিত করিয়া ফেলিল]

হিরণ্যকশিপু। [ফিরিয়া] কে তুই?

পারিজাত। মৃত্যু। [হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করিতে তরবারি তুলিল]

সহসা মড়ক প্রবেশ করিয়া পারিজাতের পৃষ্ঠদেশে তরবারি বসাইয়া দিল।

পারিজাত। আঃ!—[পতন]

হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপু অমর, যম তাকে স্পর্শ করতে পারে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান।

অরণ্যাক্ষ ও মড়ক। [পারিজাতের অনাবৃত কেশরাশি দেখিয়া] একি!

অরণ্যাক্ষ। কে, কে তুমি?

পারিজাত। আমি পারিজাত।

অরণ্যাক্ষ ও মড়ক। পারিজাত!

পারিজাত। বাবা, তুমি তরবারি ধরতে শিখিয়েছিলে, আজ তার পরীক্ষা দিয়ে গেলুম। কুমার, তুমি যে তরবারি দিয়েছিলে, তাই দিয়ে প্রমাণ ক'রে গেলুম যে আমি তোমার শত্রু নই।

অরণ্যাক্ষ। পারিজাত, তোমার কথাই ঠিক, আমি মহাপাপী। তুমি বারো বছর আমার ধ্যান করেছ, আমার জন্য সংসারের সবাইকে ত্যাগ করেছ; আমি সব জেনেও তোমায় কাছে টেনে নিই নি। আমারই প্রাণরক্ষা করতে তুমি আত্মবলি দিলে। মহাপাপীর জন্য যত নিকৃষ্ট নরক থাকতে পারে, সে আমারই প্রাপ্য।

মড়ক। পারিজাত,—

অরণ্যাক্ষ। চুপ্ হত্যাকারি, চুপ্। চোখের জল ফেলছো? চোখ উপড়ে ফেলবো। স'রে যাও, তুমি পিতা হ'লেও অস্পৃশ্য। আমার স্ত্রীর ছায়া স্পর্শ করবারও তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি আমার চেয়েও পাপী।

পারিজাত। ওগো, বাবাকে আমার ক্ষমা কর।···আঃ, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আমায় শিবিরে নিয়ে চল; আমি তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমবো।

অরণ্যাক্ষ। চল। আমাব আজ ঘর নেই, আকাশের তলেই আমাদের বাসরসজ্জা রচিত হোক।

[পারিজাতকে লইয়া প্রস্থান।

মড়ক। কন্যা গেল, এইবার ভাই! যাক, আমি কি কর্‌বো? আমি নিরুপায়, নিরুপায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাবাগার।

নৃত্যসহ গীতকণ্ঠে প্রহ্লাদের প্রবেশ।

গীত।

প্রহ্লাদ।— নিত্যনিরঞ্জন ভবভয়খণ্ডন
নমো নমঃ ত্রিতাপহারি।

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ।

নারদ।— সুরনর-বন্দিত বিধিশিব-নন্দিত
জয় জয় গোলোকবিহারি।

প্রহ্লাদ।— চারিদিকে ঘন ঘোর, চঞ্চল মন মোর,
শোনাও তোমার অভী-মন্ত্র।

নারদ।— আমার জীবনে হও দেহ তুমি মনোচোর,
যন্ত্রী তুমি, আমি যন্ত্র॥

প্রহ্লাদ।— কর মোরে তোমাময় অহেতুক কৃপাময়,
সিঞ্চন কর কৃপাবারি।

নারদ।— তোমারে স্মরণ করি মরণ আসিলে হরি,
অভয়ে মরিতে যেন পারি॥

প্রহ্লাদ। গুরুদেব, কই আমার ঠাকুর?

নারদ। ঠাকুর তোমার কাছে কাছেই আছেন।

প্রহ্লাদ। কই, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

নারদ। দেখতে পাচ্ছো বই কি! তবে চিনতে পাচ্ছো না। আরও ভাল ক'রে নাম কর, আরও ব্যাকুল হ'য়ে ডাক, তবেই তাঁকে চিনতে পারবে। সাধনা তোমার সিদ্ধ হবে।

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। একি সত্যি? তুমি আমার কাছে কাছে আছ ঠাকুর?

নেপথ্যে রক্ষী। আছি।

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুরন্ধর। কে বললে রে, কে বললে? সে কি এসেছে? ওরে, ও প্রহ্লাদ, বল্ বাবা, বল্, সে কি এসেছে?

প্রহ্লাদ। কে?

ধুরন্ধর। সেই মধুকৈটভহারী সর্ব্বদুঃখবিনাশন দুষ্টনিসূদন নারায়ণ? সে এসেছে, ওরে, সে এসেছে।

প্রহ্লাদ। কোথায়?

ধুরন্ধর। তা জানি না। কিন্তু তাঁর পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। ডাক—ডাক, খুব ক'রে ডাক। হাজার হাজার মানুষ আজ তোর

সঙ্গে গলা দেবে। সে আসছে, সে আসছে ; তাঁর আগমনীর বার্ত্তা নিয়ে লাখো লাখো পাখী এসে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নিয়েছে। ওরা কারা জানিস ? সব দেবতা, হিরণ্যকশিপুর ভয়ে পক্ষিরূপ ধারণ করেছে। এতদিন ওরা রাজবাড়ীর ত্রিসীমানায় আসতো না। আজ আর ওদের ভয় নেই। ওরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ওরে, কি যেন গানটা সেদিন গেয়েছিলি ? "আকাশে হরি, বাতাসে হরি"— গা—গা, আবার গা, জয় শ্রীহরি—জয় শ্রীহরি।

প্রহ্লাদ। একি মহামাত্য, আপনার মুখে হরিনাম।

ধুবন্ধব। নামটা ভেতরে ছিল বাবা, আজ মুখে এসে পড়েছে। হ্যাঁ বাবা প্রহ্লাদ, বড কষ্ট দিয়েছি, না রে ? না দিলে যে, সে আসে না। তোমার মা যদি একবার তাকে ডাকতো, তাহ'লে তোমাকে নির্য্যাতন করার দরকার হ'তো না। সে বেটী যে কিছুতেই কথা শুনলে না। ডাক বাবা, ডাক, শত বর্ষ পরমায়ু হোক তোমার, তোমার ললিতকণ্ঠের হরিনামে বিশ্বজগৎ প্লাবিত হোক। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি।

[বাহু তুলিয়া নৃত্যভঙ্গে প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। কোথায় তুমি, ওগো, কোথায় তুমি ?

নরকের প্রবেশ।

নরক। হে পাতকিতারণ, হে পাতকিতারণ,—

প্রহ্লাদ। [ছুটিয়া গিয়া নরককে জড়াইয়া ধরিল] তুমি কি আমার ঠাকুর ?

নরক। ওরে, না—না, আমি ঠাকুর নই, আমি কুকুর, আমি নরক।

প্রহ্লাদ। তবে এ গন্ধ কোথা থেকে আসছে?

নরক। ঘামের গন্ধ রে বাবা। কি জ্বালায় পড়লুম। ছাড় বাবা, চোখ চেয়ে দেখ, আমি সেই আদি ও অকৃত্রিম নরক।

প্রহ্লাদ। আমার ঠাকুর কোথায়?

নরক। ভাগাড়ে।

প্রহ্লাদ। কোথায় ভাগাড়, কতদূরে?

নরক। এই সংসারটাই ভাগাড়, আমরা সব মরা গরু। এরই মধ্যে তুমি সেই খেয়ালী বিধাতার খেয়ালে একটি পদ্মফুল ফুটে ব'সে আছ।

প্রহ্লাদ। নরক কাকা,—

নরক। না রে, না, ও ডাক আর ডাকিস নে। আজ সারা-দিনই ও ডাক কাণে ভেসে আসছে। কোথায় যে গেল মেয়েটা, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। যাক—যাক, হ্যাঁ হে প্রহ্লাদ, কি ক'রে তুমি বেঁচে গেলে বল দেখি? মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জান? দাও না বাবা আমায় শিখিয়ে।

প্রহ্লাদ। আমি কোন মন্ত্র জানি না।

নরক। তেল পড়া-টড়া জান তো? একটু তেল জোগাড় ক'রে আনবো? বল্ না রে বাবা।

প্রহ্লাদ। আমার ওসব কিছুই জানা নেই।

নরক। তবে হাতী তোমায় মারলে না কেন, আগুন কেন ছুঁলে না? গোখরো সাপ কি তোমার সাতপুরুষের কুটুম ব্যাটা?

প্রহ্লাদ। হরিনাম করলে যমও কাছে আসে না।

নরক। হরির নামগুলো সব ব'লে যাও দেখি।

প্রহ্লাদ। নারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু, গদাধর,—

নরক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও।

প্রহ্লাদ। গোলোকবিহারী, পাতকিতারণ,—

নরক। ব্যস্—ব্যস্, আর দরকার নেই। শেষকালে যে নামটা বল্‌লে, আমার কাণে কাণে একবার বল দেখি। [কাণ আগাইয়া দিল]

প্রহ্লাদ। পাতকিতারণ।

নরক। আর কি? হ'য়ে গেল। দে ব্যাটাচ্ছেলে, পায়ের ধূলো দে। পাতকিতারণকে এবার কাণ ধ'রে টেনে নিয়ে আসবো। [পদধূলি লইল]

প্রহ্লাদ। এ কি কর্‌লে নরক কাকা?

নরক। আরে দূর, কে কার কাকা? সে আসছে, আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হে পাতকিতারণ—হে পাতকিতারণ!

প্রহ্লাদ। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি! [প্রস্থান।

নরক। একি হ'লো? প্রাণের মধ্যে একি আনন্দের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে! পৃথিবী এত সুন্দর! এত সৌন্দর্য্য এতদিন কোথায় লুকিয়েছিল? এ নামে এত সুধা! আঃ—দাদাকে যদি এর ভাগ দিতে পারতুম!

মড়কের প্রবেশ।

মড়ক। নরক,—

নরক। একি দাদা? তোমার তো এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবার কথা। পালিয়ে এসেছ নাকি? জামাইয়ের মার সইতে পারলে না বুঝি?

মড়ক। অরণ্যাক্ষ পরাজয় স্বীকার করেছে।

নরক। এত দুর্ব্বল তো সে নয়। কি হয়েছে বল দেখি।

মড়ক। পারিজাত নেই নরক।

নরক। পারিজাত নেই!

মড়ক। আমিই তাকে হত্যা করেছি।

নরক। তুমি! নিজের কন্যাকে হত্যা ক'রে এলে? কেন দাদা, কেন? কি করেছিল সে?

মড়ক। রণক্ষেত্রে নিবস্ত্র অরণ্যাক্ষকে যখন মহারাজ বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেই সময় পারিজাত পেছন থেকে তাকে অস্ত্রাঘাত করতে গিয়েছিল,—

নরক। অমনি তুমি বুঝি পেছন থেকে কন্যার গায়ে তরবারি বিঁধিয়ে দিলে? করলে কি দাদা? কাচ রক্ষা করতে গিয়ে কাঞ্চন ডালি দিলে! কত হিরণ্যকশিপু মরবে আবার জন্মাবে, কিন্তু পৃথিবীতে পারিজাত যে আর ফুটবে না দাদা!

মড়ক। তার জন্য দুঃখ ক'রো না ভাই। যে তাকে পায়ে ঠেলে চলে এসেছিল, আজ তার জন্য সেই অরণ্যাক্ষের চোখের জলের বিরাম নেই।

নরক। সার্থক জীবন। কিন্তু তুমি কি করলে দাদা? আবার একটা মহাপাপ ক'রে এলে! বল দাদা, বল, জয় পাতকিতারণ,—

মড়ক। জয় সম্রাট্ হিরণ্যকশিপু।

নরক। হিরণ্যকশিপু উচ্ছন্ন যাক। বল দাদা, বল; শুধু একবার বল। আমি একা তাঁকে টেনে আনতে পাচ্ছি না, তুমিও আমার সঙ্গে তাঁর নাম কর। সব পাপ ধুয়ে যাবে।

মড়ক। নিজের স্বার্থের জন্য আমি রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। শোন যুবক, যদি তুমি অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা চাও, মহারাজ তোমাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

নরক। তাকে বল আমার কাছে এসে ক্ষমা চাইতে

মড়ক। অবুঝ হ'য়ো না। কথা শোন; কন্যাকে আমি হত্যা করেছি, ভ্রাতৃহত্যার কলঙ্ক আর আমায় দিও না। নিজের জন্য না হোক, আমারি স্বার্থের জন্য নিজেকে রক্ষা কর।

নরক। তুমি যদি তার নাম গ্রহণ কর, তবেই আমি তোমার কথা রাখবো। বল, জয় পাতকিতারণ!

মড়ক। তা হয় না।

নরক। তবে আমার বাঁচাও হবে না।

মড়ক। মেয়ে আমার কথা শুনলে না; তুমি ভাই, তুমিই বা শুনবে কেন? বেশ, তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। [তরবারি নিষ্কাসন]

নরক। একটু দাঁড়াও দাদা [মড়ককে প্রণাম করিল] মেয়েকে মেরেছ, ভাইকেও হত্যা করতে এসেছ। বাধা দেবো না দাদা। শুধু একটা অনুরোধ, রাজার নুনের দাম অনেক দিয়েছ, আমার মৃত্যুর পর আর দাসত্ব ক'রো না। তোমার যত পাপ সব আমার মৃত্যুতে ধুয়ে মুছে যাক। নরকে যেতে হয়, আমি যেন যাই, তোমার স্বর্গের পথ মুক্ত হোক।

[মড়ক সহসা নরককে আক্রমণ করিয়া তাহার
বক্ষে তরবারি বিধাঁইয়া দিল]

নরক। ওঃ—

মড়ক। নরক, নরক,—

নরক। স'রে যাও দাদা, সে আসছে।

মড়ক। যাকে ডেকে ডেকে পাগল হয়েছ, তাঁর কাছে যাও ভাই, তাঁরই কাছে যাও।

[প্রস্থান।

নরক। হে পাতকিতারণ, হে পাতকিতারণ,—

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। আমি এসেছি নরক।

নরক। তুমি! তুমিই পাতকিতারণ! কতদিন তোমায় দেখেছি, কখনও চিনতে পারি নি। কত রূপ! কত রূপ!! কাছে এসে দাঁড়াও ঠাকুর, যতক্ষণ বেঁচে আছি, তোমায় দেখবার শক্তি যেন না হারাই।

রক্ষী। বর নাও নরক।

নরক। এই বর দাও ঠাকুব, যেন আমার দাদার সব পাপ ধৌত হ'য়ে যায়।

রক্ষী। নিজের জন্য কি তোমার কোন প্রার্থনা নেই?

নরক। না। আমি নরক, নরকেই যাবো; আমার দাদার স্বর্গ লাভ হোক।

গীতকণ্ঠে মুক্তির প্রবেশ।

মুক্তি।—

গীত।

ধুলা খেলা আয় ছেড়ে আয়, মুক্তি এলো দ্বারে,
ও ছেলে, আর মায়ার বোঝা মিছে বহিস না রে।
চন্দ্রতারা তন্দ্রাহারা মরছে তোমায় ডেকে,
ক্ষণপ্রভা আকাশ-পটে তোমারি নাম লেখে;
যে চরণে স্মরণ করি
নিলে মরণ বরণ করি,
হারিয়ে যা তারি আলোর অসীম পারাবারে।

[মুক্তির আকর্ষণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ নরকের প্রস্থান।

লাঠিহস্তে ধীরে ধীরে ত্রিজটার প্রবেশ।

ত্রিজটা। পেহ্লাদ, ও পেহ্লাদ,—

রক্ষী। আমি প্রহ্লাদ নই, আমি নৃসিংহ।

ত্রিজটা। ওরে বাবা, এখানেও তুই?

রক্ষী। কেন মা আমায় দেখে ভয় পাচ্ছো? ভয় কি তোমার? ভুল তো মানুষের হয়ই।

ত্রিজটা। কি ভুল করেছি মড়া? সত্যি ক'রে বল্ যদি বাপের ব্যাটা হোস্।

রক্ষী। বাপের ব্যাটা তো আমি নই, আমি মায়ের ব্যাটা। কেন রাগ ক'চ্ছো মা?

ত্রিজটা। আবার বলে "মা"? মারবো লাঠির বাড়ি।

রক্ষী। আর কত মারবে মা? দেখ, এখনও গায়ে নর্দ্দামার কাদামাটি লেগে আছে।

ত্রিজটা। আছে তো আছে, আমি তার কি করবো?

রক্ষী। ধুয়ে মুছে দেবে।

ত্রিজটা। ওঃ—রসিক আমার! ধুয়ে মুছে দেবো। [রক্ষী তাহার কাছে আসিতেছিল] আবার এগোয় দেখ। কোথাকার অজাত, তার ঠিক নেই—আ-মর্, ছুঁয়ে দিবি নাকি?

রক্ষী। দিলুমই বা, ছেলে তো!

ত্রিজটা। ছেলে না আমার পিলে। বেরো অজাত, নইলে আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

রক্ষী। তবে আমি রাণীমাকে বলি গে।

ত্রিজটা। কি বল্‌বি?

রক্ষী। বল্‌বো, আমি তোমার ছেলে—আম'কে নর্দ্দামায় ফেলে দিয়ে তুমি ছাদনাতলায়—

ত্রিজটা। সর্ব্বনাশ হবে, ওরে, রাজ্যময় ঢি-ঢি প'ড়ে যাবে। রাণীমা ঘেন্নায় ওয়াক থু করবে। দাসীগুলো মুখে কাপড় দিয়ে হাসবে। দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, আমি কচিকেলে রাঁড়ী, আমার মাথাটি খাস নে।

রক্ষী। খাবো না বই কি? এই আমি যাচ্ছি।

ত্রিজটা। যা—বল্‌ গে যা। যা তোর প্রাণ চায় কর্‌ গে যা মুখপোড়া। কিসের লজ্জা, কিসের ভয়। পেহ্লাদ বলেছে, তার নাম নিলে লজ্জা ভয় থাকে না। আমি তাকেই আঁকড়ে ধর্‌বো। বলুক লোকে যা খুসী। হে লজ্জানিবারণ নারায়ণ, ইচ্ছা হয় রাখ,—ইচ্ছা হয় মার, আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না। [মাটিতে লুটাইয়া পড়িল]

[রক্ষীর প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে নারায়ণের আবির্ভাব।

নারায়ণ।—

গীত।

ওঠ মা জননি, আঁখি মেলি দেখ রজনীর অবসান,
কর মা মুক্তিস্নান।
গঙ্গার জলে ধৌত তোমার কলুষ-মুক্ত মন,
তাইতো পেতেছি সেথায় আমার সোণার সিংহাসন;
ডাক নাই মাগো, তবু আসিয়াছি,
চিরদিন তব অন্তরে আছি,
গোলোক আমার নহে তো স্বর্গে, যেথা নির্ম্মল প্রাণ।

ত্রিজটা। একি! কে তুমি? নারায়ণ? না আকাশের পূর্ণ চন্দ্র। ওরে, আমার বুকে যে দুখের জোয়ার এলো! কেন এত ছলনা করলে ঠাকুর? আমি দাসী—মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, এমনি ক'রে কি আমায় ছলনা করতে হয়? চল, আমায় কোথায় নিয়ে যাবে।

[ত্রিজটার লাঠি ধরিয়া নারায়ণ তাহাকে লইয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

কয়াধুর প্রবেশ।

কয়াধু। ত্রিজটাও ম'রে গেল? রোগ নেই, শোক নেই, শুধু শুধু প্রাণ দিলে। এমনি ক'রে সবাই যাবে। আমি জানি—প্রাসাদে শত্রু প্রবেশ করেছে; কাউকে সে বাঁচাতে দেবে না।

অরুণ্যাক্ষের প্রবেশ।

অরুণ্যাক্ষ। আমার পারিজাতকে দেখেছ? কোথায় লুকিয়ে রইলো বলতে পার? এত যে আমি ডাকছি, তবু তো সাড়া দেয় না।

কয়াধু। সাড়া আর দেবে না বাবা। প্রাণ দিয়ে স্বামীকে ভালবাসলে যে স্বর্গে যায়, তোমার পারিজাত সেই স্বর্গে গেছে।

অরুণ্যাক্ষ। স্বর্গের পথটা কোন্‌দিকে, আমায় দেখিয়ে দাও। আমি তার কাছে যাবো। সে আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে গেছে; বউ ব'লে কথা, আমি কি নিমন্ত্রণ না রেখে পারি? তুমি কি বল?

কয়াধু। আর আমায় কাঁদিও না অরণ্যাক্ষ।

অরণ্যাক্ষ। কাকে অরণ্যাক্ষ বল্‌ছো? সে তো ম'রে গেছে। আমাকে চেন না? আমি ভ্রমর, পারিজাতের স্বামী। তার মত কেউ আমায় ভালবাসত না।

কয়াধু। তোমার মা? মাও তোমায় ভালবাসত না?

অরণ্যাক্ষ। মা? মা'র কথা বল্‌ছো? হ্যাঁ—হ্যাঁ, মা একটা ছিল; ধূলোর মধ্যে হারিয়ে গেছে।

কয়াধু। হারায় নি বাবা। এই চেয়ে দেখ, তোমার সেই মা এখনও বেঁচে আছে। আয় মাণিক, বুকে আয়। দুটো দিনের জন্ম ধূলোকাদা গায়ে মেখেছিস, আমি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে নেবো। ভয় কি তোমার? আয়—

অরণ্যাক্ষ। না-না-না; আমি পাপী—স্ত্রীহত্যা করেছি, আমায় ছুঁয়ো না, জাত যাবে।

কয়াধু। মায়ের কখনও জাত যায় না। আয়—[অগ্রসর হইলেন]

অরণ্যাক্ষ। আরে, দূর দূর, এগিয়ে আসছে দেখ। বেটী পাগল নাকি?

কয়াধু। তোর জন্যই আমি পাগল হয়েছি। কত কেঁদেছি, কত বিনিদ্র রাত্রি তোর কথা ভেবে ভেবে ভোর হ'য়ে গেছে। কাছে এলি যদি, উদাস দৃষ্টিতে চাস নে বাবা; ওরে, আমার যে বুক ফেটে যায়। কোথায় গেল সে পটলচেরা চোখ, কে নিলে সে সুন্দর মুখখানা?

অরণ্যাক্ষ। পারিজাত নিয়ে গেছে।

কয়াধু। কত পারিজাত চাও তুমি? আমি তোমার চারিদিকে পারিজাতের হাট বসিয়ে দেবো। আমায় ছেড়ে কোথাও যেও না।

আবার মুখে হাসি ফোটাবো, আবার চোখে আকাশের বিদ্যুৎ ধ'রে এনে দেবো।

অরণ্যাক্ষ। কি বললে? পারিজাতের হাট? না-না-না, পারিজাত একটাই হয়, দুটো হয় না। ওই যে সে স্বর্গের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে। একা যেতে পাচ্ছো না পারু? ভয় কি? আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কয়াধু। অরণ্যাক্ষ,—

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্যকশিপু। কোথায় অরণ্যাক্ষ?...তুমি। তুমি অরণ্যাক্ষ! কে তোমার সেই কৃষ্ণকেশ ধূলিধূসরিত করলে বালক? যে মুখ দেখে আকাশের চাঁদ মাথা নত করতো কোথায় হারিয়ে এলে সে সৌন্দর্য্যের খনি? কাছে এস।

অরণ্যাক্ষ। না-না-না, তুমি যাও—তুমি যাও। তুমি যমরাজ। দুষ্ট কীট তুমি—আমার পারিজাতের মধু শুষে নিয়েছ। তুমি যাও, বেরিয়ে যাও। যাবে না? তবে রে যম—[পাথর ছুঁড়িয়া মারিল]

[হিরণ্যকশিপুর কপাল ফাটিয়া রক্তের ধারা বহিল]

কয়াধু। কি করলি হতভাগা, করলি কি তুই?

হিরণ্যকশিপু। প্রতিবাদ ক'রো না কয়াধু। আমাকে আঘাত করে ওর আঘাত যদি মিলিয়ে যায়, যেতে দাও।

অরণ্যাক্ষ। আচ্ছা, তুমি তো যমরাজ। তবে তোমার চোখে জল কেন? যম তো কাঁদে না।

কয়াধু। কাঁদে বাবা, কাঁদে। যম তো শুধু যম নয়, ধর্ম্মরাজ। তোরা শুধু যমকেই দেখেছিস, ধর্ম্মরাজকে দেখিস নি।

অরণ্যাক্ষ। ধর্ম্মরাজ, আমার পারিজাতকে ফিরিয়ে দেবে? আমি আর কিছু চাই না; সব তুমি নাও, শুধু আমার পারিজাতকে ফিরিয়ে দাও। সে আমার সাতপাকের বউ নয়, তবু তার মত বউ কারও ছিল না। সে ছিল আমার সুখের রাণী। দেবে ফিরিয়ে ধর্মরাজ?

হিরণ্যকশিপু। পারিজাতকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না বটে, কিন্তু তোমার সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে পারি। নেবে সিংহাসন, নেবে?

অরণ্যাক্ষ। চুপ—চুপ। সিংহাসন নেবো? সিংহাসনের জন্যে আমার মাণিক হারিয়েছে। আবার সিংহাসন! দূর—দূর। আমি সিংহাসন চাই না।

চক্রপাণির প্রবেশ।

চক্রপাণি। মহারাজের জয় হোক।

কয়াধু। কে, চক্রপাণি নয়?

চক্রপাণি। হ্যাঁ মা।

হিরণ্যকশিপু। কেন এলে মূর্খ? তুমি কি জান না, তোমার মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে?

চক্রপাণি। মাথা দিতেই আমি এসেছি রাজা। আর ঘুরবো না। কি হবে আর ঘুরে? নরক ঠিকই বলেছিল, তিনি আছেন; বিশ্বের সেই অতন্দ্র প্রহরীর চোখে কারও কোন ফাঁকি চলে না। কি তুচ্ছ এই মানুষ, কতটুকু তার শক্তি! যে মহাশক্তির নির্ম্মম করাঘাতে আমার এত আয়োজন এক মুহূর্ত্তে পণ্ড হ'য়ে গেল, তারই হাতে দিয়ে যাচ্ছি অত্যাচারীর শাসনের ভার, তিনিই করবেন নির্য্যাতিত জীবগণের উদ্ধার।

হিরণ্যকশিপু। কে সে শক্তিধর?

চক্রপাণি। জানি না কি তাঁর নাম। নরক বলেছে, তিনি আছেন। প্রমাণ না পেয়ে পিতাকে যেমন বিশ্বাস করেছি, তাঁকেও তেমনি বিশ্বাস করি। দিন মহারাজ, মৃত্যু দিন। শুধু একটা কথা। অপরাধ যা করেছি, আমিই করেছি, কুমারের কোন দোষ নেই। ওঁকে ক্ষমা করুন।

অরণ্যাক্ষ। তুমি কে? পারিজাতকে দেখেছ?

চক্রপাণি। আমি তার কাছেই যাচ্ছি ভাই।

অরণ্যাক্ষ। যাচ্ছো? আমিও যাবো, আমিও যাবো। বিয়ে হয়েছে, বাসর তো হয় নি। হ্যাগা, তোমরা বাসর জাগবে?

কয়াধু। চুপ কর্, ওরে, চুপ্ কর্, আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে।

অরণ্যাক্ষ। তোমরা সবাই কাঁদছো? ছি! শুভদিনে কাঁদতে নেই। আমি এগিয়ে যাই, তোমরা এস, দেরী ক'রো না, পারু আমার রাগ করবে। ডুকরে কেঁদে উঠবে। অনেক তাকে কাঁদিয়েছি, আর কাঁদাবো না—জানলে?—আর কাঁদাবো না।

[প্রস্থান।

চক্রপাণি। ওঃ—আমিই এ অনর্থের মূল। মাথা নিন রাজা, এ যুবকের শোচনীয় পরিণাম দেখে আর আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে চাই না।

হিরণ্যকশিপু। তবু তোমায় বেঁচে থাকতে হবে, এই তোমার শাস্তি।

চক্রপাণি। মহারাজ, অনেক শত্রু দেখেছি, কিন্তু আপনার মত ভীষণ শত্রু আর আমি দেখি নি।

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। রক্ষি।

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ, সর্ব্বনাশ। পালান—পালান।

কয়াধু। কি হয়েছে বাবা?

রক্ষী। হাজারে হাজারে লোক হরিনাম করতে করতে প্রাসাদের দিকে আসছে। কারও বাধা তারা মানছে না।

হিরণ্যকশিপু। হত্যা কর।

কয়াধু। না রাজা, আর হত্যা ক'রো না। এ দুর্ব্বা'র স্রোত রোধ করবার সাধ্য বোধহয় কারও নেই। সে এসেছে। ওগো, আমি মাঝে মাঝে তার পদধ্বনি শুনতে পাই। তারই ডাকে বোধহয় প্রজারা পাগল হ'য়ে ছুটে আসছে। রক্ষি, তুমি তাকে দেখেছ?

রক্ষী। দেখলে কি আর কাঁধের উপর মাথা থাকতো?

কয়াধু। যা বাবা, খুঁজে দেখ্। শুনেছি দেবতারা সব মহারাজের ভয়ে পক্ষিরূপ ধারণ করেছে। খাঁচার পাখীগুলো উড়িয়ে দে। মানুষ হোক, পশু হোক, যার গায়ে পদ্মগন্ধ পাবি, তাকে বেঁধে নিয়ে আয়।

রক্ষী। বেঁধে আনবো? তার মাথাটা কেটে ফেলবো না? হতভাগা ভেবেছে কি? আচ্ছা মহারাজ, আপনি তো অমর, তবে আপনার ভয়টা কি?

হিরণ্যকশিপু। ভয় আমার নয় মূর্খ, ভয় এই অবলা নারীর।

মড়কের প্রবেশ।

মড়ক। শুধু মহারাণীর নয় মহারাজ, আজ আমারও ভয় হ'চ্ছে।

মৃত্যুভয়হীন নিরস্ত্র জনশক্তিকে পরাভূত করতে কেউ পারে না মহারাজ।

হিরণ্যকশিপু। তোমার এতগুলো সৈন্য তাদের হত্যা করতে পারবে না?

মড়ক। কে হত্যা করবে মহারাজ? সৈনিকেরাও তাদের সঙ্গে হরিনাম ক'চ্ছে।

কয়াধু। বল কি মড়ক?

মড়ক। আর কোন উপায় নেই মা।

কয়াধু। সেনাপতি মড়কাসুর, তুমিও আজ অক্ষম?

মড়ক। মেয়েটাকে হত্যা ক'রেও আমি খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলুম মা, কিন্তু ভাইকে মেরে আমার সব শক্তি নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। মহারাজ, দীর্ঘকাল আপনার সেবা করেছি, একদিনও ছুটি নিই নি। আজ আমায় ছুটি দিন মহারাজ।

হিরণ্যকশিপু। বিশ্বস্ত বন্ধু, তুমিও বিদায় নেবে? আচ্ছা, যাও, আর আমার কোন অভিযোগ নেই।

[রাজারাণীকে প্রণাম করিয়া মড়কের প্রস্থানোদ্যোগ]

হিরণ্যকশিপু। মড়ক, যাবার আগে তোমার কি কোন প্রার্থনা নেই?

মড়ক। শুধু এই প্রার্থনা, এ হত্যালীলার অবসান করুন।

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। রক্ষী, তুমি যাবে না?

রক্ষী। আজ্ঞে, আমি একেবারে কাজ শেষ ক'রে যাবো।

কয়াধু। এ হরিনামের শোভাযাত্রা কে চালন ক'চ্ছে?

রক্ষী। আজ্ঞে, গুরুপুত্র আর তার বউ।

কয়াধু। কেঁচো আজ সাপ হ'য়ে দংশন করতে এসেছে, এই তো স্বাভাবিক।

হিরণ্যকশিপু। রক্ষি, তুমি তাদের বেঁধে আনতে পারবে?

রক্ষী। দোহাই মহারাজ! শুনেছি ওরা নাচিয়ে দেয়, আমি ওদের কাছে যেতে পারবো না।

হিরণ্যকশিপু। না পার, প্রহ্লাদকে নিয়ে এস।

রক্ষী। এটা বরং সোজা, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। রাণি, বুঝতে পাচ্ছো? এরা প্রহ্লাদকে নিয়ে যেতে এসেছে। আমি যা আদেশ করবো, পারবে?

কয়াধু। তোমার আদেশ আমি তো কখনও অমান্য করি নি।

হিরণ্যকশিপু। তবে এই কালকূট নাও, নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দেবে।

কয়াধু। আমি! মা হ'য়ে সন্তানের মুখে বিষ ঢেলে দেবো? দোহাই তোমার, আমায় ক্ষমা কর,—এ নিষ্ঠুর আদেশ আমায় ক'রো না।

হিরণ্যকশিপু। কয়াধু, যে ছেলের হাতে আমার গৌরবের অভ্রভেদী সৌধ ধূলিসাৎ হয়েছে, সে আমাদের শত্রু। যদি আমার মঙ্গল চাও, তার মুখে বিষ ঢেলে দাও! নইলে বুঝবো, তোমার পতিভক্তি মুখের কথা, তোমার সতীত্ব শুধু অভিনয়।

কয়াধু। চুপ কর, ওগো চুপ কর; সে শত্রু যেন এ কথা শুনতে না পায়। সতীর অপমান সে সহ্য করে না। আমি পারবো, নিশ্চয়ই পারবো। উঃ—বুকটা কেমন ক'চ্ছে। প্রহ্লাদ; প্রহ্লাদ,—

[প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। এবার কি করবে যম? শিকার নেবে না?

বিনতির প্রবেশ।

বিনতি। জয় শ্রীহরি!

হিরণ্যকশিপু। কি?

ষণ্ডের প্রবেশ।

ষণ্ড। জয় শ্রীহরি!

হিরণ্যকশিপু। চুপ্। মৃত্যু তোমাদের শিয়রে।

ষণ্ড। মৃত্যুভয়ে আর মোরা ভীত নই রাজা।
হরিনাম-সুধা পানে
লজ্জা ভয় হ'য়ে গেছে দূর।
হে রাজন্, গুরুপুত্র আমি হে তোমার,
যে অমৃত ফল নিজে খেয়ে হয়েছি পাগল,
অংশ তার তব তরে এনেছি ধীমান্।
ধর রাজা হরিনাম,
জনম সফল হোক।

হিরণ্যকশিপু। স্পর্দ্ধা তব বিস্মিত করেছে মোরে।

বিনতি। হে সম্রাট্, কোথা মোর নয়নের মণি?
এনে দাও প্রহ্লাদে আমার।
তৃষিত নয়ন মম
বহুদিন দেখি নাই তারে।

রক্ষিসহ প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। কে এসেছে? গুরুদেব?

স্নেহময়ী গুরুমা আমার ?
মা ! মা ! [উভয়কে প্রণাম]

বিনতি। চিরজীবী হও রে সন্তান !
গুরুমার আশীর্ব্বাদ
বর্ম্মসম ঘিরে থাক্ তোরে।

ষণ্ড। ধন্য আমি গুরু তব স্নেহের দুলাল।
যে নাম নিয়েছ ব'লে বত তোরে
করেছি শাসন,—শোন্ বাবা, শোন,
সেই নামে সমগ্র নগরী আজ
হয়েছে মাতাল। জয় শ্রীহরি।

প্রহ্লাদ। জয় শ্রীহরি।

হিরণ্যকশিপু। চুপ্।

বিনতি। কি করিতে পার তুমি মাটির মানুষ ?
নামের অমৃত পানে মোরা মৃত্যুঞ্জয়।

কয়াধুর প্রবেশ।

কয়াধু। এসেছ ? প্রহ্লাদ এসেছ ?
এস, এস, কাছে এস,
জননীর ক্ষীরধারা শৈশবে করেছ পান,
আজি মায়ের স্নেহের করে
তীব্র বিষ কর রে গ্রহণ।

রক্ষী। বিষ ! দেখি দেখি,
কেমন বিষের স্বাদ।
[একটু খাইয়া ফেলিল]

কয়াধু। কি করিলে ভাগ্যহীন?

হিরণ্যকশিপু। দূর হ' নির্ব্বোধ,
এত যদি মরণের সাধ,
মর গিয়া প্রাসাদ বাহিরে।

রক্ষী। তুমিও মরার তরে তৈরী হও রাজা।

[প্রস্থান

প্রহ্লাদ। কেঁদো না জননি মোর।
তুমি যদি মৃত্যু দাও,
সে মৃত্যু তো স্বর্গের সোপান।

হিরণকশিপু। রাণি,—

কয়াধু। এই যে, এই যে রাজা।

বিনতি। জননীর স্নেহের পানীয়
নির্ভয়ে খাও রে যাদুমণি।

ষণ্ড। নাহি ভয়, হরিনামে মৃত্যু হবে জয়,
ঘোষিবে জগৎময় আরও একবার
যমজয়ী শ্রীহরির নাম। জয় শ্রীহরি!

বিনতি। জয় শ্রীহরি!

কয়াধু। জলদে লুকাও মুখ ওগো দিনকর!
আশেপাশে কেহ যদি
থাক মা জননী, আঁখি দুটি কর নিমীলন।

প্রহ্লাদ। দাও মা প্রসাদ।

[কয়াধু প্রহ্লাদের মুখে বিষ ঢালিয়া দিলেন; ষণ্ড ও বিনতি শ্রীহরি জপ করিতে লাগিলেন, হিরণ্যকশিপু চাপা হাসি হাসিতে লাগিল]

প্রহ্লাদ। এ কি দিলে আমারে জননি?
এ যে মধুর চেয়েও মধু;
এমন সুমিষ্ট দ্রব্য খাই নাই কভু।

ষণ্ড ও বিনতি। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি!

[প্রস্থান।

কয়াধু। প্রহ্লাদ! দেখি, দেখি,
সত্য তুমি যমেরে করিলে জয়?
[বুকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিলেন]

হিরণ্যকশিপু। [নাড়ী ধরিয়া দেখিলেন]

প্রহ্লাদ। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি! [প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। কয়াধু, মুখে তব হাসি কি ক্রন্দন,
আমি কিছু বুঝিতে না পারি।

কয়াধু। ওগো, আমি যে চিনেছি তারে।
ওই রক্ষী, ওই রক্ষী মহাশত্রু তব।
ধর, ধর,—পালিয়ে না যায়। [প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপু। একি! পদতলে ভূমিকম্পে
কাঁপিছে মেদিনী!
মৃত্যুহীন হিরণ্যকশিপু,
মৃত্যু কি তারেও আজি করিছে স্মরণ?
চতুর্ম্মুখ, মিথ্যাবাদী তুমি?
না—না, এ সকলি নিশার স্বপন।
অমর অক্ষয় আমি
ভগবান্ হিরণ্যকশিপু। [প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

অনুহ্লাদের প্রবেশ।

অনুহ্লাদ। একি হ'লো? কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ,
মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত শিলাবৃষ্টি
রাজপুরী মাঝে!
কোথা হ'তে আসে এত বিহঙ্গনিকর?
হাজারে হাজারে পাখী
শাখায় শাখায় বসি
করে হরিনাম! একি অঘটন!
প্রলয় কি এলো ধরাধামে?

কয়াধুর প্রবেশ।

কয়াধু। অনুহ্লাদ, আছ বাবা?
অনুহ্লাদ। কেন মা কম্পিত দেহ?
কি হয়েছে জননি আমার?
পুত্র তব মরে নাই হলাহলপানে।
তবে কেন দুনয়নে ঝরে বারিধার?
কয়াধু। নিশিযোগে দেখেছি স্বপন—
মহারাজ—ওঃ, ভাবিতে পারি না আর।

ওই দেখ্, ঝাঁকে ঝাঁকে
ছুটে আসে কত বিহঙ্গম।
ওরা পাখী নয়, দেবতা সবাই।

অনুহ্লাদ। দেবতা হয়েছে পাখী সম্রাটের ভয়ে?
কেন তবে ফেল মা নিঃশ্বাস?
দেবত্রাস দিগ্বিজয়ী স্বামী যে তোমার।
কে তাহার কি করিতে পারে?

কয়াধু। ওই রক্ষী, খুঁজে দেখ্, অনুহ্লাদ।
নহে সে সামান্য নর,
স্বচক্ষে দেখেছি আমি
তাহারি রসনা স্পর্শে
হলাহল হয়েছে অমিয়।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্যকশিপু। কোথাও সে নাই রাণি,
বোধহয় বিষপানে লভিয়াছে
অকালমরণ।

নেপথ্যে রক্ষী। আমি আছি।

কয়াধু। ওই—ওই, যায় নাই মহাশত্রু।

অনুহ্লাদ। একি অঘটন পিতা!
সুস্পষ্ট দেখিনু আমি
ওই বৃক্ষচূড়ে কৃষ্ণপক্ষ বিহঙ্গম
কহিল এ মানুষের ভাষা।

হিরণ্যকশিপু। উচ্চশির লুটালো ধূলায়,

দিগ্বিজয়ী মহাবীর হিরণ্যকশিপু—
শিশুপুত্র তার মুখে লেপি দিল
পরাজয়-গ্লানি! কোথায় লুকাবো মুখ?
ঘনঘোর অন্ধকারে এ কলঙ্ক
ঢাকিবার নয়।

প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। কিসের কলঙ্ক পিতা?
গৌরবের উচ্চ শৃঙ্গে
নিজে তুমি করিয়াছ পদাঘাত।
আবার উঠিতে পার যদি ইচ্ছা হয়।
জ্ঞানী তুমি, বীর তুমি, বহুগুণে গুণী;
শুধু ভক্তিহীন বলি দিবানিশি সহ মনস্তাপ।
মহাভাগ, একবার গাও হরিনাম।

হিরণ্যকশিপু ও অনুহ্লাদ। } প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। প্রত্যক্ষ দেখিলে কতবার,
নামে তার শমন পলায়,
হলাহল সুধা হ'য়ে যায়,
ব্যর্থ হয় তীক্ষ্ণ তরবারি,
ফণীর উদ্যত ফণা চরণে লুটায়,
তবু তুমি খুলিবে না আঁখি?

অনুহ্লাদ। প্রহ্লাদ, সে রক্ষীটাকে তুমি দেখেছ? কোথায় সে বল্‌তে পার?

প্রহ্লাদ। কোন্ রক্ষী দাদা?

কয়াধু। যে রক্ষীর রসনাস্পর্শে কালকূট অমৃত হ'য়ে গেছে?

অনুহ্লাদ। বল, কোথায় আছে সে? সে রক্ষী নয়, আমাদের সেই মহাশত্রু।

প্রহ্লাদ। নারায়ণ? একথা আগে বল্লে না কেন? আমি তার পা দুখানা জড়িয়ে ধর্‌তুম।

অনুহ্লাদ। থামো নির্ব্বোধ।

হিরণ্যকশিপু। প্রহ্লাদ, আজ আবার তোমায় বল্‌ছি, হরিনাম ত্যাগ কর।

প্রহ্লাদ। প্রাণটা ত্যাগ করা তার চেয়ে সহজ পিতা।

হিরণ্যকশিপু। আমি এই মুহূর্ত্তে তোমায় রাজ্যটা দান কর্‌বো।

প্রহ্লাদ। কার রাজ্য? কে দান কর্‌বে? এই নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সেই একজনের রাজ্য, তুমি দুদিনের জন্য তার প্রতিনিধি। তিনি প্রভু, তুমি তাঁর ভৃত্য।

হিরণ্যকশিপু। কার ভৃত্য আমি?

প্রহ্লাদ। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির।

হিরণ্যকশিপু ও অনুহ্লাদ। } প্রহ্লাদ!

কয়াধু। যাও বাবা, যাও; কেন তুমি এখানে এলে? মহা-প্রলয়ের সূচনা দেখছি! মহারাজ, ক্রোধ সংবরণ কর। ওই দেখ, পাখীগুলো সহসা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। শান্ত হও, শান্ত হও।

হিরণ্যকশিপু। আমি তোমার শ্রীহরিকে আজই চূর্ণ কর্‌বো। কোথায় সে আছে বল্‌তে পার?

প্রহ্লাদ। সর্ব্বত্রই আছেন তিনি। মানুষ পশু বৃক্ষ লতা মাটি জল—সবার মধ্যেই তিনি বিরাজমান।

কয়াধু। তাঁর শক্তি পরীক্ষা কর্‌তে তুমি চেয়ো না রাজা। ওগো, আমি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপু অমর।

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুরন্ধর। তা তো বটেই—তা তো বটেই। আপনাকে মারা হরির কাজ নয়। কি কর্‌বে হরি? জলে মর্‌বেন না, স্থলে মর্‌বেন না; অস্ত্রে মর্‌বেন না, শস্ত্রে মর্‌বেন না; নারীর হাতে নয়, পুরুষের হাতে নয়; দিনে নয়, রাত্রিতে নয়। হরি আপনার কি কর্‌তে পারে?

অনুহ্লাদ। কেন বারবার হরি হরি কচ্ছেন?

ধুরন্ধর। কখন হরি হরি কর্‌লুম? হরি হরি কর্‌বো কেন? হরি আমার কে?

অনুহ্লাদ। বেরিয়ে যান।

ধুরন্ধর। আরে, তোমরা বেরিয়ে যাও। সে আসছে, সে আসছে। বল বাবা, জয় শ্রীহরি।

কয়াধু। একি মহামাত্য, আপনি করতালি দিচ্ছেন কেন?

ধুরন্ধর। আজ বড় আনন্দের দিন মহারাণি। এই অত্যাচারী পাষণ্ড আমার ভাইয়ের সংসার ছারখার করেছে। আজ তার প্রতিফল দিতে শ্রীহরি আসছেন। জয় শ্রীহরি।

প্রহ্লাদ। জয় শ্রীহরি!

হিরণ্যকশিপু। কোথায় তোমাদের শ্রীহরি? এই স্ফটিকস্তম্ভের মধ্যে আছে সে?

প্রহ্লাদ। নিশ্চয়ই আছেন।

হিরণ্যকশিপু। পদাঘাতে চূর্ণ কর্‌বো স্ফটিকস্তম্ভ।

অনুহ্লাদ। পিতা, নিরস্ত হোন পিতা। [পদধারণ]

হিরণ্যকশিপু। অনুহ্লাদ!

কয়াধু। রাজা, ক্ষান্ত হও। [পদধারণ]

হিরণ্যকশিপু। আঃ!

প্রহ্লাদ। শ্রীহরি, স্বাগতম্।

ধুরন্ধর। চক্রধারি, পাষণ্ড দলন কর।

অনুহ্লাদ। চুপ কর প্রহ্লাদ, ক্ষান্ত হোন মহামাত্য, পৃথিবী কাঁপিয়ে তার পদধ্বনি বেজে উঠছে। ঐ বুঝি এলো, ঐ বুঝি এলো। উঃ—

হিরণ্যকশিপু। কে আছ এই স্ফটিকস্তম্ভের মধ্যে? বেরিয়ে এস। [স্ফটিকস্তম্ভে পদাঘাত]

কয়াধু। নারায়ণ, নারায়ণ—

নৃসিংহের আবির্ভাব।

সকলে। কে? কে?

নৃসিংহ। নর নই, নারী নই, আমি নৃসিংহ! দিন নয়, রাত্রি নয়, এ সন্ধ্যা; জলে নয়, স্থলে নয়, অন্তরীক্ষে তোমায় নিয়ে যাবো; অস্ত্রে নয়, শস্ত্রে নয়, এই নখাঘাতে তোমার দেহ ছিন্নভিন্ন কর্‌বো। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [হিরণ্যকশিপুকে ধরিল]

হিরণ্যকশিপু। কার ডাকে এসেছ তুমি জান?

নৃসিংহ। ভক্তের ডাকে।

হিরণ্যকশিপু। না, আমার ডাকে। জগৎ জানে না, তুমিও জান

না, তোমাকে মর্ত্তে নামিয়ে এনেছি আমি। এইবার দেখি তোমার কত শক্তি।

[যুধ্যমান নৃসিংহ ও হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান।

ধুরন্ধর। দেখ মহারাণি, দেখ, মহাশূন্যে নৃসিংহ ত্রিলোকবিজয়ী হিরণ্যকশিপুকে মূষিকের মত জঙ্ঘার উপর রেখে নখাঘাতে ছিন্নভিন্ন ক'চ্ছে। এই তো মানুষের শক্তি!

অনুহ্লাদ। ওঃ—পিতা, পিতা,—

[প্রস্থান।

কয়াধু। নারায়ণ, নারায়ণ, এ রূপ সংবরণ কর ঠাকুর।

প্রহ্লাদ। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি!

নারায়ণের আবির্ভাব।

কয়াধু ও প্রহ্লাদ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণ হিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

[প্রণাম]

নারায়ণ। স্বস্তি। [অন্তর্দ্ধান]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি, প্রণীত নাটকাবলী

বঙ্গবীর (ঐতিহাসিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
প্রবীরার্জ্জুন (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
লীলাবসান (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
রক্ত-তিলক (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২॥০
চাঁদের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২॥০
বাঁশের বাঁশী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
রাজলক্ষ্মী (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
সারথি (পৌরাণিক নাটক) নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
স্বামীর ঘর (দেশাত্মবোধক নাটক) প্রভাস অপেরায় অভিঃ। মূল্য ২॥০
সমাজের বলি (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২॥০
রাজ-নন্দিনী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
মায়ের ডাক (রূপক নাটক) প্রভাস অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
দেবতার গ্রাস (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২॥০
রাজ-সন্ন্যাসী (ঐতিহাসিক নাটক) বিশ্বগ্রাম নট্ট কোংতে „ মূল্য ২॥০
স্বর্ণলঙ্কা (পৌরাণিক নাটক) বাণী নাট্য-সমাজে অভিনীত। মূল্য ২॥০
ভক্তকবি জয়দেব (ঐতিহাসিক নাটক) নট্টকোংতে অভিঃ। মূল্য ২॥০
দানবীর (পৌরাণিক নাটক) ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
প্রতিশোধ (কবিতার নাট্যরূপ) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২॥০
চাষার ছেলে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২॥০
গন্ধর্ব্বের মেয়ে (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২॥০
গাঁয়ের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) সত্যনারায়ণ অপেরায় „। মূল্য ২॥
ভারত-তীর্থ (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২॥০
বিচারক (ঐতিহাসিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০
কুরুক্ষেত্রের আগে (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে „। মূল্য ২॥০
সবার দেবতা (পৌরাণিক নাটক) চণ্ডী অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২॥০